রসিক মঙ্গল

(পূর্ব্ব বিভাগ—দক্ষিণ বিভাগ)

প্রথম খণ্ড

॥ শ্রীগোবিন্দ দেব ॥

শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর প্রিয় পার্ষদ

শ্রীল গোপীজনবল্লভ দাস বিরচিত
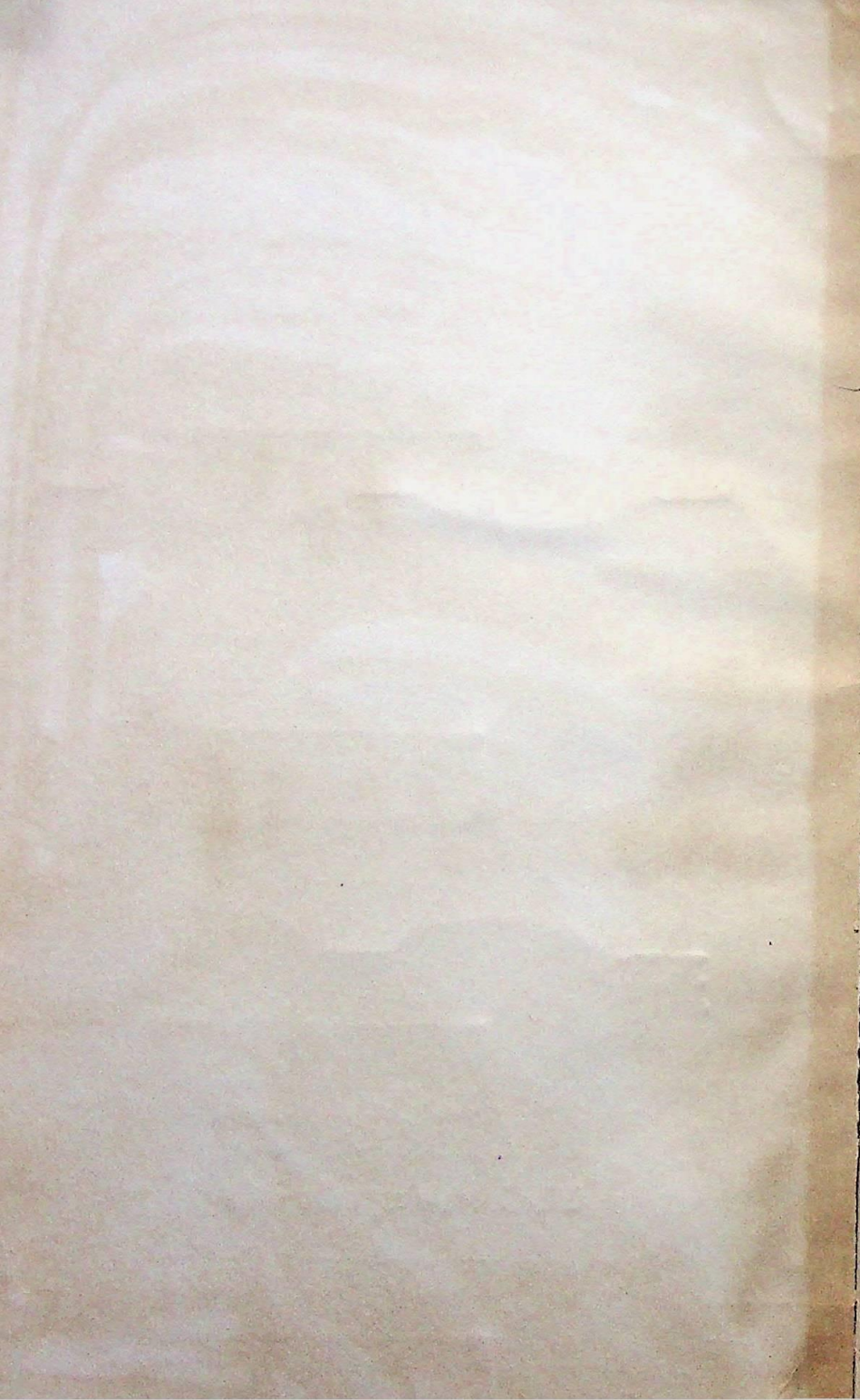
গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র-৪০

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

রসিক মঙ্গল

(পূর্ব্ববিভাগ ও দক্ষিণ বিভাগ)

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর প্রিয় পার্ষদ

শ্রীল গোপীজনবল্লভ দাস বিরচিত

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্তৃক সম্পাদিত প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্যডোবা।

(পোঃ—হালিসহর উত্তর ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ।

প্রকাশক :

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীচৈতন্য ডোবা, হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা

প্রথম সংস্করণ—১৪০৪ বঙ্গাব্দ, দোলযাত্রা

প্রাপ্তিস্থান :

১। **শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী**

শ্রীচৈতন্য ডোবা. পোঃ-- হালিসহর

জেলা—উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

২। **মহান্ত কৃষ্ণকেশবানন্দ দেব গোস্বামী**

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর পোঃ-গোপীবল্লভপুর

জেলা মেদিনীপুর।

৩। **শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনানন্দ দেব গোস্বামী**

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর, পোঃ গোপীবল্লভপুর

জেলা—মেদিনীপুর

৪। **মহেশ লাইব্রেরী**

২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০৭৩

ফোন ৩১ ১৪৭৯

৫। **সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার**

৬৮, বিধান সরণী কলিকাতা—৭০০০৬

ফোন—৩২—২১০৮

৬। **শ্রীপরিতোষ অধিকারী**

শ্রীশ্রীমদন গোপাল সেবাশ্রম, শ্রীপাট

শুকেশ্বর, সাং + পোঃ—অমরপুর

পিন—৭২১৪৩৯, জেলা—মেদিনীপুর

ভিক্ষা-পঁচিশ টাকা।

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি প্রেস

শ্রীচৈতন্যডোবা মন্দির

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্যামানন্দ দেবানাং বন্দে পাদাম্বুজদ্বয়ম্ ।
জায়তে যদনুধ্যানাৎ প্রেমভক্তির্নৃনাং হরৌ ॥
রসিকেন্দ্র পদদ্বন্দ্বং বন্দে পরম মঙ্গলম্ ।
সর্ব্ব মাধুর্য্য সারানামাধারং পরমোৎ সবম্ ॥
বক্তং চন্দ্রো বচনমমৃতং ভারতী কণ্ঠদেশে
শোভা লক্ষ্মীর্মধুর হসিতং সুন্দরং কুন্দ পংক্তি ।
দন্তামুক্তা দৃগলিযুগলং যস্যবাহু মৃনালৌ
সোহয়ং চিন্তামণিরিব নরৈঃ সেব্যতাং শ্রীমুরারিঃ ॥

কলিযুগ পাবন শান্তিপুর নাথ অদ্বৈতাচার্যের প্রকাশ মুর্ত্তি প্রভু শ্যামানন্দের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া তাহারই অভিন্নকলেবর নিত্যলীলা সঙ্গী প্রভু রসিকানন্দের অপার্থিব মহিমারাশী সমন্বিত রসিক মঙ্গল নামক দুঃপ্রাপ্য বৈষ্ণব সাহিত্যটির পুনঃ প্রকাশ ঘটিল ।

জয় জয় শ্যামানন্দ জয় রসিকানন্দ ।
নিধুবনে সেবাকরে পরম আনন্দ ॥

লক্ষ লক্ষ ভক্ত কণ্ঠে অদ্যাপি কীর্ত্তনে প্রতিধ্বনিত এই বাক্যটি প্রভু শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের মহিমারাশী চিরস্মরনীয় করিয়া রাখিয়াছে। সেই পরম মহিমান্বিত প্রভু রসিকানন্দের মঙ্গলময় চরিতসুধা বিকিরণ কারী শ্রীরসিকমঙ্গল গ্রন্থ খানি আমাদের কল্যান বিধান করুণ ।

ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি অবলম্বনে ব্রজ অভিলষিত তিনবাঞ্ছা পূরণের উপলক্ষ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপে নবদ্বীপে প্রকট হন, সর্ব্ব অবতারের ভক্তগণকে প্রকট করাইয়া পঞ্চতত্ত্ব স্বরূপে এক অপ্রাকৃত প্রেম লীলার বিকাশ করতঃ সর্ব্ব ভক্তগণকে ব্রজ প্রেমে বিভাবিত করেন এবং ব্রহ্মাদির আকাঙ্খিত সুদুর্ল্লভ ব্রজপ্রেম প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করতঃ নামে প্রেমে ত্রিভুবন ধন্য করেন ।

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামিভক্ত শক্তিকং॥
ভক্তরূপো গৌরচন্দ্রো যতোঽসৌ নন্দনন্দনঃ।
ভক্তস্বরূপো নিত্যানন্দো ব্রজে যঃ শ্রীহলায়ুধ॥
ভক্তাবতার আচার্য্যোঽদ্বৈতো যঃ সদাশিবঃ।
ভক্তাখ্যঃ শ্রীনিবাসদ্যা যতস্তে ভক্তরূপিণঃ।
ভক্তশক্তি দ্বিজাগ্রন্যঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিতঃ॥

শ্রীগৌর গনোদ্দেশ দীপিকা—১৯/২১ শ্লোকঃ।

পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তত্ত্বে বিবিধ বিভেদ॥
সেই পঞ্চতত্ত্ব মেলি পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্ব প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উদ্ধারিয়া॥
পাঁচে মেলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ॥
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায় তাঁহা করে প্রেমদান॥"

ব্রজরাজ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চতত্ত্ব স্বরূপে অগনিত ভক্তবৃন্দ সমবিব্যবহারে সংকীর্ত্তন লীলা বিলাস করতঃ আচণ্ডালে নাম প্রেম প্রদান করেন। পরবর্ত্তী নাম প্রেমের ঐতিহ্য সুদৃঢ় করিবার মানসে তিন প্রভুর পুনঃ প্রকাশ ঘটে।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—২০ বিলাস

শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ আর। চৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈত আবেশ অবতার॥
শ্রীচৈতন্যের অংশ কলা শ্রীনিবাস হয়। নিত্যানন্দের অংশ কলা নরোত্তমে কয়॥
অদ্বৈতের অংশ কলা হয় শ্যামানন্দে। যে কৈলা উৎকল ধর্ম ধন্য সংকীর্ত্তনানন্দে॥

গৌরাঙ্গের অংশে শ্রীনিবাস, নিত্যানন্দের অংশে ঠাকুর নরোত্তম ও অদ্বৈত প্রভুর অংশে প্রভু শ্যামানন্দের আত্ম প্রকাশ। প্রভু শ্যামানন্দ প্রভু রসিকানন্দ সহ উৎকল ও মেদিনীপুরের ঘরে ঘরে নাম প্রেম প্রচার করে গৌরাঙ্গের শুদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার ও প্রসার করেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য বর্দ্ধমান জেলার চাকুন্দী গ্রামে শ্রীচৈতন্য দাসের পুত্র রূপে আবির্ভূত হইয়া বৃন্দাবনে গমন করতঃ শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামীর চরণাশ্রয় করেন। শ্রীজীব গোস্বামী সমীপে 'গোস্বামীশাস্ত্র' অধ্যয়ন করতঃ গৌড় দেশে আগমন করিয়া বর্দ্ধমান মুর্শিদাবাদাদি রাঢ় অঞ্চলে নাম প্রেম প্রচার করেন। ঠাকুর নরোত্তম বর্ত্তমান বাংলাদেশে গরানগাট পরগণার খেতুরী গ্রামে কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া পদ্মাগর্ভ হইতে প্রভু নিত্যানন্দ গচ্ছিত প্রেমধন লাভ করেন। পরে বৃন্দাবন গমন করতঃ প্রভু লোকনাথের পদাশ্রয় ও শ্রীজীব গোস্বামী সমীপে গোস্বামী শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ বঙ্গদেশে আসিয়া বর্ত্তমান বাংলাদেশের ঘরে ঘরে নাম প্রেম প্রচার করেন আর প্রভু শ্যামানন্দ মেদিনীপুরের ধারেন্দার শ্রীকৃষ্ণমণ্ডলের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয় চৈতন্য ঠাকুরের পদাশ্রয় করেন। বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীজীব গোস্বামী সমীপে গোস্বামী শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ ব্রজগোপী ভাবে বিভাবিত হন এবং শ্রীরাধা-রানীর নুপূর প্রাপ্তি হইয়া নুপূর তিলকের অধিকারী হন। শ্রীনিবাস নরোত্তম সহ গোস্বামী গ্রন্থ গৌড়ে আনয়ন করেন। আর ঘন্টাশিলায় অপেক্ষামান রসিকানন্দ প্রভুকে কৃপাশক্তি সঞ্চার করিয়া তৎসহ উড়িষ্যায় ও মেদিনীপুরে নামপ্রেম বন্যায় প্লাবিত করেন। এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গদেব তিন শক্তির প্রকাশ ঘটাইয়া দুর্লভ ব্রজ প্রেম বিতরনের এক অদ্ভুত পূর্ব্ব লীলার বিকাশ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের অভিন্ন কলেবর প্রভুনিত্যানন্দে শিষ্য ব্রজের সুবল সখা গৌরীদাস পণ্ডিত। গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয় চৈতন্য। হৃদয় চৈতন্য শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র। লীলাচক্রে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ তাঁহার হৃদয়ে প্রবীষ্ট হওয়ায় হৃদয়ানন্দ নাম ধারণ করেন। হৃদয়ানন্দ ঠাকুরের সুযোগ্য শিষ্যই প্রভু শ্যামানন্দ। প্রভু শ্যামানন্দের অভিন্ন কলেবর প্রভু রসিকানন্দ। রসিকানন্দ প্রভুর জীবন আলেখ্যই আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক শ্রীগোপীজন বল্লভ দাস গ্রন্থকার নিজ পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থের পূর্ব্ব বিভাগের ১ম লহরীতে বর্ণন করিয়াছেন যথা—

চরণে লোটায়া বন্দোঁ রসময় পিতা।
তারেত বন্দিনু মাতা জীউ পতিব্রতা ॥
পতি পত্নী দোঁহে আর পুত্র পাঁচ জন।

রসিক চরণে সবে পশিলা শরণ ॥
খুল্লতাত বন্দিনু বংশী মথুরা দাস।
আদ্য শ্যামানন্দীতে যাঁহার প্রকাশ ॥
গোপকুলে মো সবার হইল উৎপত্তি।
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব কুলশীল জাতি ॥
গোপীজন বল্লভ হরিচরন দাস।
মাধব রসিকানন্দ কিশোরের দাস ॥
শ্রীরসময় নন্দন ভাই পঞ্চজন।
জাতি ধন প্রান যার অচ্যুত নন্দন ॥

ইহা ব্যাতীত গ্রন্থকার বিষয়ে অন্য কিছু জানা যায় না। আলোচ্য গ্রন্থ লিখন বিষয়ে গ্রন্থকারের প্রথম লহরীর বর্ণন—

রসিকের খুল্লতাত তুলসী ঠাকুর।
প্রতি সম্বৎসরে আজ্ঞা করেন প্রচুর ॥
কৃষ্ণপ্রেম দেখি সব উৎকল ধাম।
রসিকের যশ তুমি করহ বাখ্যান ॥
আপনার গুন শুনি প্রভু সলজ্জিত।
সে সঙ্কোচ ভয়ে আমি না করি বিদিত ॥
হেনকালে বেঢ়াপালের রসিক শেখর।
কৌতুকে হাসিয়া সবে করিল উত্তর ॥
শ্যামানন্দী কেহ হেন ভাগ্যবন্ত হয়।
শ্যামানন্দী কার্য্য সব করয়ে নির্ণয় ॥
এ সব গোষ্ঠীরে যেন গায় সর্ব্বজন।
ভাল হয় হেন, কেহ করয়ে বর্ণন ॥
সেইত ভরসা পেয়ে আজ্ঞা কৈল শিরে।
রসিক চরণ মাথে বন্দিয়া সত্বরে ॥
° ° ° °
শ্যামানন্দী কার্য্য সব আজ্ঞা দিল মোরে।
রসিক দেবের যশ করিতে প্রচারে ॥

অল্পজন হৈয়া করি বড়ই সাহস।
অনুগ্রহ কর সবে পুরুক মানস ॥
স্বভাব বর্ণনা কিছু করিব বর্ণন।
কুহকে নাচায় যৈন অচ্যুত নন্দন ॥
অনুক্রম দোষ কিছু না করিবে মনে।
সম্প্রীতে শুনিবে সাধু সুপণ্ডিত জনে ॥
রসিক মঙ্গল কিছু করিব বর্ণন।
ত্রিভুবনে শুনিবেক ভাগ্যবন্ত জন ॥

গ্রন্থের লিখন কাল বিষয়ে আলোচ্য গ্রন্থের পরিশেষের বর্ণন—

শ্রীবলভদ্র গজপতি উড়িষ্যা দেশে।
নয় অঙ্ক বসন্ত পঞ্চমী মকরমাসে ॥
আজ্ঞা পায়া আরম্ভ করিল সে দিবসে।
রসিক চরণ হৃদে করিয়া বিশেষে ॥
অষ্টমাস দুইবৎসর সে ভাবনা।
রসিকের যশঃ কীর্ত্তি করিলু রচনা ॥
রবিবার দিনে সাঙ্গ হইল পুস্তকে।
বার অঙ্ক কইন্য পঞ্চমী শুক্ল পক্ষে ॥
রসিক মঙ্গল শুন সব বন্ধুগণ।
অবিলম্বে পাবে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিধন ॥
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥

১৫৭৯ শকাব্দে মাঘ মাসের বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে গ্রন্থের লিখন কার্য্য আরম্ভ করিয়া ১৫৮২ শকাব্দের আশ্বিনের শুক্লা পঞ্চমীতে গ্রন্থ সমাপন করেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানি মুদ্রণ কার্য্য শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর হইতে ৪৫৫ শ্রীচৈতন্যাব্দে শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর বংশাবতংস শ্রীগোপাল গোবিন্দানন্দ দেব গোস্বামীর সম্পাদিত গ্রন্থদৃষ্টে সম্পাদিত হইল। গ্রন্থের পূর্ব্ব প্রকাশনা বিষয়ে উক্ত সম্পাদকীয় বর্ণনের বর্ণন যথা—

এই শ্রীগ্রন্থই ইতঃপূর্ব্বে মেদিনীপুর বাস্তব্য শ্রীসারদা মিত্র মহাশয় প্রথমে মুদ্রিতাকারে প্রকাশ করেন। অধুনা তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে। অথচ তন্মধ্যে কতিপয় স্থানে ভ্রান্তিও ছিল। শ্রীপাটে সংরক্ষিত প্রাচীন তালপত্রে লিখিত গ্রন্থ চতুষ্টয় ও তুলট কাগজে লিখিত একখানি গ্রন্থের সহিত পাঠ ভেদ মিলাইয়া সংশোধনান্তে শ্রীশ্রীরসিকানন্দদেবের একাদশাধস্তন বর্ত্তমান প্রকাশক শ্রীরাধা গোবিন্দের কৃপায় এই সংস্করণের প্রকাশ দ্বারা আবাল্য পোষিত আশা পোষণের সুযোগ লাভে আত্ম শোধনের উপাদান পাইয়া পরম ধন্য হইতেছে।

এই পরম মহিমান্বিত অপ্রকাশিত গ্রন্থখানি এযাবৎ পুনঃ মুদ্রন ঘটে নাই। গত ৬।৮।৮৮ তারিখে হেনা বসু (৫৬ বি রি চি রোড কলিকাতা ১৯) বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ প্রকাশনার কারণে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের প্রকাশিত গ্রন্থের একটি জেরক্স কপি স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে প্রেরণ করেন তদবধি উক্ত গ্রন্থখানি প্রকাশের অভিলাষ ছিল। কিন্তু আর্থিক অসুবিধাদি নানা কারণে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। অধুনা শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ গদীশ্বর শ্রীশ্রীমহান্ত কৃষ্ণ কেশবানন্দ দেব গোস্বামী ও শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দনানন্দ দেব গোস্বামীর বিশেষ অনুপ্রেরণায় গ্রন্থখানি প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু অভিলাষ থাকা সত্বেও অর্থাভাব, প্রাচীন গ্রন্থের গ্রাহকের স্বল্পতা, আর স্বল্প মূল্যে সর্ব্বসাধারণ ভক্তের গ্রহনের উপযোগীতা চিন্তা করিয়া গ্রন্থখানি দুইখণ্ডে প্রকাশে সচেষ্ট হইলাম। প্রথমখণ্ডে পূর্ব্ববিভাগ (ষোড়শ লহরী) দক্ষিণ বিভাগ (ষোড়শ লহরী) প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় খণ্ডে পশ্চিম বিভাগ (ষোড়শ লহরী) ও উত্তর বিভাগে (ষোড়শ লহরী) প্রকাশিত হইবে।

বর্ত্তমান প্রকাশনার মূল গ্রন্থের জেরক্স কপি হওয়ায় মধ্যে মধ্যে এক একটি লাইন উঠে নাই। তাহা......চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি। মুদ্রন কপিটি বহু চেষ্টা করিয়া হস্তগত না হওয়ায় এরূপ পরিস্থিতি ঘটিল। পাঠকবৃন্দ আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। প্রভু রসিকানন্দের কৃপা দৃষ্টি হইলে মূল গ্রন্থের সন্ধান করিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে ইহা পূরণ করিয়া প্রদর্শিত হইবে।

অতএব সহৃদয় পাঠক বৃন্দ আমার সর্ব্বানুরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দুঃপ্রাপ্য বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচারের কৃপাশক্তি প্রদান করুন। জয় শ্যামানন্দ। জয় রসিকানন্দ। জয় তাঁহার পতিত পাবন পার্ষদ বৃন্দ।

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর উত্তর ২৪ পরগণা

নিবেদক
শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপাভিলাষী
দীন - কিশোরী দাস

সূচীপত্র

পূর্ব্ব বিভাগ

॥ শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর বংশ তালিকা ॥

শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর পুত্র—শ্রীরাধানন্দ, শ্রীকৃষ্ণগতি, শ্রীরাধাকৃষ্ণ

শ্রীরাধানন্দের পুত্র—নয়নানন্দ ও রাসানন্দ

শ্রীনয়নানন্দের পুত্র—ব্রজজনানন্দ. বৃন্দাবনানন্দ ও উৎসবানন্দ।

ব্রজজনানন্দের পুত্র—বিচিত্রানন্দ ভজনানন্দ ও গোবিন্দানন্দ।

বৃন্দাবনানন্দ পুত্র—বৈষ্ণবানন্দ ও সুবলানন্দ।

বৈষ্ণবানন্দের পুত্র—গোকুলানন্দ ও নেত্রানন্দ।

গোকুলানন্দের পুত্র—ত্রিবিক্রমানন্দ তৎ পুত্র—মধুসূদনানন্দ ও রামকৃষ্ণানন্দ।

রামকৃষ্ণানন্দের পুত্র—আনন্দানন্দ, সচ্চিদানন্দ বিশ্বম্ভরানন্দ, সান্দ্রানন্দ।

সচ্চিদানন্দ পুত্র— সর্ব্বেশ্বরানন্দ তৎ পুত্র নন্দনন্দনানন্দ ও শচীনন্দনানন্দ।

নন্দনন্দনানন্দের পুত্র—গোবিন্দ গোপালানন্দ ও গোপাল গোবিন্দানন্দ।

—০—

প্রকাশিত হইয়াছে

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ

অদ্বৈত প্রকাশ মূর্ত্তি প্রভু শ্যামানন্দের মহিমা মূলক গ্রন্থ। শ্রীজীব গোস্বামীর সান্নিধ্যে প্রভু শ্যামানন্দের গোপী ভাবোদগম, শ্রীরাধার শ্রীচরণের নূপুর প্রাপ্তি, নূপুর তিলক ধারন, গুরু হৃদয়ানন্দের পরীক্ষাদির মাধ্যমে প্রভু শ্যামানন্দের শ্রীগুরু ভক্তি ও শুদ্ধা ভক্তি যাজনের মাধ্যমে শ্রীরাধার দাসীত্ব প্রাপ্তির প্রবল অনুরাগের বৈচিত্র পরিস্ফুট রহিয়াছে। প্রভু শ্যামানন্দের এই লীলা বৈচিত্র রাগমার্গীয় সাধকের সুযোগ্য পথ নির্দ্দেশ। এতদ্ব্যতীত প্রভু শ্যামানন্দের প্রভূত অপ্রাকৃত প্রেমলীলা কাহিনী বর্ণিত রহিয়াছে। ভিক্ষা—দশ টাকা মাত্র

প্রকাশিত হইতেছে

রসিক মঙ্গল

শ্রীরসিকানন্দ পার্ষদ শ্রীগোপীজনবল্লভ দাস বিরচিত রসিকমঙ্গল গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ড পূর্ব্ব বিভাগ ও দক্ষিণ বিভাগ প্রকাশিত হইল। উত্তর বিভাগ ও পশ্চিম বিভাগের মুদ্রন কার্য্য চলিতেছে। পাঠকবৃন্দ সত্বর প্রকাশকের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দৌ জয়তঃ

শ্রী শ্রী র সি ক ম ঙ্গ ল

পূর্ব্ব বিভাগ

প্রথম লহরী

শ্রীশ্রীরসিকানন্দ দেবো জয়তি

বিদ্যন্তে নৈব লোকে কতি কতি ন পুরানেতি হাসাহি তেষু।
ন কিঞ্চিৎ ক্বাপি কৃষ্ণঃ স্বয়মলিখদ্‌তে গীত গোবিন্দ তোহ সৌ॥
ভক্ত ষেবং ন কুত্রাপি নিজকর কৃতং লিখ্যতে বিন্দুরূপং।
শ্রীশ্যামানন্দ এব স্বয়ম কৃতমুদা শ্রীমতী রাধিকৈব॥ ১॥

সান্দ্রানন্দ নিধিঃ প্রসাদ জলধিস্ত্রৈ লোক্য শোভানিধিঃ।
পূর্ণ প্রেমরসামৃত ক্ষয়নিধিঃ সৌভাগ্য লক্ষ্মী নিধিঃ॥
সত্ত্বৈক মহানিধিদ্রব নিধিঃ কারুণ্য লীলানিধিঃ;
শ্যামানন্দ দয়ানিধির্বি জয়তে মাধুর্য্য সম্পূর্ণধীঃ॥ ২॥

সান্দ্রানন্দ করং রসোন্নতি করং শ্রীকৃষ্ণ ভাবাকরম,
চেতঃ শান্তি করং তমঃ ক্ষয়করং ভক্তাবলী শঙ্করম্।
দুঃখোচ্ছেদ করং সুখ,স্বয় করং কারুণ্য সম্পৎ করম,
দীনোদ্ধার করং নমামি রসিকানন্দং প্রভুং ভাস্করম॥ ৩॥

হে শ্রীসনাতন প্রভো! করুনাম্বুরাশে।
হেরূপ! দুর্গতি জনৈক দয়ালোক॥
হেভট্টযুগ্ম সুমতে রঘুনাথ দাস।
শ্রীজীব মে কুরুঃ মূঢ়মতেঃ কৃপাং দ্রাক্॥ ৪॥

শ্রীশ্যামানন্দ দেবানং বন্দে পাদাম্বুজদ্বয়ম।
জায়তে যদনুধ্যানাৎ প্রেমভক্তির্নৃনাং হরৌ॥ ৫॥

রসিকেন্দ্র পদদ্বন্দ্বং বন্দে পরম মঙ্গলম্।
সর্ব্ব মাধুর্য্য সারানামাধারং, পরমোৎসবম্॥ ৬॥

বক্তুং চন্দ্রো বচনমমৃতং ভারতী কণ্ঠ দেশে,
শোভা লক্ষ্মী মধুর হসিতং সুন্দরং কুন্দ পংক্তিঃ।
দন্তা মুক্তা দৃগলি যুগলং যস্য বাহূ মৃনালৌ,
সোঽয়ং চিন্তামনিরিহ নরৈঃ সেব্য তাং শ্রীমুরারি ॥ ৭ ॥

রাগ—করুনাশ্রী

ঘোষা ॥ রাম জয় গোবিন্দ রাম জয়।
গীত ॥ শ্রীগুরুচরণ বন্দো শ্যামানন্দ রায়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হৈল যাঁহার কৃপায় ॥
যাঁহার কৃপায় ভববন্ধন মোচন।
যাঁহার কৃপায় ভক্তি মত্ত সর্ব্বজন ॥
হেন শ্যামানন্দ যাঁর চরন পরশে।
ত্রিভুবন জন ভাসে প্রেম ভক্তি রসে ॥
দীন হীন দুঃখী জনে কৈল বড় দয়া।
ত্রিভুবন বশ কৈল করুনা করিয়া ॥
গোপকুল শশী উৎকলে প্রকাশিয়া।
পাপ তিমির নাশিলা প্রেমভক্তি দিয়া ॥
আনন্দ জলধি প্রভু কৃপার সাগর।
ত্রিভুবন যিনি অঙ্গ শোভা মনোহর ॥
প্রেমের সাগর প্রভু অমৃত জলধি।
সর্ব্ব রূপে ভাগ্যবান কোটি লক্ষ নিধি ॥
ত্রিভুবন সন্তাপ করেন খণ্ডন।
সবাকার চিত দ্রাব করুনা বচন ॥
সকল মাধুর্য্য শিরোমনি শ্যামানন্দ।
যুগে যুগে লীলা করে হয়ে অবতীর্ন ॥
মোরে কৃপা কর প্রভু দুরিকা নন্দন।
তুয়া প্রিয় ভক্ত যশ করিব বর্ণন ॥
তবে গুরুপত্নী বন্দো তিন ঠাকুরাণী।
যাঁদের কৃপায় কৃষ্ণ প্রেমভক্তি জানি ॥
কৃষ্ণ প্রেম মূর্ত্তিমন্ত ভক্তি স্বরূপিনী।
হৃদয়ানন্দের শিষ্যা জগতে বাখানি ॥
অনুগ্রহ কর শ্যামানন্দের ঘরনী।
রসি:কর যশঃ যেন বদনে বাখানি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বন্দো স্বয়ং ভগবান।
প্রেমভক্তি সর্ব্বজীবে করিলেন দান ॥
যুগে যুগে অবতরী শচীর নন্দন।
দুষ্ট সংহারিয়া সাধু করেন পালন ॥
কলি ঘোর দেখি জীবে সকরুণ হঞা।
নবদ্বীপে জনমিলা সাঙ্গোপাঙ্গ লঞা ॥
অকিঞ্চিন প্রিয় প্রান শ্রীচৈতন্য রায়।
ব্রহ্মা শিব পুরন্দর যাঁহারে ধিয়ায় ॥
মোর কৃপা কর জগন্নাথের নন্দন।
রসিক মঙ্গল কিছু করিব বর্ণন ॥
তবেত বন্দিনু নিত্যানন্দ বলরাম।
কোটি কোটি কাম জিনি রূপ অনুপম ॥
দীন হীন আচণ্ডাল সর্ব্ব জনে জনে।
কৃষ্ণভক্তি দিয়া উদ্ধারিল ত্রিভুবনে ॥
শচী জগন্নাথ বন্দো করিয়া প্রণতি।
হাড়াই পণ্ডিত বন্দো আর পদ্মাবতী ॥
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া বন্দো দুই ঠাকরাণী।
বসুধা জাহ্নবা বন্দো অগ্রজ গৃহিনী ॥

অদ্বৈত আচার্য্য বন্দো করিয়া ভকতি।
যাঁহার কৃপায় হয় চৈতন্য ভকতি॥
আনন্দে বন্দিনু এবে সীতা ঠাকুরাণী।
শ্রীচৈতন্য অবতারে ভক্তি স্বরূপিনী॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ বন্দো অদ্বৈত নন্দন।
সীতা ঠাকুরাণী বন্দো সর্ব্বগোষ্ঠি গণ॥
বীরচন্দ্র রায় বন্দো দীপ্ত কলেবর।
যাঁহার প্রকাশ খ্যাত অবণী মণ্ডল॥
সগোষ্ঠি সহিত বন্দো সর্ব্ব সহচরে।
রসিকের যশঃ যেন স্ফুরয় অন্তরে॥
রামাই সুন্দরানন্দ বন্দিনু হরিষে।
যাঁহার মহিমা অবনীতে পরকাশে॥
গৌরীদাস ঠাকুর বন্দো সুবল রায়।
নিত্যানন্দ প্রিয় বলি সর্ব্বজনে গায়॥
প্রিয় নর্ম্ম সখা বলে সকল ভুবন।
যাঁর কুলে শ্যামানন্দ বৈষ্ণব উৎপন্ন॥
সে প্রভু করেন যদি কৃপা অঙ্গীকার।
রসিক মঙ্গল তবে করিব প্রচার॥
উদ্ধারণ দত্ত বন্দো করিয়া আদর।
প্রেমেশ্বর বন্দো চৈতন্যের অনুচর॥
মুরারী ঠাকুর বন্দো করিয়া আকুতি।
কমলাকর বন্দিনু করিয়া ভকতি॥
পুরুষোত্তম মনোহর বন্দো দুজন।
বন্দিনু কালিয়া কৃষ্ণদাসের চরণ॥
অষ্টাগিরি বন্দিনু চৈতন্য প্রিয়তম।
অষ্টপুরী বন্দিনু বড় মহাজন॥
বিশ্বম্ভরে করাইল সন্ন্যাস গ্রহণ॥
অষ্টবালক বন্দো চৈতন্য অনুচর।
চৌষট্টী মোহান্ত বন্দো সর্ব্ব সহচর॥
গুরুকুল বন্দি মুই বড়ই হরিষে।
বলরাম বড় ঠাকুর বন্দো হরিদাসে॥
গোবিন্দ গোস্বামী বন্দো ঠাকুর মহেশ।
দুর্ল্লভা ঠাকুরাণী বন্দো হইয়া বিশেষ॥
কুল উদ্দীপন বন্দো হৃদয়ানন্দ।
সর্ব্বদাস সর্ব্বগোষ্ঠি বন্দিনু চরণ॥
সাঙ্গোপাঙ্গ সহ বন্দো সর্ব্ব গুণধাম।
সকল বৈষ্ণব বন্দো করিয়া প্রণাম॥
সর্ব্ব দ্বিজগণ বন্দো সর্ব্বন্যাসীবর।
সপ্ত সমুদ্র বন্দো মহী চলাচল॥
তার মধ্যে পূণ্য স্থান বন্দিনু হরিষে।
যাহার শ্রাবনে কৃষ্ণ ভক্তি পরকাশে॥
শ্রীবৃন্দাবন বন্দো মদন গোপাল।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ শ্রীবঙ্ক বেহার॥
রাধাবল্লভ বন্দো চিকনিয়া ঠাকুর।
কালিন্দী যমুনা বন্দো সর্ব্বব্রজপুর॥
গোকুল মথুরা বন্দো শ্রীকেশব রায়।
যাহার শ্রবনে সর্ব্বপাপ ক্ষয় পায়॥
যাদব রায় বন্দো গোকুল অধিকারী।
বন্দিনু গোপাল রায় গোবর্দ্ধন ধারী॥
দ্বারিকা বন্দিনু তবে রনছোড় রায়।
বৈকুণ্ঠ অধিক সেই কৃষ্ণের আলয়॥
বদরিকাশ্রম বন্দো নর নারায়ন।
গণ্ডকী গোমতী বন্দো নোইমিষারন॥
প্রভাষ পুষ্কর বন্দোতীর্থ গোদাবরী।
নর্ম্মদা সরস্বতীবন্দো সিন্ধু কাবেরী॥

অযোধ্যা কুরুক্ষেত্র বন্দিনু পূণ্যধাম।
বন্দো সেতুবন্ধ যথা যথা হরিস্থান॥
বন্দিনু হস্তিনাপুরী পাণ্ডব সদন।
থাকেন শ্রীকৃষ্ণ যথা ভক্তের কারণ॥
কাঞ্চী অবন্তিকা বন্দো অতি পূণ্যস্থান।
যুগে যুগে সপ্তপুরী হরির নিধান॥
শ্রীপুরুযোত্তম বন্দো নীলাচল পতি।
গয়াগঙ্গা বারানসী প্রয়াগ প্রভৃতি॥
বন্দো ভাগীরথী নবদ্বীপ মহাস্থান।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র মহাপ্রভুর নিধান॥
গঙ্গাসাগর বন্দো ভুবন বিদিত।
পূন্য নবদ্বীপ বন্দো আর তাম্রলিপ্ত॥ ১॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল বন্দিনু তিন স্থান।
তার মধ্যেতে বন্দিনু সর্ব্ব পূণ্যধাম॥
সবে মোরে কৃপা কর করিয়ে প্রণাম।
রসিক মঙ্গল যেন করিয়ে বাখ্যান॥

সংক্ষেপে কহিয়ে দুই চারি গুরুজন।
রসিক কৃপায় বন্দি সবার চরণ॥
গোপীরমন বন্দো চৈতন্য অধিকারী।
শ্রীরাম ঠাকুর বন্দো সর্বগুণ ধারী॥
কৃষ্ণানন্দ দ্বারিকা বন্দিনু দুইজন।
অচ্যুত ভবানী বন্দো কৃষ্ণ প্রিয়জন॥
প্রসাদ ঠাকুর বন্দো বলরাম দাস।
শ্যামানন্দানুজ সঙ্গে যাঁদের নিবাস॥
ভাবুক মনোহর বৈরাগী কৃষ্ণ জন।
অধ্যাপক কিশোরের বন্দি শ্রীচরণ॥
বন্দো সংকীর্ত্তন গুরু শ্রীতুলসী দাস।
আজন্ম রসিক সঙ্গে করিল নিবাস॥
সংকীর্ত্তন মহোৎসবে প্রথম বন্দন।
বস্ত্র আভরণ দিয়া রসিক পূজেন॥
তুলসীতে জল দিতে না পেয়ে রসিকে।
তুলসী চরণে দিয়া খায় মন সুখে॥

১। তাম্রলিপ্ত—তাম্রলিপ্তের বর্ত্তমান নাম তমলুক, তমলুক মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। দক্ষিন পূর্ব্ব রেলপথে হাওড়া খড়্গপুরের মধ্যবর্ত্তী মেছেদা কিংবা পাঁশকুড়া ষ্টেশনে নেমে বাসযোগে এখানে যাওয়া যায়। তমলুক প্রাচীন তীর্থ। দেবীর ঐকান্ন পীঠের একপীঠ বর্গভীমার মন্দির। দ্বাপর যুগের ময়ূরধ্বজ রাজার বাড়ী ও গৌরাঙ্গ পার্ষদ বাসুদেব ঘোষের সেবা তমলুক সহরে অদ্যাপি বিদ্যমান। শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচল যাত্রা কালে তমলুকে পদার্পন করেন।

তথাহি—মুরারি গুপ্ত কড়চা

তমোলিপ্তে মহাপূণ্যে হরেঃ ক্ষেত্রে জগদ্‌গুরুঃ।
ব্রহ্মকুণ্ডে কৃতস্নানো দদর্শ মধুসূদনম্‌

তথাহি—শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে —মধ্য খণ্ডে

তবে সেই মহাপ্রভু চলিয়ায় পথে।
তমলুকে উত্তরিল মহাপূণ্য ক্ষেত্রে॥
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান দেখি শ্রীমধুসূদন॥
প্রেমায় অবশ প্রভু আনন্দিত মন॥

সর্ব্বগুরুজন বন্দো ধরিয়া চরণে।
রসিকের স্তুতি যেন গাই অনুক্ষণে॥
বন্দো শ্যামানন্দ সর্ব্ববৈষ্ণব চরণ।
দশবিশ প্রধান সে সংক্ষেপ বর্ণন॥
অনুক্রম দোষ কিছু না লবে আমার।
গ্রন্থ অনুক্রমে সব করিব প্রচার॥
বন্দো নিত্যানন্দ জ্যেষ্ঠ যাদবেন্দ্র দাস।
শ্রীকিশোর বন্দো আর শ্রীবালক দাস॥
বৈষ্ণব দাস গোপীনাথ দাস মনোহর।
বন্দো দামোদর প্রভু কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
প্রেমে গদগদ অশ্রু পূর্ণিত নয়ন।
কৃষ্ণানন্দে নিশি দিশি কান্দে অনুক্ষণ॥
কৃষ্ণ বিনা কিছুই না জানে দামোদর।
অনন্য শরন শিষ্য কৈলা বহুতর॥
রসিকের সঙ্গে তার অভেদ মিলন।
হেন দামোদর বন্দো পুরুষ রতন॥
ব্রাহ্মণ গোবিন্দ দাসে বন্দিনু হরিষে।
বন্দিনু গোপাল বলভদ্র হরিদাসে॥
গোবিন্দে বন্দিনু বৃন্দাবন মহাজন।
শ্যাম সুন্দর উদ্ধব বন্দি শ্রীচরণ॥
শ্যামদাস জগন্নাথ বন্দিতুইজন।
কবিরাজ বলভদ্র বন্দি শ্রীচরন॥
চিন্তামনি দাস বন্দো করিয়া ভকতি।
শ্রীরাধাবল্লভ দাস বক্সি শুদ্ধ মতি॥
অনন্ত দাস মথুরার রঘুনাথ দাস।
দ্বিজ পদ্মনাভ বন্দো গঙ্গাধর দাস॥
শ্রীরাধামোহন বক্সি দ্বিজ শীরিকর।
কৃপালু কানু দাস বন্দো করিয়া সাদর॥

সম্ভ্রমে বন্দিনু গোবিন্দ দাস ভূধর।
বন্দো রাধাচরন পুরুষোত্তম দ্বিজবর॥
অনন্ত রাধাবল্লভ বন্দো রাধাধর।
গোকুল কৃষ্ণ স্মরণ দ্বিজ দামোদর॥
শ্রীশ্যাম রঙ্গিনী দাস বন্দি সাধুবর।
শ্রীশ্যাম তরঙ্গী বন্দি দ্বিজ সাধুবর॥
অভয় রামগোবিন্দ বন্দিনু সবারে।
আনন্দ মথুরা শ্যাম শুদ্ধ কলেবরে॥
মধুবনদাস বন্দো কৃষ্ণ সহচর।
একে একে শত শত শিষ্য বহুতর॥
শ্রীআনান্দনন্দ বন্দো দ্বিজ মহাশয়।
দিবাকর সন্ততি বন্দিনু সহৃদয়॥
শ্রীগোপ মথুরা দাস বন্দো মহানন্দে।
গৌড়ীয়া মথুরা দাসে বন্দিনু আনন্দে॥
জগন্নাথ দাস রাধাবল্লভ ভূধর।
রামদাস শ্রীচৈতন্য দাস দ্বিজবর॥
এহাঁর চরণ বন্দো হইলা উল্লাস।
শ্রীকৃষ্ণদাস বন্দো আর গোপাল দাস॥
মুকুন্দ ভূপতি বন্দো শ্যামানন্দ দাস।
যাঁহার কবিত্ব চারিদিকে পরকাশ॥
শ্রীকেশব শিরোমনি বন্দি মহাধীর।
সচুড় শ্রীজগন্নাথ বন্দি সন্তশীল॥
ভৃগু শ্রীপুরুষোত্তমে বন্দিনু হরিষে।
বন্দিনু ভূদেব আর শ্রীচৈতন্য দাসে॥
বন্দি বৈদ্য শ্রীগোপালদাস ভাগ্যবান।
শ্যাম রসিক বন্দো গোবিন্দ দ্বিজগণ॥
মদন মোহন দাস দ্বিজ গদাধর।
বলভদ্র দ্বিজ বন্দো বংশী দ্বিজবর॥

বন্দো দ্বিজ পুরুষোত্তম বড় ভাগ্যবান।
শ্যামানন্দ প্রভু যাঁর জাতি ধন প্রাণ॥
দ্বিজ দামোদর বন্দো শ্যামানন্দ দাস।
শ্যামানন্দ শ্রীচরনে যাঁর নিজ বাস॥
সবংশেতে বিকাইল শ্যামানন্দ স্থানে।
গুরু কৃষ্ণ সাধু বিনা কিছুই নাজানে॥
বন্দো শ্রীমথুরা দাস বড় মহাজন।
সর্ব্বধন জন শ্যামানন্দে সমর্পন॥
শ্যামানন্দ প্রিয় শিষ্য প্রেম ভক্তি মূর্ত্তি।
প্রভু শ্যামানন্দ যাঁর কুল শীলজাতি॥
দ্বিজ হরিদাস বনমালী দ্বিজোত্তম।
রাধাকৃষ্ণ ধরাম্বর বৈশ্য নারায়ণ॥
গৌরাঙ্গ পুরুষোত্তম বন্দিনু মাধব।
দ্বিজ গোপাল বন্দো মনোহর ভূদেব॥
গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য বন্দো বঙ্গেতে নিবাস।
বঙ্গেতে করিলে শ্যামানন্দের প্রকাশ॥
শ্রীকিশোর দাস বন্দো আর কানুদাস।
শ্রীগোপ মথুরাদাস রসময় দাস॥
বন্দো শ্রীগৌরাঙ্গ দাস মনোহর দাস।
সর্ব্ব শ্যামানন্দী বন্দো যার যথাবাস॥
নীলাম্বর দাস বন্দি শ্রীঅনন্ত রায়।
তবেত বন্দিনু সনাতন মহাশয়॥
আনন্দে বন্দিনু ঠাকুর বিষ্ণুদাস।
রসিকের সঙ্গে যাঁর সতত বিলাস॥
তবেত বন্দিনু শ্যামদাসী ঠাকুরাণী।
রসিক গৃহিনী প্রেমভক্তি স্বরূপিনী॥
শ্যামানন্দ শিষ্যা পতিব্রতা জগন্মাতা।
আজন্ম গোবিন্দ সেবা জগতবিদিতা॥
তবে বন্দে শ্রীদেবকী রসিক দুহিতা।
শ্যামানন্দ শিষ্যা জ্যেষ্ঠা ভগিনী সে মাতা॥
রাধানন্দ ঠাকুর বন্দো রসিকের সুত।
শ্যামনন্দ প্রিয়শিষ্য সর্ব্বগুন যুত॥
কৃষ্ণাবেশে প্রেমরসে মুগধ অন্তর।
নয়নের ধারাতে সর্ব্বাঙ্গ জর জর॥
সর্ব্বশাস্ত্রে পরিপূর্ণ অতি সুপণ্ডিত।
সঙ্গীতেতে বিশারদ জগত বিদিত॥
বন্দিনু শ্রীকৃষ্ণ ভঞ্জদেব মহারাজা।
দৃঢ়ভাবে শ্যামানন্দ পদে সেবাপূজা॥
শ্যামানন্দ প্রিয় শিষ্য কুলদীপ্ত চন্দ্র।
যাঁরদেশে কৃষ্ণসেবা মহোৎসবানন্দ॥
পরম অনন্য রাজা জগত বিদিত।
হরি নাম পরায়ন সদা আচরিত।
চতুঃষষ্টি ভক্তি অঙ্গ যাঁর হৃদেবসে॥
ব্রহ্মন্য বলিয়া যাঁরে সর্ব্বজন ঘোষে।
কিবা পরীক্ষিত অম্বরীষ সনকাদি।
কৃষ্ণ ভক্তি রূপে জনম লভিলা প্রসিদ্ধি॥
পূণ্যবলে প্রবল প্রতাপী নৃপবর।
বৈরী রাজা আসি যার চরনে কিঙ্কর॥
হেন কৃষ্ণ ভক্ত রাজা কর মোরে দয়া।
গাইব রসিক যশ নিশ্চলে বসিয়া॥
কৃপানন্দ দাস বন্দো করিয়া ভকতি।
শ্যামানন্দ বিনে যাঁর আন নাহি গতি॥
বন্দো বৃন্দাবতী সতী রসিক নন্দিনী।
নম্র শীলা ধৈর্য্যা যাঁরে জগতে বাখানি॥
শুদ্ধমতি কৃষ্ণগতি বন্দিনু হরিষে।
রসিক মধ্যমপুত্র জগতে প্রকাশে॥

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত না জানে দিনরাতি ।
কৃষ্ণপ্রাণধন যাঁর হেন কৃষ্ণগতি ॥
রসিক কনিষ্ঠপুত্র রাধাকৃষ্ণ দাস ।
শ্যামানন্দ প্রিয় শুদ্ধ হৃদয়ে প্রকাশ ।
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ রসিকনন্দন ।
সর্ব্বজীবে দয়াযুত বন্দি সে চরন ॥
পরসাদ গোপাল গোবিন্দ রামদাস ॥
মাধব কিশোর রাধামোহন সে দাস ।
বন্দিনু চরন আর পুরুষোত্তম দাস ॥
গোপ অক্রূর দোঁহে শ্রীশ্যামানন্দ দাস ।
দাড়িয়া কৃষ্ণদাস রাধাবল্লভ দাস ॥
গননা না হয় শ্যামানন্দী ভৃত্যদাস ।
অচ্যুত নন্দন বন্দো দাস জগন্নাথ ।
অনন্ত শ্রীধর বন্দো আর কাশীনাথ ॥
তবেত বন্দিনু নীলাম্বর শিরীকর ।
কপিলেশ্বর গঙ্গাদাস সব সহচর ॥
শ্রীশ্যাম গোপাল বন্দো বড় মহাজন ।
চিন্তামনি বিহারী বন্দিনু দুইজন ॥
দীনশ্যাম রামকৃষ্ণ শ্যাম মনোহর ।
গোপীনাথ বৈদ্যনাথ সর্ব্বসহচর ॥
সংখ্যা নহে শ্যামানন্দী কত লব নাম ।
একে একে সবাকারে করি পরনাম ॥
সবে মোরে কৃপাকর দেহ অঙ্গীকার ।
রসিকের যশ কিছু করিব প্রচার ॥
চরনে লোটায়া বন্দো রসময় পিতা ।
তবে ত বন্দিনু মাতাজিউ পতিব্রতা ॥
পত্নী পত্নী দোঁহে আর পুত্র পাঁচজন ।
রসিক চরনে সবে পশিলা শরণ ॥

খুল্লতাত বন্দিনু বংশী মথুরা দাস ।
অন্য শ্যামানন্দীতে যাহার পর কাশ ॥
সবগুরুজন বন্দো করিয়া ভকতি ।
মাতৃ কুল পিতৃ কুল মধ্যে শুদ্ধ মতি ॥
গোপকুলে মো সবার হইলা উৎপত্তি ।
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব কুলশীল জাতি ॥
গোপীজন বল্লভ হরিচরন দাস ।
মাধব রসিকানন্দ কিশোরের দাস ॥
শ্রীরসময় নন্দন ভাই পঞ্চজন ।
জাতি ধন প্রাণ যাঁর অচ্যুত নন্দন ॥
বল্লভের সুত রাধাবল্লভ বিখ্যাতা ।
রসিকেন্দ্র চূড়ামনি যার পিতামাতা ॥
সগোষ্ঠি সহিত তারা রসিক কিঙ্করে ।
রসিক সঙ্গেতে তারা সতত বিহরে ॥
পূর্ব্বে যেন পাণ্ডবাদি দীনদুঃখী জনে ।
নিরবধি কৃষ্ণ তারে করে নিরীক্ষণে ॥
কৃষ্ণ ভক্ত রসিকচরণ পরতাপে ।
কোন দুঃখ নাহি বাঁধে সগোষ্ঠি সমীপে ॥
এ সব না জানে কিছু রসিকেন্দ্র বিনা ।
পূজাধ্যান তপ জপ অষ্টাঙ্গ সাধনা ॥
সর্ব্বাত্মভাবে তাদের রসিক সেবন ।
ভৃত্য বলি তা সবারে করেন রক্ষণ ॥
কৃষ্ণ যেন দীনবন্ধু শরন পঞ্জর ।
তা হতে অধিক ভক্ত শরন সোদর ॥
হেনমতে সর্ব্বগোষ্ঠি রসিক চরণে ।
কিবা নিশি কিবা দিশি থাকে অনুক্ষণে ॥
রসিকের খুল্লতাত তুলসী ঠাকুর ।
প্রাত সম্বৎসরে আজ্ঞা করেন প্রচুর ॥

কৃষ্ণ প্রেম দেখি সব উৎকল ধাম।
রসিকের যশ তুমি করহ বাখ্যান ॥
আপনার গুন শুনি প্রভু সলজ্জিত।
সে সঙ্কোচ ভয়ে আমি না করি বিদিত ॥
হেনকালে বেঢ়াপালের রসিক শেখর।
কৌতুকে হাসিয়া সবে করিল উত্তর ॥
শ্যামানন্দী কেহ হেন ভাগ্যবন্ত হয়।
শ্যামানন্দী কার্ষ্ণ সেবা করয়ে নির্ণয় ॥
এ সব গোষ্ঠিরে যেন গায় সর্ব্বজন।
ভাল হয় হেন কেহ করয়ে বর্ণন ॥
সেইত ভরসা পেয়ে আজ্ঞা কৈল শিরে।
রসিক চরণ মাথে বন্দিয়া সত্বরে ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ পাদ্ম করিয়া স্মরণ।
রসিকের যশ কিছু করিব বর্ণন ॥
গোপীজনবল্লভ শ্রীশ্যামানন্দ দাস।
সাহস করিল কিছু করিতে প্রকাশ ॥
অপার অগাধ সিন্ধু ভক্তের মহিমা।
ব্রহ্মাশিব ইন্দ্রাদি করিতে নারে সীমা ॥
কৃষ্ণকে অধিক গুন ভকত মহত্ত্ব।
ভক্ত পদধূলি অংশে বেড়ায় সতত ॥
হেন কৃষ্ণ প্রিয়তম রসিক মুরারি।
কোটি মুখে তাঁর গুন কহিতে না পারি ॥
মুঁই অতি দীনহীন দুঃখিত দুর্গতি।
যে কিছু কহেন সে রসিক প্রানপতি ॥
অপার সমুদ্র লীলা কে কহিতে পারে।
শ্যামানন্দ কৃপায় যে কিছু মোরে স্ফুরে ॥
তদাদিষ্ট ভরসাতে কহিব বিদিত।
রসিক দেবের কিছু পূণ্য যশঃ কীর্ত্ত ॥
বুদ্ধিহীন বিদ্যাহীন মুই দুষ্টমতি।
কি জানিমু রসিকদেবের পূণ্য কীর্ত্তি ॥
শ্যামানন্দী কার্ষ্ণ সব আজ্ঞা দিল মোরে।
রসিকদেবের যশ করিতে প্রচারে ॥
অনুজন হৈয়া করি বড়ই সাহস।
অনুগ্রহ কর সবে পুরুষ মানস ॥
স্বভাব বর্ণনা কিছু করিব বর্ণন।
কুহকে নাচায় যেন অচ্যুতনন্দন ॥
অনুক্রম দোষ কিছু না করিবে মনে।
সম্প্রীতে শুনিবে সাধু সুপণ্ডিত জনে ॥
রসিক মঙ্গল কিছু করিব বর্ণন।
ত্রিভুবনে শুনিবেক ভাগ্যবন্ত জন ॥
শ্রীকৃষ্ণ ভকত যথাস্থানে বৈসে।
শ্রীরসিক মঙ্গল শুনহ অহর্নিশে ॥
শুনিতে শ্রবনসুখ গাইতে রসাল।
শ্রবন মাত্রেতে হেলে তরয়ে সংসার ॥
কলি ঘোর তিমির দুরন্ত অন্ধকার।
বিনাশিতে ভক্তরূপে হইলা প্রচার ॥
কৃষ্ণগুন শুন যেন তরয়ে সংসারে ॥
ভক্তগুণ শুনিমাত্র তরে তিনকাল
একবার যেবা ইহা শুনয়ে শ্রবনে ॥
কোটি কোটি মহাপাপ ধ্বংসে সেইক্ষণে ॥
সর্ব্ব বন্ধ বিমোচন হয় প্রেমভক্তি।
যে শুনয়ে রসিক মঙ্গল পূণ্য স্তুতি ॥
নির্ধনের ধন হয় অপুত্রে নন্দন।
দুঃখ শোক হরে রসিক মঙ্গল শ্রবন ॥
পরব অনন্য ভক্তি হয় তত্ক্ষনে।
আদর করিয়া যেবা করয়ে পঠনে ॥

দুঃখিত সকল জীব কালের দংশনে।
রসিক মঙ্গল মন্ত্র পড় সর্ব্বজনে ॥
পড়িলে শুনিলে নাই কালচক্র গ্রাস।
ততক্ষনে নাশ হয় ভববন্ধ পাশ ॥
অনায়াসে দারাসুত আদি যত বল।
ধন জন প্রেমভক্তি পরম মঙ্গল ॥
ভাষাবন্ধ বলি কেহ না করহ হেলা।
না ছাড়ে গরল বিষধর কোন বেলা ॥
মন দিয়া শুন সবে ছাড়ি আন কথা।
শুনিয়া ধ্বংসন কর ভববন্ধ ব্যথা ॥
বিশেষতঃ শ্যামানন্দী বৈষ্ণবের জীবন।
রসিকেন্দ্র চূড়ামনি জাতি প্রান ধন ॥
শ্রদ্ধা করি তাঁর গুন শুনে যেই জন।
অবিলম্বে পান তাঁরা রসিক চরণ ॥
পাতালেতে নাগলোক করয়ে শ্রবণ।
স্বর্গে দেবগণ শুনে মর্ত্তে সাধুগণ ॥
কৃষ্ণের ভক্তের গুন নিজমুখে গাও।
ভক্তবশ ভগবান চারিবেদ গায় ॥
মহাধীর সবে দোষ কিছু না লইবে।
ছাড়িয়া সকল দোষ আনন্দে শুনিবে ॥
স্ত্রী পুরুষ আদি কিবা বালবৃদ্ধজন।
যেবা তাহা বাঞ্ছা করি করয়ে শ্রবন ॥
শ্রবন মাত্রেক বাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয়।
ধনধান্য পুত্র পৌত্র যশঃ শ্রীআলয় ॥
সর্ব্ববন্ধ বিমোচন হয় প্রেমভক্তি।
শ্রবন মাত্রকে হয় রসিকের স্তুতি ॥
পূরব বিভাগ হয় পরম রসাল।
শুনিয়া সকল প্রাণী তরে কলিকাল ॥

রসিক মঙ্গল শুন সর্ব্ব বন্ধুগণ।
অবিলম্বে পাবে কৃষ্ণভক্তি ধন ॥
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥

ইতি শ্রীরসিক মঙ্গল পূর্ব্ব বিভাগে
'বৈষ্ণব বন্দনা' নাম প্রথম লহরী
সম্পূর্ণ

— × —

দ্বিতীয় লহরী

রাগ — করুনাশ্রী — ঘোষা
গৌরাঙ্গচাঁদের রহিল ঘোষিতে,

জয় জয় শ্যামানন্দ সর্ব্বগুন ধাম।
সর্ব্বগুন বিশারদ অকিঞ্চন প্রাণ ॥
কৃপা কর মহাপ্রভু করি হে কাকুতি।
হৃদয়ে প্রকাশে যেন তুয়া গুনকীর্ত্তি ॥
যেমনে আইলা প্রভু অবনী মণ্ডলে।
তার বিবরণ কহি শুন কুতুহলে ॥
যার যাহা ইচ্ছা বল তাহে নাহি ডর ॥
আমার পরান পতি রসিক শেখর ॥
তাঁর গুন গান বিনে রহিবারে নারি।
বল্লভে পাগল কৈল রসিক মুরারী ॥
রসিক দেবের যশঃ করিব প্রচার।
সজ্জন পণ্ডিত দোষ না লবে আমার ॥
হাতেতে ঢাকিলে চাঁদ না যায় ঢাকন।
আপনি প্রকাশ করে আপন লক্ষ্মণ ॥
এই প্রেমভক্তি যেই শুনেছে কোনকালে।
না হইছে না হইবে অবনী মণ্ডলে ॥

রসিকের শ্যামানন্দ প্রানপতি খ্যাতা।
শ্যামানন্দে ভক্তি করি হৈল ভক্তিদাতা॥
ভক্তের হৃদয়ে প্রভু করেন বিহার।
যুগে যুগে ভক্তিদিয়া তারয়ে সংসার॥
উৎকলের লোক সব পাপে দৃঢ় মন।
কৃষ্ণপ্রিয়ারূপে শ্যামানন্দ হইলা জনম॥
তাঁর প্রিয়তম ভক্ত রসিকেন্দ্র চন্দ্র।
জীব উদ্ধারিতে লয়ে এল শ্যামানন্দ॥
যেমন করিল দোঁহে উৎকল দমন।
সে সব কথার কিছু কহি বিবরন॥
যেমনে জন্মিলা দোঁহে যথা যথা স্থানে।
যেমনে বৈরাগ্য কৈল তীর্থ পর্য্যটনে॥
যেমনে মিলন দোঁহে হৈল এক সঙ্গে।
উৎকলে প্রেম ভক্তি দিল নানা রঙ্গে॥
যেমনে চণ্ডাল আদি করিল উদ্ধার।
যেমনে উৎকলে দোঁহে হইলা প্রচার॥
এ সব কৌতুক কিছু করিব বিদিত।
দোষ না লইবে মোর ধীরে সুপণ্ডিত॥
এবে শুনে শ্যামানন্দ জনম রহস্য।
শ্যামানন্দী বৈষ্ণবের পরম উপাখ্য॥
জন্মিয়া বৈরাগ্য লয়ে তীর্থ পর্য্যটন।
সংক্ষেপে কহিব তার কিছু বিবরণ॥
গোপকুলে শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল মহাশয়।
গৌড় ছাড়ি উৎকলেতে করিল আলয়॥

১। দণ্ডেশ্বর বলি গ্রাম বড় পুণ্যস্থান।
সেই গ্রামে মহাশয় করিল নিধান॥
দুরিকা বলিয়া তাঁর পত্নী পতিব্রতা।
শান্ত দান্ত ক্ষমাশীল সেই জগন্মাতা॥
পতিপত্নী দোঁহে তাঁরা ব্রহ্মণ্য বিদিত।
সর্ব্ব ধর্ম্ম পরায়ন অতি শুদ্ধ চিত॥
তাঁহার উদরে জন্ম শ্যামানন্দ রায়।
কতদিন রহিলেন আপন আলয়॥
বিবাহাদি সর্ব্বভোগ নানা উপহার।
কিছুদিন এইরূপে করিল বিহার॥
সদাই বৈরাগ্য চিত কৃষ্ণ অনুরাগে।
নয়নের জলে তাঁর সর্ব্ব অঙ্গ ভিজে॥
কৃষ্ণ রসাবেশে প্রভু আপনা না জানে।
দিবানিশি কৃষ্ণ বলি কাঁদে অনুক্ষণে॥
গৃহাসক্তি সুখ জানে বিষের সমানে।
কিছুইনা ভায় তারে একা কৃষ্ণ বিনে॥
বাহির হইতে প্রভু করেন যতন।
ছাড়িয়া না দেয় কেহ সর্ব্ব বন্ধুজন॥
তবে প্রভু সবারে কহিল বিবরণ।
কৃষ্ণ অনুরাগে আমি করিব ভ্রমণ॥
ব্রজপুরী দেখিব কৃষ্ণের নিজধাম।
তাহা সঙরিলে মোর না রহে পরান॥
কিছু না বলিবে মোরে শুন সর্ব্বজন।
অবশ্য করিব আমি তীর্থ পর্য্যটন॥

১। দণ্ডেশ্বর— বর্ত্তমানে মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলপথে হাওড়া খড়গপুর রেলপথে খড়গপুর ষ্টেশন হইতে বাসে কলাইকুণ্ডা নামিয়া রিক্সায় একমাইল ধারেন্দার সমীপস্থ গ্রাম।

পৃথ্বী পরিক্রমা আমি করিব নিশ্চয়।
তাহা শুনি বন্ধুগণ পাইলা বড় ভয়॥
নানাবিধ উপায় করয়ে বন্ধুগণ।
রাখিতে অনেক রূপে করিলা যতন॥
বালি বান্ধে বান্ধা নহে সমুদ্র তরঙ্গ।
সে বৈরাগ্য কার সাধ্য করিতে পারে ভঙ্গ॥
প্রভুর অনুজ বলরাম মহাশয়।
শান্ত দান্ত তিঁহ অতি নির্ম্মল হৃদয়॥
তাঁহারে দিলেন সব গৃহ ব্যবহার
আপনি বৈরাগ্য লয়ে হইলা বাহার॥
কতদিন গৃহেতে রহিলা বলরাম।
শ্যামানন্দ অনুরাগে না ধরে পরান॥
শ্যামানন্দ অন্বেষণে তীর্থ পর্য্যটনে।
কতদিনে বলরাম করিল গমনে॥
প্রথমেতে মহাপ্রভু শ্যামানন্দ রায়।
১ আম্বুয়াতে দেখে গিয়া শ্রীচৈতন্য রায়॥
পরম আনন্দ হৈল দেখি নিত্যানন্দ।
তবে দরশন কৈল শ্রীহৃদয়ানন্দ॥ ২
দণ্ডবৎ কায় ক্ষিতি করেন স্তবন।
ভক্ত সব জানয় বৈরাগী একজন॥
দেখিতে সুন্দর অতি দিব্য কলেবর।
স্তুতি করি দণ্ডবৎ করিছে বিস্তর॥
শুনিয়া হৃদয়ানন্দ মহা আনন্দিত।
আজ্ঞা কৈল বৈরাগীরে আনহ ত্বরিত॥
দেখিয়া হৃদয়ানন্দ মনেতে উল্লাস।
এই সে করিবে কৃষ্ণ ভক্তি পরকাশ॥
পুঁছিলে মহাশয়ে 'কার তুমি' দাস।
কি নাম কি কার্য্যে এথা করহ প্রকাশ॥

---

১ আম্বুয়া—আম্বুয়ার বর্ত্তমান নাম কালনা। বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। হাওড়া কাটোয়া রেলপথে অম্বিকা কালনা রেলষ্টেশনের দেড়মাইল পূর্ব্বে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের প্রানধন শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেব সেবা অদ্যাপি বিরাজিত। শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের প্রকট রহস্য ভক্তি রত্নাকরের দ্বাদশ তরঙ্গে ও মৎপ্রণীত গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ - র্যাটন দ্রষ্টব্য।

২ হৃদয়ানন্দ হৃদয়ানন্দ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাণীনাথের (নামান্তর জগন্নাথ) পুত্র। হৃদয়ানন্দ ও নয়নানন্দ দুই ভাই। গদাধর পণ্ডিত সহ গৌরীদাস পণ্ডিতের সখ্যতা ছিল। তাই গদাধর পণ্ডিত নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র হৃদয়ানন্দকে গৌরীদাস পণ্ডিতকে অর্পণ করেন। হৃদয়ানন্দ গৌরীদাস পণ্ডিতের চরণাশ্রয় করিয়া কালনায় শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ সেবায় ব্রতী হন। একদা শ্রীদোল পূর্ণিমা উৎসবে গৌরীদাস পণ্ডিত লীলারঙ্গে হৃদয়ানন্দের মহিমা প্রকাশ করেন। লীলারঙ্গে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ হৃদয়ানন্দের দেহে প্রবিষ্ট হওয়ায় তদবধি হৃদয়ে চৈতন্য নামে প্রসিদ্ধ হন। এই প্রেমলীলা কাহিনী ভক্তি রত্নাকরের ৭ম তরঙ্গে বর্ণিত রহিয়াছে।

কহিলেন 'মোর নাম দুঃখী কৃষ্ণদাস'।
জন্মে জন্মে মুই যে তোমার নিজদাস ॥
শুনিয়া হৃদয়ানন্দ প্রভুর আনন্দ।
উপদেশ করি নাম দিলা শ্যামানন্দ ॥
আজ্ঞা কৈল শ্যামানন্দে শুনহ সত্বর।
উৎকলে বৈষ্ণব কর সর্ব্ব ঘরে ঘর ॥
তোমার কৃপায় হবে তোমার সমান।
হেনজন উৎকলে হৈল সন্নিধান ॥
তারে লয়ে সর্ব্ব জীবে কর প্রেমদান।
চৈতন্যের আজ্ঞা হরে কৃষ্ণ বোল নাম ॥
চৈতন্যের প্রেমভক্তি করহ প্রচার।
উৎকলের সব জীবে করহ উদ্ধার ॥
শুনিয়া লজ্জিত হৈলা শ্যামানন্দ রায়।
সর্ব্ব সত্য হয় প্রভু তোমার কৃপায় ॥
মোরে কৃপা কর প্রভু সুবল নন্দন। [১]
মনে মোর সাধ আছে তীর্থ পর্য্যটন ॥
কতদিন তথা রহি হইলা বিদায়।
তীর্থ পর্যটনে গেলা শ্যামানন্দ রায় ॥
শুনসবে শ্যামানন্দের তীর্থের পর্য্যটন।
যাহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণ প্রেমধন ॥

বক্রেশ্বর বৈদ্যনাথ প্রথম চলিলা।
গয়া কাশী শিবস্থান সত্বরেতে গেলা ॥
মাঘে প্রয়াগে গঙ্গা দক্ষিণ বাহিনী।
ত্বরিতে মথুরা গিয়া উত্তরে আপনি ॥
যমুনা বিশ্রান্ত স্থান দেখি গোবর্দ্ধন।
[২] মদন গোপাল গোবিন্দ দেখে বৃন্দাবন ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমি দেখে সব দেবালয়।
গোকুল দ্বাদশবন দেখিল সবায় ॥
মহাবৈরাগ্য যুত সে কৃষ্ণ অনুরাগী।
সঙ্গে ভৃত্য সব তারা নাহি পায় লাগি ॥
কতদিন তথা রহি আপনা লীলায়।
যেই দিকে ইচ্ছা হয় সেই দিকে ধায় ॥
হাস্তনা পাণ্ডব পুরী দেখি হরষিতে।
দ্বারকা মিলালা প্রভু বড়ই ত্বরিত ॥
রন ছোড় রায় দেখি বড়ই আনন্দ।
দ্বারকা রহিলা কতদিন শ্যামানন্দ ॥
কঠিন বৈরগ্য অতি নাহি দেহজ্ঞান।
যেই দিকে ইচ্ছা হয় সেই দিকে যান ॥
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম না জানে।
যথা মনলয় তথা করয়ে গমনে ॥

১ **সুবল নন্দন**—সুবল নন্দন অর্থাৎ ব্রজের সুবল সখা গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয় চৈতন্য ঠাকুর।

২ **মদন গোপাল গোবিন্দ**—শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী কুব্জার সেবিত শ্রীমদন মোহন অদ্বৈত প্রভুর কর্ত্তৃক প্রকট হইয়া লীলাচক্রে শ্রীমদন গোপাল নাম ধারন করেন। তৎপরে চৌবেনীর ঘরে গমন করিয়া পরবর্ত্তী কালে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী সমীপে আগমন করতঃ শ্রীমদন মোহন নামে সর্ব্বজন বিদিত হন। শ্রীগোবিন্দ শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকটিত। বৃন্দাবনের শ্রীবিগ্রহ গণের প্রকট রহস্য সম্যক জানিতে হইলে মৎপ্রনীত গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন পড়ুন।

সঙ্গী সব চাহিয়া বুলয়ে দেশে দেশে।
একদুই দিনে কেহ পায়েন উদ্দেশে॥
তবে সিদ্ধপুরে কপিলের স্থানে গেলা।
মৎস্য তীর্থ শিব কাঞ্চী বিষ্ণু কাঞ্চী আইল॥
কুরু ক্ষেত্র পৃথুদক বিন্দু সরোবর।
প্রভাস দর্শনে প্রভু চলেন সত্বর॥
মনের আনন্দে ফিরে নাহি দিন রাত্তি।
যেই দিকে তীর্থ শুনে যায় সেই ভিতি॥
অনুক্রমা পরিক্রমা না করে যতন।
স্বেচ্ছাময় মনোসুখে করয়ে ভ্রমণ॥
ত্রিত কূপায়ন তীর্থ বিশালা আইলা।
ব্রহ্মতীর্থ, চন্দ্রতীর্থ, প্রতি স্রোতা গেলা॥
প্রাচী সরস্বতী নৈমিষারণ্য দেখিয়া।
অযোধ্যা নগরে প্রভু উত্তরে আসিয়া॥
গুহক চণ্ডাল রাজ্য সরযূ কৌশিকী।
পৌলস্ত্য আশ্রমে গেলা গোমতী গণ্ডক॥
ষোড়শ তীর্থেতে স্নান মহেন্দ্র পর্ব্বতে।
গঙ্গা জন্ম হরিদ্বার আইলা ত্বরিতে॥
বদরিকাশ্রমে গেলা দেখি নারায়ণ।
আনন্দে দেখেন প্রভু ব্যাসের আশ্রম॥
নিরবধি কৃষ্ণনাম করেন স্মরণ।
নয়নের জলধারে ভিজয়ে বসন॥
তথা হৈতে কতদিনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
পম্পা ভাগীরথী প্রভু আইলা ত্বরিতে॥
পরেতে আইলা প্রভু সপ্ত গোদাবরী।
ধেনুতীর্থে শ্রীপর্ব্বতে দ্রাবিড় নগরী॥
বেঙ্কটাদ্রিনাথে গেলা কাম গোষ্ঠীপুরী।
কাঞ্চি হরিদ্বারায় দক্ষিণে মধুপুরী॥

কৃতমালা তাম্রপর্ণী যমুনা উত্তরিলা।
মলয় পর্ব্বত অগস্ত্যের যজ্ঞ শালা॥
চৈত্যের ভবনে গেলা কলিঙ্গা নগরে।
দক্ষিণ সাগরে গেলা শ্রীঅনন্তপুরে॥
ভ্রমি ভ্রমি পঞ্চ অপ্সরা সরোবরে।
মনের আনন্দে প্রভু করেন বিহ রে॥
গোকর্ণাখ্য কুলানক ত্রিগর্ত্তক নাম।
দুর্ব্বেশন আর্য্যা নির্ব্বিন্ধ্যাপয়োষ্ণী ধাম॥
রেবা মাহিষ্মতীপুরী মল্লতীর্থ গেলা।
সূর্পারক প্রতিচিরি সেতুবন্ধে আইলা॥
যেইদিকে মন লয় সেইদিকে যান।
যথা যথা শুনয়ে আছয়ে পূণ্য স্থান॥
যেইদিকে যান প্রভু কারে না সুধায়।
কিবা আগে কিবা পাছে এ সব না লয়॥
ধেনুতীর্থে গিয়া শুনে মায়া সীতাচুরি।
অবন্তি, জীয়ড় নরসিংহ, গোদাবরী॥
দেবপুরা ত্রিমল্ল কূর্ম্মনাথের পুরে।
এইমত তীর্থ দেখি দেখি সদা ফিরে॥
পরম আনন্দে প্রভু গেলা নীলাচলে।
উত্তরিলা গিয়া পুরুষোত্তম নগরে॥
নিজ প্রানপতি দেখি কৃষ্ণ বলরাম।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক অশ্রু বহে অবিরাম॥
জগবন্ধু দেখি বড় আনন্দ উল্লাস।
চাঁদমুখ দেখিয়া পূরিল অভিলাষ॥
রাত্রদিন সর্ব্বস্থান আনন্দে দেখিয়া।
সর্ব্ব মোহান্তের সঙ্গে সম্ভাষা করিয়া॥
কতদিন রহি গঙ্গা সাগরেতে গেলা।
তথা হৈতে আসি জন্মস্থান পরশিলা॥

তবে প্রভু গেলা পুনর্ব্বার মথুরায়।
রহিলা অনেক দিন আপন লীলায়॥
ভৃত্যের প্রকাশ প্রভু অপেক্ষা করিয়া।
ব্রজপুর নিরবধি দেখেন দেখেন ভ্রমিয়া॥
কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমিয়া দেখেন সর্ব্বস্থান।
প্রেমে গদগদ অশ্রু পুলক অবিরাম॥
কবে কৃষ্ণ প্রানপতি পাইব বলিয়া।
বৃন্দাবনে রাসস্থলে বুলে গড়ি দিয়া॥
বৈরাগ্যে আনন্দ চিতে বিভোর অন্তরে।
সম্ভাষা করেন সব কৃষ্ণ সহচরে॥
জীব গোসাঞী ঠাকুর হরিপ্রিয়া।
তা সবার সনে কৈলা সতত বিলাস॥
কৃষ্ণাবেশে নিরবধি করেন ক্রন্দন।
ভক্তিশাস্ত্র পাঠ আর করেন শ্রবন॥
প্রেমভক্তি অনুক্ষণ করেন বিলাস।
এইরূপে প্রভু ব্রজপুরে কৈলা বাস॥
রসিক মঙ্গল গীত শুনিতে রসাল।
শুনিয়া সকল প্রাণী তরে কলিকাল॥
শ্যামানন্দ তীর্থ পর্য্যটন যেবা শুনে।
সর্ব্বপাপ বিমোচন হয় ততক্ষণে॥
শ্যামানন্দ পাদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দ রচিল রসময়ের নন্দন॥

ইতি শ্রীরসিক মঙ্গল পূর্ব্ব বিভাগে
তীর্থ পর্য্যটন নাম দ্বিতীয় লহরী সম্পূর্ণ।

—০—

তৃতীয় লহরী

রাগ কৌশিক

জয়রে জয় রামকৃষ্ণ।
ও মুরারে ও মুরারে ও মুরারে॥
জয় জয় শ্যামানন্দ সর্ব্বগুন ধাম।
কৃপাকর গাই যেন তুয়া যশঃ নাম॥
শুন শুন রসিক মঙ্গল সর্ব্বজন।
রসিক দেবের যশঃ করিব বর্ণন॥
অত্যন্ত অদ্ভুত লীলা কে জানিতে পারে।
সংক্ষেপে করিব কিছু মাত্র পরচারে॥
চতুর্থ বিভাগ পুঁথি করিব বিদিত।
মন দিয়া শুন সবে হয়ে আনন্দিত॥
যে কারণে শ্রীচৈতন্য ভৃত্যে পাঠাঞা।
উৎকল উদ্ধারি নিল প্রেমভক্তি দিয়া॥
সে সব কথার কিছু কহি বিবরণ।
দোষ না লইবে মোর পণ্ডিত সুজন॥
উৎকলে সর্ব্বজন পাপে দৃঢ়মতি।
নাহি লয় হরিনাম, না শুনে হরিকীর্ত্তি॥
অতিশয় দুষ্ট কর্ম্ম করে নিরন্তর।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নিন্দা করয়ে বিস্তর॥
মদ্যপানে মত্ত হয়ে করয়ে হিংসন।
দণ্ডধারী সন্ন্যাসী আর বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ॥
ধন লোভে হিংসন করয় সাধুজন।
বনভূমি মধ্যে করে এই আচরণ॥
কিবা রাজা কিবা প্রজা সবেদুষ্ট মাত।
উৎকল প্রদেশে বৈসে যত যত জাতি॥
সবে জীব হত্যা করে হয়ে অচেতন।
বাদাবাদি খোদাপোড় কাটে সর্ব্বজন॥
তার মধ্যে মহন্তাদি আছে যতজন।
নানা অবিদ্যাতে রত না যায় কথন॥

অল্পদ্রব্য লোভে মাত্র প্রাণী হিংসা করে।
শত শত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সাধু মারে ॥
সাধুজন হিংসা করি যত দ্রব্য আনে।
মদ মাংস খায় আর দেই বেশ্যাগণে ॥
নানা পূজা করে তারা করিয়া স্থাপন।
না শুনয়ে হরি কথা না শুনে কীর্ত্তন ॥
সংকীর্ত্তন শুনিলে মারিতে সবে ধায়।
এগুলার শব্দে লক্ষ্মী দেশ ছাড়ি যায় ॥
বৈষ্ণব দেখিলে বলে এগুলা তস্কর।
গ্রাম হৈতে খেদাড়িয়া রাখে তেপান্তর ॥
হেনমতে নানা পাশ কহিতে না পারি।
মহাপাপে গ্রস্ত হৈলা উৎকল পুরী ॥
তার মধ্যে যেবা আছে কৃষ্ণের কিঙ্কর।
অনুক্ষণ জানায়েন চরণ কমল ॥
এ সব জীবেরে প্রভু দেও হে সুমতি।
সর্ব্বপাপ সংহারিয়া দেও কৃষ্ণভক্তি ॥
কৃষ্ণভক্ত সব এইমত রাতি দিনে।
জীব লাগি জানায়েন কৃষ্ণের চরণে ॥
ভৃত্য পাঠাইয়া প্রভু করহ উদ্ধার।
সহন না যায় জীবের এই দুঃখ ভার ॥
এ দুঃখিত জীবে প্রভু করহ পালন।
প্রেমভক্তি দিয়া কর সবার রক্ষণ ॥
ভকত বৎসল প্রভু ভক্তের বচনে।
জন্মাইল প্রিয়ভক্ত অচ্যুত নন্দনে ॥
তার বিবরণ কহি শুন সর্ব্বজনে।
যেমনে রসিকের জন্ম উৎকল ভুবনে ॥

উৎকলেতে আছয় সে মল্লভূমি নাম।
তার মধ্যে রোহিনীনগর অনুপম ॥ ১
কটক সমান গ্রাম সর্ব্বলোকে জানে।
সুবর্ণরেখার তটে অতি পূণ্য স্থানে ॥
ডোলঙ্গ বলিয়া নদী গ্রামের সমীপে।
গঙ্গোদক হেন জল অতি রসকূপে ॥
রোহিনী নিকটে বাল্মীকি মহাস্থান।
যাতে সীতা রাম লক্ষ্মণ কৈলা বিশ্রাম ॥
দ্বাদশ লিঙ্গ রামেশ্বর শম্ভুবর।
রঘুবংশ কুলচন্দ্র পুজিলা বিস্তর ॥
উত্তর বাহিনী ধারা সুবর্ণ রেখায়।
বারি লৈতে কোটি লোক আইসে তথায় ॥
হেন পূণ্যনদী পূণ্যস্থান চারিদিকে।
রোহিনী বেড়িয়া সবে রহে লাখে লাখে ॥
দেখিতে সুন্দর স্থান অতিমনোরম।
গহন কানন আম্র কাঁঠালের বন ॥
টাবা জামির নেবু শতকরা কমলা।
নারেঙ্গ ডালিম সব বৃক্ষে ঝারা ঝারা ॥
অনেক পাণ্ডববৃক্ষ দেখিতে সুন্দর।
দিব্য দিব্য কদলী কানন মনোহর ॥
নানাজাতি পুষ্পসব চারিদিকে শোভে।
দেবগণ সবে মোহে ষড়রস লোভে ॥
দিব্য দিব্য নাগবল্লী দিব্য দিব্য ধান। ২
বহু শস্য হয় আর মনোহর স্থান ॥
হেন রসকূপ স্থান দেখিতে সুন্দর।
পুকুর জাঙ্গাল মাঠ আছে বহুতর ॥

১ রোহিনী নগর—রোহনী নগর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত। সুবর্ণরেখা ও ডোলঙ্গ নদীর সংযোগ স্থানে বিরাজিত।

২ নাগবল্লী—পান

রাজধানী গড় তাহে দেখিতে সুন্দর। সেই দেশাধিপতি অচ্যুত মহাশয়।
গড় বেড়ি বসতি সে রঙনি নগর ॥ শান্ত দান্ত ক্ষমাশীল অতি সুহৃদয় ॥
শত শত বসে তায় দেবতা ব্রাহ্মণ। শিষ্ট করণ কুলে তাঁর জনম বিদিত।
বেদ বিদ্যা, স্মৃতিশাস্ত্রে সন্ধ্যা তরপণ ॥ আশে পাশে বন্ধুবর্গ বৈসে যত ভৃত্য ॥
আনন্দে করেন সবে বিদ্যা অভ্যাসন। রাজ পরিচ্ছেদ হেন সবার চলন।
বেদধ্বনি চারিদিকে হয় অনুক্ষণ ॥ বড় বড় আবাস প্রাচীর সর্ব্বজন ॥
দণ্ডধারী সন্ন্যাসী থাকেন সর্ব্বক্ষণ। তার মধ্যে অচ্যুতের ঘর বিলক্ষণ।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সবে করেন সেবন ॥ পরমসুন্দর সভা খ্যাত সর্ব্বজন ॥
নবশাখ জাতি বৈসে নগরিয়া লোক। ব্রাহ্মণের সেবা বিনা কিছু নাহি জানে।
ব্যবসা করয়ে সবে নাহি দুঃখ শোক ॥ ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁরে সবাই বাখানে ॥
অতি শোভা উচ্চ পিণ্ডা দিব্য দিব্য ঘর ॥ পরহিতকারী বলি জানে সর্ব্বজন।
দুয়ারে তুলসীমঞ্চ দেখিতে সুন্দর। অচ্যুত মহিমা কিছু না যায় কথন ॥
যার যে জীবিকা সবে করে বেচা কেনা ॥ হরিনাম পরায়ণ সেই মহাশয়।
লক্ষ সহস্র শত কে করে গণনা। সর্ব্বভূতে দয়াদর সবারে বিনয় ॥
রাজ পরিচ্ছদে থাকে নগরীয়াগণ। জন্মে জন্মে সে অনেক তপস্যা করিলা।
নাহি মাত্র কৃষ্ণ প্রেমভক্তি হেন ধন ॥ সে কারণে রসিকেন্দ্র পুন জনমিলা ॥
আর যত অন্য জাতি বৈসে দূরে দূরে ॥ সে সব কথার কিছু কহি বিবরণ।
কেহ দুঃখী নহে সবে আনন্দে বিহরে। শুন শুন মন দিয়া সর্ব্ব কার্ষ্ণজন ॥
রঙনি মহিমা কিছু বর্ণিতে না পারি ॥ হেন রূপে আছেন সে অচ্যুত তথায়।
নবদ্বীপ মথুরা কি রঘুবংশপুরী। দুই চারি পত্নী তাঁর অনেক তনয় ॥
শ্রীকৃষ্ণের নিবাস যেন বৈকুণ্ঠধাম ॥ কটকে থাকয় এক হলধর নাম।
ভক্ত বৈসে যেই স্থানে তাহার সমান ॥ যবন পীড়নে সে ছাড়িল নিজধাম ॥
যুগে যুগে ভক্ত যথা করেন বিশ্রাম। শুদ্ধ শিষ্ট করণ সেই মহাশয়।
বৈকুণ্ঠ সমান হয় সেই সব স্থান ॥ রঙনি রঙনি করি আইল তথায় ॥
এহাতে সংশয় কিছু না করিহ মনে। অচ্যুতের নাম শুনি গেলা সেই দেশে ॥
বেদ পুরাণেতে কহে এসব লক্ষণে ॥ রহিলা গিয়া গোপীমণ্ডলের আবাসে।
এইহেতু রঙনিরে করি পরণাম। পতি পত্নী দোঁহে আর কন্যা একখানি।
রসিকচন্দ্রের জন্ম ধন্য সেইস্থান ॥ রূপে গুণে ভাগ্যবতী অতি সুরূপিণী ॥

ভবানী বলিয়া নাম সেই জগন্মাতা।
তপস্যা সাধনে হৈলা রসিকের মাতা ॥
একদিন অচ্যুত পরমভাগ্যবান।
গোপীমণ্ডলের ঘরে করিল প্রয়াণ ॥
দেখিয়া অচ্যুত সেই কন্যা ভাগ্যবতী।
জিজ্ঞাসেন বিবরণ মণ্ডলের প্রতি ॥
কোথা হৈতে আইলেন এই মহাজন।
এ কন্যা আমারে দেন করহ যতন ॥
তবে গোপী প্রকাশিলা মাতা-পিতা-স্থানে।
পট্টনায়কের কন্যা করহ পরদানে ॥
শুনি মাতা পিতা বড় আনন্দ হইলা।
সংক্ষেপে সকল কথা মণ্ডলে কহিলা ॥
কন্যা দিয়া আমি তাঁর লইনু শরণ।
একমাত্র কথা আছে করি নিবেদন ॥
রাজ্যহৃত দ্রব্যশূন্য যবন পীড়নে।
কন্যামাত্র তাঁহারে করিব সমর্পণে ॥
ইথে যত লাজ কাজ তোমার সে ভার।
পাছে কিছু দোষ তুমি না লবে আমার ॥
কন্যার পিতার এত শুনিয়া বিনয়।
এ কার্য্যের ভার মোর তোমার নিশ্চয় ॥
অচ্যুতে কহিল গোপী সব বিবরণ।
শুনিয়া পাঠায় দূত করিয়া যতন ॥
রাজ্যে রাজ্যে আনাইলা সব দ্রব্যভার।
অচ্যুতের আজ্ঞা কেহ নারে লঙ্ঘিবার ॥
উত্তম লগন করি করিলেন বিভা।
কাহলে না হয় কিছু বিবাহের শোভা ॥
কিবা মহারাজা দেবগণের বিভায়।
হেনই আনন্দ হৈল রউনি সভায় ॥
বাজনা দুন্দুভি নাদ অনেক প্রকার।
লক্ষ লক্ষ চন্দ্রোদয় দেউটি মশাল ॥
বিভা দেখি সব লোক আনন্দ পাথারে।
কন্যা লয়ে মহাশয় আইলেন ঘরে ॥
সে সব আনন্দ সুখ কে কহিতে পারে।
সংক্ষেপেতে মুই কিছু করিনু প্রচারে ॥
এবে রসিকের জন্ম করিব বিদিত।
শুনিয়া ভকতজন আনন্দিত চিত ॥
রসিকমঙ্গল অতি উত্তম রহস্য।
শ্যামানন্দী কার্ষ্ণজনের পরম উপাস্য ॥
শ্যামানন্দী পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল পূর্ব্বভাগে রোহিনী
মহিমা বর্ণন তৃতীয় লহরী সম্পূর্ণ ॥

—০—

চতুর্থ লহরী

রাগ—করুণাশ্রী

ঘোষা। হরি হে এবার করহ মোরে দয়া।
আশা করি লতে তুঁয়া পদছায়া ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ সর্ব্বগুণধাম।
জয় জয় রসিকশেখর প্রিয় প্রাণ ॥
হেনরূপে সে দেশে অচ্যুত মহাশয়।
রাজ পরিচ্ছদে থাকে কারে নাহি ভয় ॥
নিজ প্রিয়া ভবানীর সঙ্গে নিরন্তর।
নানারঙ্গে থাকেন সে সদন ভিতর ॥
এথা সব ভক্তবৃন্দ চরণকমলে।
নিরবধি জানায়েন উদ্ধার উৎকলে ॥
ভক্ত পাঠাইয়া প্রভু করহ উদ্ধার।
সহন না যায় জীবের এ দুঃখভার ॥

ভক্তের বচনে প্রভু সদয় হইলা।
নিজভক্ত রসিকের পৃথ্বী পাঠাইলা॥
রসিকের সাঙ্গোপাঙ্গো সর্ব্বপ্রিয়গণ।
উৎকলের যথাস্থানে লভিয়া জনম॥
সে সকল বিবরণ শুন আনন্দতে।
যেমনে জন্মিলা তিঁহ জীব উদ্ধারিতে॥
হেনকালে সর্ব্বসুলক্ষণ শুভদিনে।
অচ্যুত ভবানী সঙ্গে হইলা সন্নিধানে॥
সে নিশি রহিয়া দোঁহে একত্র বাসরে।
ক্রীড়া সুখে নানারসে নিশি উজাগরে॥
হেনই সময়ে গর্ভে লভিলা বিশ্রাম।
উৎকলের ভাগ্যে প্রকাশিলা গুণাধাম॥
পতি পত্নী দোঁহে আর সর্ব্বগোষ্ঠীজন।
এক দুই করি মাস করেন গমন॥
দিনে দিনে অতি শোভা সেই পতিব্রতা।
রসিকে উদরে ধরি' হৈলা জগন্মাতা॥
দেখি' গৃহজন সবে হইলা বিস্মিতে।
ভবানীর এ-রূপ আইলা কোথা হৈতে॥
এবে আরে কহা কহি করে পরিজন।
ভবানীর রূপ-শোভা না যায় কথন॥
কিবা ব্রহ্মা কিবা শম্ভু কিবা নারায়ণ।
কিবা ব্যাস শুকদেব নারদাদিগণ॥
কিবা পরীক্ষিত কিবা জনক রাজন।
কোন মহাজন গর্ভে লভিলা জনম॥
হেন নানা অনুমান করে গৃহজন।
অতি বিলক্ষণ গর্ভ না যায় কথন॥
প্রতিবেশী লোকসবে করে কাণাকাণি।
ভুবন মোহিনীরূপা হ'য়েছে ভবানী॥

এক মুখে আর মুখে শুনে সর্ব্বজন।
প্রজাগণ বন্ধুগণ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ॥
গর্ভের মাহিমা শুনি' সব পুর জনে।
দেখিতে আইলা সবে আনন্দিত মনে॥
গর্ভ দেখি' সবাকার লাগে চমৎকার।
কোন মহাপুরুষ এ হইলা প্রচার॥
কৃষ্ণ ভক্ত সব শুনি' আনন্দ পাথারে।
এ পুরুষ করিবে উদ্ধার সবাকারে॥
দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ সবে আশীর্ব্বাদ করে।
ভূমি চক্রবর্ত্তী রাজা হবে এ উদরে॥
সবাকার আশীর্ব্বাদ শুনিয়া অচ্যুত।
গর্ভবতী রূপ দেখি' লাগিলা অদ্ভুত॥
আনন্দিত মন হৈলা অচ্যুত বিচারে।
বড় মহাপুরুষ এ গর্ভের ভিতরে॥
হেনরূপে গণনা হইলা দশমাস।
মহাকার্ত্তিক মাস হইলা পরকাশ॥
দীপযাত্রা অমাবস্যা হইল প্রবেশ।
দেখিবারে সব লোক আসে দেশে দেশে॥
সে দিন ঠাকুর সেবা অচ্যুতের ঘরে।
আর যত অধিকারী রউনি নগরে॥
অনেক আইলা তথা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি হয় ঘনে ঘন॥
শত শত দীপ জ্বলে মসাল দেউটী।
চন্দ্রোদয় নানাবিধ আনন্দিত পটী॥
অন্ধকার দূরে গেল মহাদীপ্তিমান।
দিবস অধিক হৈল সেই সব স্থান॥
হেন কালে শ্রীরসিকদেবের জননী।
প্রসব বেদনা সবারে জানা'ন আপনি॥

শুনিয়া অচ্যুত সব বিপ্রে আনাইলা।
উত্তম দৈবজ্ঞ দণ্ডস্বামী প্রস্থাপিলা॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সবে করে বেদধ্বনি।
হরিধ্বনি সংকীর্ত্তন চারিদিকে শুনি॥
হেনকালে রসিকের পৃথ্বী আগমন।
শকাব্দ পনরশ' বার আছয়ে পরমাণ॥
কৃষ্ণ আমাবস্যা তুল আঠার দিবসে।
অমাবস্যা ক্ষয়, প্রতিপদ পরবেশে॥
শুক্ল প্রতিপদ রবিবার শুভক্ষণে।
তৃতীয় প্রহর রাত্রি অতি ঘোরতমে॥
রবি স্বাতি তুলে চন্দ্র বিশাখা তুলেতে।
আর মঙ্গল উত্তর ফাল্গুনী কন্যাতে॥
বুধ স্বাতী তুলা বৃহস্পতি স্বাতী তুলা।
শুক্র হস্তা কন্যা সব শুভগ্রহ মেলা॥
শনি আর্দ্রা মিথুন অতি শুভক্ষণ।
রাহু পুষ্যা কাঁকড়া পরম বিলক্ষণ॥
কেতু উত্তর আষাঢ়া সমস্ত উত্তম।
লগ্ন কন্যা শুভক্ষণে লভিলা জনম॥
সর্ব্বসুলক্ষণাযুত সেই মহাশয়।
চক্রবর্ত্তী রাজা যেন সর্ব্বচিহ্ন হয়॥
হেন মহাপুরুষ রসিক মহাশয়।
উৎকলের তিমিরান্ধ নাশিতে উদয়॥
কৃষ্ণভক্তগণ সবে আনন্দ পাথার।
ভক্ত জন্ম জানি পৃথ্বী আনন্দ অপার॥
স্বর্গে দেবগণ করে পুষ্প বরিষণ।
এই সে করিবে সর্ব্বধর্ম্মের পালন॥
হেনরূপে আশীর্ব্বাদ করে সর্ব্বজন।
বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ন্যাসী আর সাধুগণ॥

চারিদিকে বেদধ্বনি হয়েত সঘন।
কোথাও ভারত, গীতা, কোথাও পুরাণ॥
কোথা রামায়ণ, কোথা বেদ অধ্যয়ন।
না জানয়ে মাত্র সংকীর্ত্তন কোন ধন॥
উৎকলেতে সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম লওয়াইতে।
রসিকেন্দ্রচন্দ্র জন্ম হৈল পৃথিবীতে॥
হরিধ্বনি শঙ্খধ্বনি নানা বাদ্য বাজে।
দীপাবলি যাত্রাতে আনন্দ সর্ব্বরাজ্যে॥
দেবলোক নরলোক হৈয়া এক সঙ্গে।
কৃষ্ণানন্দে অচ্যুতের গৃহে নানারঙ্গে॥
হেন সময়ে রসিক লভিলা জনম।
হুলহুলী জয়ধ্বনি করে সর্ব্বজন॥
ভূমিগত হৈয়া করে স্বভাব ক্রন্দন।
অঙ্গের কান্তিতে দীপ্ত হইলা ভবন॥
প্রসবিয়া দেবী দেখে পুত্রের বদন।
আঁধার করিছে আলো শ্রীচন্দ্রবদন॥
চাঁচর চিকুর কেশ মস্তক সুন্দর।
সুদীর্ঘ কপোল নাসা অতি মনোহর॥
ভূরুযুগ দেখি যেন কামের কামান।
পদ্মপত্র জিনি শোভা সে দুই নয়ন॥
দুই কর্ণ গঠিত শোভিত যথাস্থানে।
সে রূপ দেখিয়া মোহ পায় সর্ব্বজনে॥
অতি সুকোমল দুই অধর দেখিতে।
বিম্বফল অরুণ জিনিয়া সুরঙ্গিতে॥
গজস্কন্ধ সুশোভন, কণ্ঠ অতি শোভা।
গণ্ডস্থল বাহুমূল দেখি মনোলোভা॥
সুদীর্ঘ হস্তের শোভা মৃণাল সমান।
সুরঙ্গ পাণি পল্লবে নখ কুন্দদাম॥

বক্ষঃস্থল দেখি মোহ পায় ত্রিভুবন।
সুন্দর উদর নাভী গম্ভীর শোভন॥
ত্রিবলী সুন্দর তাহে কোটী সিংহ-শোভা।
জানু জঙ্ঘা দেখিতে রামকদলী লোভা॥
পাদপদ্ম চিহ্ন দেখি লাগে চমৎকার।
নখচন্দ্র ছটায় নাশয়ে অন্ধকার॥
শ্যামল সুন্দর অঙ্গ পরম সুন্দর।
দেখিয়া মূর্চ্ছিতা দেবী হইলা সত্বর॥
পুনরপি উঠিয়া দেখিলা চাঁদমুখ।
দরশনে ক্ষয় কৈলা জন্মবন্ধ দুঃখ॥
দেখিয়া পুত্রের শোভা ভাবে মনে মনে।
কিবা রাজচক্রবর্ত্তী কিবা দেবগণে॥
এমন শিশুর রূপ কখন না দেখি।
রূপ দেখি মোহ পায় কোটি কোটি আঁখি॥
সন্দর্ভে সকল কথা অচ্যুতের স্থানে।
একে আরে কহা কহি করে পুরজনে॥
শুনি আনন্দ অচ্যুত না যায় ধারণ।
পুত্র দেখিবারে শীঘ্র করিলা গমন॥
নাড়ীচ্ছেদন করি পুত্রে কোলেতে লঞা।
অচ্যুতেরে পুত্র, ধাই, দেখায় আনিয়া॥
পুত্র দেখি অচ্যুত পরমভাগ্যবান্।
তিল তণ্ডুল বস্ত্র কাঞ্চন গরু দান॥
ডাকিয়া আনিল সব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
যথাশক্তি অনুরূপে করিল প্রদান॥
বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণে দ্রব্য সব দিয়া।
সন্তোষ করিলা পূজা বিনয় করিয়া॥
সন্তুষ্ট হইয়া সবে আশীর্ব্বাদ করে।
চিরজীব হঞা থাকু তোমার কুমারে॥
কৃষ্ণপ্রিয়ভক্ত এই তোমার নন্দন।
উৎকল উদ্ধারিতে লভিলা জনম॥
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি সবে করিবে প্রচার।
সুপণ্ডিত ভক্ত সবে কহে একে আর॥
তবে ত' সন্তোষ করি' বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
পুত্র ল'য়ে কুলাচার করেন স্ত্রীগণ॥
পুত্র দেখি আনন্দে মজিল সর্ব্বজন।
এক কোল হৈতে আরে লয়েন সঘন॥
পুরজনে বলেন ভবানী ভাগ্যবতী।
তপস্যার ফলে গর্ভে এ-পুত্র উৎপত্তি॥
কুলবৃদ্ধ সবে বলে কুলের উদয়।
এ পুরুষ করিবেন হেন মনে লয়॥
এই সে করিবে আমা সবারে পালন।
ইহা হৈতে সুখে থাকিবেন সর্ব্বজন॥
সর্ব্ব সুলক্ষণযুত অচ্যুত নন্দন।
এ বালকে কৃষ্ণ সদা করুন রক্ষণ।
হেনমতে আশীর্ব্বাদ করে সর্ব্বজন।
আনন্দে হুলাহুলী করে নারীগণ॥
জয় জয়কার করে সবে হরষিতে।
কত কত দিন গেলা এই আনন্দেতে॥
শুভক্রিয়া দিন আসি প্রবেশ হইলা।
দ্রব্য আনিবারে দূত সত্বর পাঠাইলা॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সব আইলা বহুত।
সব বন্ধুগণ আর স্ত্রীরি যুথ যুথ॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে ভূষিত যুবতী।
ব্রহ্ম ক্ষেত্রী বৈশ্য শূদ্র আর যত জাতি॥
সবে দেখিতে আইলা অচ্যুত নন্দন।
হরিধ্বনি হুলাহুলী করে ঘনেঘন॥

বিধিপূর্ব্বক আছয়ে যত ব্যবহার।
নারীগণ মিলিয়া করিল কুলাচার॥
ষষ্ঠী ছটী ঘর সবে করিয়া স্থাপন।
নানা উপহার দ্রব্যে করিলা পূজন॥
সবংশে বর মাগেন করিয়া বন্দন।
চিরজীবি হউ মোর অচ্যুত নন্দন॥
তবেত ভবানী দেবী পুত্র লয়ে কোলে।
সর্ব্ব শুভক্রিয়া সারি বসিলা সত্বরে॥
হরিদ্রা তণ্ডুল দূর্ব্বাক্ষত লৈয়া করে।
আশীর্ব্বাদ করি নারীগণ দেয় শিরে॥
কেহ বলে মহেশ পার্ব্বতী দেহ বর।
এ বালক জীউ অষ্টশত সম্বৎসর॥
কেহ বলে ষষ্ঠীর কৃপায় জীউ সুত।
নানারূপে আশীর্ব্বাদ করে স্ত্রীরি যুথ॥
কেহ বলে রক্ষা কর, কৃষ্ণ ভগবান।
মার্কণ্ডেয়! আয়ুষ্য ইহ রে কর দান॥
কৃষ্ণনাম শুনিমাত্র মাতা কোল হৈতে।
অশ্রু পুলকিত হঞা লাগিলা কান্দিতে॥
যেই স্ত্রীরি করে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ।
সজল নয়নে তারে করে নিরীক্ষণ॥
রোদন শুনিয়া মাতা দেন স্তন পান।
কিছুই না ভায় তারে শুনে কৃষ্ণনাম॥
পূর্ব্বে যেন প্রহ্লাদ মাতা গর্ভ হইতে।
কৃষ্ণনাম শুনিল নারদ মুখচ্যুতে॥
তেন রসিকেন্দ্র মাতা গর্ভেতে আছিলা।
দয়াল দাসী কৃষ্ণকথা মাতারে কহিলা॥
গর্ভে থাকি রসিকেন্দ্র শ্রবণ করিলা।
কৃষ্ণানন্দে বিহ্বল সে অচ্যুতের বালা॥
ভূমিগত হয়ে করে ভাগবত ধ্যান।
গুরুকৃষ্ণ সাধু রসিকের ধন প্রাণ॥
ইহাতে সংশয় কিছু না করিহ মনে।
কৃষ্ণ পারিষদ জন্ম জীব উদ্ধারণে॥
হেনরূপে স্ত্রীরিগণ করে জয়কার।
বিদায় করিল সবে ঘর যাইবার॥
সবারে ভবানী তবে করিয়া সাদর।
মস্তকে সিন্দুর দিল নয়নে কাজর॥
দিব্য সুবাসিত মাল্য দিল সর্ব্বজনে।
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে করিয়া ভূষণে॥
ঘৃত পক্ক দ্রব্য সব করিয়া রচনে
মিষ্টান্ন ভোজন করায়েন স্ত্রীরিগণে॥
কর্পূর তাম্বুল তবে দিল সবাকারে।
বিদায় করিলা সবে গেলা যে বা ঘরে॥
পথে কহা কহি সবে রসিকের কথা।
এই বালক মানুষ নহে ত সর্ব্বথা॥
বালকের রূপ দেখি সবে বিমোহিত।
মুখপদ্ম দেখিয়া চন্দ্রমা সলজ্জিত॥
সে রূপ মাধুরী কিছু কহন না যায়।
কিবা কৃষ্ণ পারিষদ জন্মিলা এথায়॥
হেনমতে নানা অনুমানিয়া যুবতী।
ঘর গেলা মন থুয়ে রসিকের প্রতি॥
শুভক্রিয়া শুনি যত আইলা ব্রাহ্মণ।
নানা দান দিল আর মিষ্টান্ন ভোজন॥
কর্পূর তাম্বুল দিল অঙ্গেতে ভূষিয়া॥
সন্তোষ করিল দ্বিজে দক্ষিণাদি দিয়া।
আনন্দেতে দ্বিজগণ আশীর্ব্বাদ করে॥
দ্বিজগণে বিদায় করিয়া মহাশয়।
নগরে বৈষ্ণব যত সবারে আনয়॥

হরিধ্বনি করি সবে আইলা সঘনে।
মুরলী রবাব বেনু শিঙ্গা বেত্রবিষাণে॥
সবারে প্রণাম করি বসায় আসনে।
সন্তোষে মিষ্টান্ন সবে করায় ভোজনে॥
কৃষ্ণধ্বনি গাইতে লাগিলা কাঙ্গ‍ুজন।
কোনরূপে না রহে কোলে অচ্যুতনন্দন॥
রোদন করয়ে শুনি কৃষ্ণ গুণগান।
ধাই কোলে করি আনিলা সেই স্থান॥
কৃষ্ণনাম শুনি দেখি বৈষ্ণব ভোজন।
আনন্দে পুলক অঙ্গ শ্রীচন্দ্রবদন॥
সর্ব্ব ভক্তগণ দেখি আনন্দে পাথার।
এ বালক করিবেক উৎকল উদ্ধার॥
হেনরূপে সবাকারে সন্তোষ করিয়া।
প্রবেশিলা গৃহে ধাই বালক লইয়া॥
সর্ব্ব বন্ধুজন কৈল আনন্দে ভোজন।
বৈকুণ্ঠ ভুবন হৈল অচ্যুত প্রাঙ্গন॥
সেইদিন হৈতে সব লোক আসে যায়।
দেবলোক নরলোক মেলি একঠাঁয়॥
সেইদিন হৈতে তাঁর সম্পত্তি বহুত।
অষ্টসিদ্ধি নবনিধি সর্ব্ব গুণযুত॥
সতত রসিক সঙ্গে এ সব বেড়ায়।
অচ্যুতের ঘরে সবে হইলা উদয়॥
হেনরূপে দিনে দিনে হইলা প্রকাশ।
দেখিয়া সকল লোক আনন্দে উল্লাস॥
পূর্ব্ব বিভাগে জনম বিষয় রচন।
রসিকমঙ্গল শুন সর্ব্ব সাধুজন॥
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিলা রসময়ের নন্দন॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল পূর্ব্ব বিভাগে
রসিক জন্মলীলা বর্ণন নাম চতুর্থ
লহরী সম্পূর্ণ

—০—

পঞ্চম লহরী

রাগশ্রী—পাঞ্চালীছন্দ।

জয় জয় শ্যামানন্দ, জয় রসিকেন্দ্র চন্দ্র
জয় জয় অগাধ মহিমা।
হেন কৃপা কর মোরে, তুয়া গুণ যেন স্ফুরে
রসিকের সুযশঃ রচনা॥
হেনমতে দিন দিন, হয় অতি পরবীণ
হৈল নামকরণ সময়।
দ্বিজ দোইবস্ত্র আনি, রসিক পিতা জননী
শুভক্ষণে নাম সে রাখয়
সব খড়িকার মেলি, শুভক্ষণে পাতে খড়ি
ভূমে ঘর করিয়া অঙ্কন।
বেদ বিজ্ঞ দ্বিজগণ, ধ্বনি করে অনুক্ষণ
কেহ করেন সাম গায়ন॥
বীণা বেণু নানাবাদ্য, রবাব মুরলী নাদ
মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল।
ঢোল ঢাক আর যত, সবে বাজে উনমত্ত
রঙ্গে নাচে সকল গোয়াল॥
এইরূপে নানারঙ্গে, সবেই মহা আনন্দে
নৃত্যগীতে বঞ্চে দিন রাতি।
হোম করে দ্বিজগণ, করিয়া বেদ বিধান
কারো যেন করিয়া যুকতি॥

নারীগণ জয়কার, নানাবিধ কুলাচার
করিল সকল আচরণ।
ভবানী করিয়া স্নান, দিব্যবস্ত্র পরিধান
গুরুজনে করিয়া বন্দন॥
বালকের স্নান সারি, সর্ব্ব শুভক্রিয়া করি
কোলে করি' বসিলা নন্দন।
গীতা ভগবত পুঁথী, দ্বিজ ন্যাসী পড়ে তথি
কথা হয় ভাগবত পুরাণ॥
পুত্রে মধ্যে করি' সবে, বসিলেন চতুর্দ্দিকে
বেদ মন্ত্র করি' উচ্চারণ।
সর্ব্ব সুলক্ষণযুত, কোটী অতি অদ্ভুত
চমৎকার লাগে সর্ব্বজন॥
রাশি বিশাখা তুল, নাম শ্রীরসিক মূল
জাত পত্রে লেখিল সত্বর।
ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞগণ; গণিয়া হরষ মন
বলে কোষ্ঠী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, আশীর্ব্বাদ ঘনে ঘন
করে সবে অচ্যুতের প্রাত।
ওহে তোমার নন্দন, জগতের প্রাণধন
আচণ্ডালে দিবে প্রেম ভক্তি॥
ইহার লক্ষণ যত, কহা নহে মুখে শত
অগাধ অসীম মহিমা।
প্রেম ভক্তি সঙ্কীর্ত্তন, লয়াইবে সর্ব্বজনে
কহনে না যায় তার সীমা॥
হেনমতে দ্বিজগণ, প্রশংসিয়া সে নন্দন
গমন করিল নিজস্থান।
অচ্যুত জুড়িয়া কর, বলে শুন দ্বিজবর
এক মুই করি নিবেদন॥

শ্রীরসিক মূল নাম' জাত কোষ্ঠী পরমাণ
বিদিত হইবে সে ভুবনে।
মোর মনে অভিলাষ, পুত্রাও আমার আশ
মুরারি বলয়ে সর্ব্বজন॥
সর্ব্বশাস্ত্রে অনুপম, নাম শ্রীমুরারী নাম
ডাকে যেন সকল ভুবনে।
দ্বিজগণে শুনি বাণী, এই নাম সত্য মানি
গেলা সবে যে যার ভবনে।
রসিক মুরারি নাম, হইলা সে পরমান
বিধাতা লিখিত শুভক্ষণ।
বালকে লইয়া কোলে, গৃহমধ্যে কুতূহলে
সব সঙ্গে করে সম্ভাষণ॥
যাঁরে যথাবিধি ক্রমে, করি' পূজা পরণামে
যথাশক্তি করিল বিদায়।
পুত্রের দেখিয়া মুখ, না জানয়ে কোন দুখ
আনন্দে ভাসয় মহাশয়॥
হেনমতে কতদিনে, জানু বুক হেলনে
খেলয়ে শয্যার উপর।
গৃহমধ্যে দিন দিন, জানু পাতিয়ে চলেন
হামাগুড়ি যেন রসিক শেখর॥
যথা যেই দ্রব্য পায়, ভাঙ্গি' ফেলে সেই ঠাঁয়
করে দধি দুগ্ধ ঘৃত এক ঠাঁই।
ভাণ্ড ভাঙ্গি মনসুখে, কিছু খায় কিছু মাখে
সর্প অগ্নি না মানে কিছুই॥
কণ্টক পাষাণ আদি, সব করে সমবুদ্ধি
শত্রু মিত্র করয়ে হেলনে।
নিশি দিশি বিহরণে, ভ্রময়ে গৃহ অঙ্গনে
ভালমন্দ কিছুই না জানে॥
ধুলা কর্দম রঙ্গে, মাখয়ে আপন অঙ্গে
শোভে যেন অগুরু চন্দনে।

কিবা সে মধুর হাসি, শ্রীমুখ জিনিয়া শশী
সুদীর্ঘ সে দুই নয়নে ॥
কোটিতে কিঙ্কিণী সাজে, গলে মতিবর রাজে
হস্তে শোভে সোনার কঙ্কন।
দুই বাহে তাড় দুই, সুবর্ণে নির্ম্মিত সেই
বাঘ্র নখ হৃদয়ে ভূষণ ॥
রতন বলয় পায়, শোভা কিছু কহা নয়
দেখি যেন গোপাল প্রতিমা।
মস্তকে সুন্দর মাল, তাহে দেখি সুকুমার
কহন না যায় সে গরিমা ॥
হেনরূপে হামাগুড়ি, ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ি
সদাই ফিরেন আঙ্গিনায়।
পিতা মাতা দেখি মুখ আনন্দে না ধরে বুক
ধুলা ঝাড়ি' কোলে ল'য়ে যায় ॥
সুবাসিত জল দিয়া, শ্রীঅঙ্গ প্রক্ষালিয়া
দুগ্ধ পান করা'ন জননী।
আনন্দে দোলার পরে, পুত্র ল'য়ে বসে কোলে
নিদ্রার কারণ অনুমানি ॥
কৃষ্ণের সুযশঃ কীর্ত্তি, গায়েন সে ভাগ্যবতী
বলে বাছা নিদ্রা যেন যায়।
শুনিয়া কৃষ্ণের নাম, রসিক না ধরে প্রাণ
কান্দিয়া উঠিল উভরায় ॥
স্বেদ কম্প গদ গদ, সর্ব্বাঙ্গে পুলকভাব
নয়নে গলয়ে জলধার।
উষসী উষসী কান্দে কৃষ্ণযশ প্রেমানন্দে
নিদ্রা কোন্ দিকে গেল তার ॥
পুত্রের কান্দনা শুনি', দুঃখিত হওা জননী
স্তন পান দেয় ঘনে ঘন।
অধিক অধিক গায়, যেন পুত্র নিদ্রা যায়
গীত শুনি দ্বিগুণ ক্রন্দন ॥
যত পরকার করে, সে ক্রন্দন ভাঙ্গিবারে
করুণা করিয়া কৃষ্ণনাম।
দুই চারি যুবতী, আনাইলা ভাগ্যবতী
বলিলা সবায় করগান ॥
দুই চারি নারী মিলে, গায়েন সে কুতুহলে
শুনিতে সুযশঃ মনোহর।
বড়ই প্রলাপ করি, কান্দয়ে রসিক মুরারী
সর্ব্বাঙ্গ ধারায় জর জর ॥
উৎকণ্ঠা প্রেমভরে, কৃষ্ণ প্রীতি উছলিলে
সদাই সে প্রেম রসে ভাসে।
কৃষ্ণনাম শুনিমাত্র, কৃষ্ণ প্রেমময় গাত্র
কৃষ্ণগুণ শুনিয়া উল্লাসে ॥
মাতার সে কোলে হৈতে, লয়ে সবে যে যেমতে
তবু কান্দে অচ্যুতনন্দন।
সবে বলে অনুমানি, এ তত্ত্ব আমরা জানি
দুষ্ট লোক দেখিল কখন ॥
কেহ শিরে রক্ষা বান্ধে, নামমন্ত্র নানা ছাঁদে
ঝাড়িতে লাগিল সব ওঝা।
কান্দনা শুনি জননী, আকুলে বিদরে প্রাণী
দেবগণে মানে নানা পূজা ॥
যতজন গায় তারা, শ্রীকৃষ্ণ সুযশোধারা
কার বোলে কান্দনা না রহে।
প্রেমে ক্ষনে স্তম্ভ হয়া, কৃষ্ণের গুণ ভাবিয়া
বিনয় সঙ্কোচে সবা পানে চাহে ॥
তবে শাস্ত্র স্তৌরি গণে, স্থির কৈলা কতক্ষণে
তবে প্রভু না করে রোদন।

আপনা বাল্য স্বভাব, সম্বরি সকল ভাব
মাতা কোলে করে স্তন পান ॥
আনন্দিত জননী, পুত্রে শান্ত অনুমানি
দেব দ্বিজগণে মিষ্টান্ন ভোজন।
আশীর্ব্বাদে দ্বিজমুখ, নির্ব্বিঘ্নে থাকুক সুত
এ বালক কৃষ্ণের শরণ ॥
রসিকমঙ্গল শুন, সর্ব্ব বন্ধু কাঙ্ক্ষজন
রসিকের বাল্য বিবরণ।
শ্যামানন্দ শ্রীচরণ, করিয়া মাথে ভূষণ
গায় রসময়ের নন্দন ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল পূর্ব্ব বিভাগে
নামকরণ নাম পঞ্চম লহরী সম্পূর্ণ।

ষষ্ঠ লহরী

উদ্দীপ্তে কলিবারণে ক্ষিতিতলে বেদার্থ
মাজ্ঞাপকং শ্রীমদ্বিষ্ণুপদারবিন্দযুগলধ্যা-
নাবধানে রতম্।
শাস্ত্রাভ্যাসন চিন্তনেন জগতামানন্দক-
ন্দোদয়ং রে মূঢ়াস্তমুপাসত ক্ষিতিতলে
শ্রীমদ্মুরারি প্রভুম্।

রাগ – সুহই

ধোয়া। গোপালের কি কহিব চাঁদমুখ শোভা।
ব্রজ রমণী সবাকার মনলোভা ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ সর্ব্বগুণধাম।
জয় জয় রসিকচন্দ্রের প্রিয়প্রাণ ॥
জয় জয় সাঙ্গোপাঙ্গ সর্ব্ব সহচর।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলেন সত্বর ॥

হেনমতে দিনে দিনে অচ্যুতনন্দন।
হামাগুড়ি দিয়া করে আঙ্গিনা ভ্রমণ ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণে গড়ি যায়।
সব জন তুলি' ধরি করে হায় হায় ॥
সদাই বুলেন ক্রীড়া করি' আঙ্গিনায়।
ভূমিগত যত দ্রব্য নাড়িয়া বেড়ায় ॥
পাঙোই কঠাউ বাপু কেহ আন বলে।
ঘটী বাটী সম্মার্জ্জনী কেহ কেহ বলে ॥
আনন্দে হাঁটিয়া প্রভু আনে কাছে কোলে।
কাহারো বচন নাহি করে অবহেলে ॥
সবার বচন প্রভু করেন পালন।
উঠি পড়ি করে কভু না করে লঙ্ঘন ॥
দেখিয়া সকল লোক আনন্দে পাথার।
এক কোল হৈতে আরে লয় বার বার ॥
হেনমতে অন্ন প্রাশন সময় হৈলা।
অচ্যুতের প্রতি পুরজনে জানাইলা ॥
শুনিয়া পাঠায় দূত করিয়া সাদর।
রাজ্যে রাজ্যে নানাদ্রব্য আনহ সত্বর ॥
আনাইয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সুপণ্ডিত।
বেদ বিদ্যা পাঠন করার চারিভিত ॥
নিমন্ত্রণ করি আনাইলা বন্ধুগণ।
স্ত্রীরি যুথ যুথ আর ইষ্ট মিত্রগণ ॥
সবারে সম্ভাষ করি অচ্যুত কহয়।
আজ্ঞা দেহ অন্নপ্রাশন করিবে তনয় ॥
শুনিয়া পণ্ডিত সব বলে ভাল ভাল।
হোম মঙ্গলাদি ঘট স্থাপহ সকল ॥
মণ্ডল করিলা ঘর বিচিত্র বসনে।
চামর লম্বিত ঝারা অতি সুশোভনে ॥

তণ্ডুল করিয়া চূর্ণ নানা ভাতি ভাতি।
মণ্ডিল ভোজন স্থল সকল যুবতী॥
তার মধ্যে স্থাপন করিল যথাক্রমে।
ধান্য গোময়াদি শঙ্খ রজত কাঞ্চনে॥
লেখনী তালের পত্র কাগজ কলম।
শ্রীমদ্ভাগত পুঁথি করিলা স্থাপন॥
সর্ব্বশুভ ক্রিয়া সারি রসিক শেখরে।
সর্ব্বঅঙ্গ ভূষিত করিল অলঙ্কারে॥
চন্দন কুঙ্কুম মৃগমদেতে ধূসর।
শরৎ চন্দ্রমা জিনি শ্রীমুখ মনোহর॥
সুন্দর কপালে শোভে ক্ষীণ গোরোচনা।
সেরূপ দেখিলে মোহ পায় সর্ব্বজনা॥
হেনরূপে বালকে করিয়া কোলে মাতা।
আনন্দে বসিলা গিয়া রসিকের পিতা॥
সর্ব্ববন্ধু দ্বিজগণ বৈসে চারিদিকে।
বেদ মন্ত্র হোম আরম্ভিল দ্বিজভাগে॥
বাজনা দুন্দুভি নাদ হয় ঘনে ঘন।
জয় জয় হুলাহুলি করে স্ত্রীরিগণ॥
মণ্ডন করিয়া সেই গৃহ মধ্যাস্থান।
ক্ষীর পিঠা পক্কান্ন কৈল সমাধান॥
পিঁড়ার উপরে বসাইয়া রসিকেরে।
যুবতীসমূহ তারে বলে বারে বারে॥
শুন শুন ওহে বাপু রসিক শেখর।
প্রথমে যে মনে লয় আনহ সত্বর॥
শুনিয়া সবার বাক্য করি নিরীক্ষণ।
শ্রীমদ্ভাগবত দেখি সজল নয়ন॥
দুই হাতে আকর্ষিয়া আনে পুঁথিখান।
সুদৃঢ়ে হৃদয়ে করি আলিঙ্গন দান॥
ভাগবত বুকে করি কান্দিতে লাগিলা।
স্বেদ কম্পঅশ্রু রোম পুলক হইলা॥
কৃষ্ণাবেশে প্রেমরসে করেন ক্রন্দন।
অদ্ভুত দেখে সব নরনারীগণ॥
কেহ বলে এবালক নহেন মনুষ্য।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত জন্মিলা অবশ্য॥
কেহ বলে সর্ব্বজীব করিবে উদ্ধার।
কেহ বলে ধর্ম্মের পালনে অবতার॥
কেহ বলে অচ্যুত পরম ভাগ্যবান্।
যাঁর যেই চিতে লয় করয়ে বাখান॥
হেনমতে অন্নপ্রাশন করিয়া সাদরে।
দ্বিজগণে বিদায় করিলেন সত্বরে॥
তবে সব বন্ধুগণ লয়ে সেই দিনে।
নানাবিধ ষড়রস করান ভোজনে॥
যুবতীগণেরে বড় সাদর করিয়া।
ভোজন করায় দেবী আপনি বসিয়া॥
ভোজন করায়ে দিল কর্পূর তাম্বুল।
চন্দন কুঙ্কুম অঙ্গে মস্তকে সিন্দুর॥
সর্ব্ব নারীগণ পুত্র কোলেতে করিয়া।
ভবানীরে প্রশংসি গেল বিদায় হৈয়া॥
হেনমতে কত দিনে অচ্যুত নন্দন।
নিরবধি সর্ব্বগ্রাম করেন ভ্রমণ॥
দশ বিশ সমান বয়স শিশু সঙ্গে।
নিরবধি নানাক্রীড়া করে নানারঙ্গে॥
কোনদিন শিশু সব করতালি দিয়া।
সঙ্কীর্ত্তন করে মাঝে বুলেন নাচিয়া॥
শিশুর কৌতুক দেখি নগরীয়াগণ।
তার মধ্যে যত আছে কৃষ্ণভক্ত-জন॥

শিশুর কীর্ত্তন দেখি আনন্দে পাথার।
হেনই শিশুর বুদ্ধি না দেখিয়ে আর॥
শিশু সঙ্গে কৃষ্ণনাম গায়ে সবে মেলি।
নাচ বাপু বলি সবে দেয় করতালি॥
কৃষ্ণনাম শুনিমাত্র হৈলা অচেতন।
গদগদ কণ্ঠ অশ্রু শ্রীচন্দ্রবদন॥
সর্ব্বাঙ্গে পুলক হইয়া পড়িলা ভূমিতে।
গাড় বুলে উচ্চরায় লাগিলা কান্দিতে॥
শুনিয়া সকল লোক আইলা তথায়।
অধিক আনন্দ হৈল। কৃষ্ণগুণ গায়॥
কেহ কেহ হরিধ্বনি করে ঘন ঘন।
শুনিয়া আনন্দে নাচে অচ্যুত নন্দন॥
যাঁর মুখে কৃষ্ণনাম করেন শ্রবণ।
তাঁর পদধূলি অঙ্গে করেন ভূষণ॥
শিশু কীর্ত্তি দেখি লোক পায় চমৎকার।
সবে বলে মনুষ্য নহেন এ কুমার॥
বালকের ভাব কিছু কহন না যায়।
কৃষ্ণনাম শুনি অষ্ট সাত্ত্বিক উদয়॥
এত বলি সবে তুলে বুকের উপর।
এক আরে ছাড়া ছাড় লয়ে বার বার॥
অচ্যুতেরে কহে সব নরনারীগণ।
তোমার পুত্রর কথা অকথ্য কথন॥
বালকের কিবা জ্ঞান কৃষ্ণ বলে কারে।
কৃষ্ণ শ্রুতমাত্র অশ্রু পুলক সঞ্চরে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া যে করে উচ্চারণ।
তাঁর চরণের রেণু করয়ে ভূষণ॥
যে রোদন করিল শুনিয়া কৃষ্ণনাম।
সে বালক নর নহে কহি বিদ্যানান॥

সবার বচন শুনি কহেন অচ্যুত।
তোমা সব পদধূলী লয়ে জীউ সুত॥
সবারে বিনয় করে পুত্রের কারণে।
এ-বালকে আশীর্ব্বাদ কর সর্ব্বজনে॥
বালক কোলেতে করি আইলেন ঘরে।
এইমতে প্রতিদিন নগরে বিহরে॥
দশ বিশ সমান বালক সঙ্গে লৈয়া।
কৃষ্ণভক্ত পাঁচ সাত থাকেন বেড়িয়া॥
বাল্য হৈতে সর্ব্বধর্ম্ম করেন পালন।
অশ্বত্থ তুলসী ধাত্রী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ॥
দিনে দিনে অতিশয় বুদ্ধি উদ্দীপন।
ধর্ম্ম সংস্থাপন বিনে কিছু জ্ঞাত নন॥
স্থির হৈয়া একতিল না রহেন ঘরে।
কৃষ্ণানন্দে ভ্রমি বুলে নগরে নগরে॥
রাজ্য অধিপতি সুত জানে সর্ব্বজন।
তাহে সে মোহন মূর্ত্তি মোহে সর্ব্বজন॥
আদর করিয়া সবে আপনার ঘরে।
বান্ধা বাড়ি লয়ে যায় অচ্যুত কুমারে॥
কোটি রত্ন পায় যেন দেখি চাঁদমুখ।
বুকে করি লয়ে যায় চিত্তে মহাসুখ॥
ঘরেতে লয়ে উত্তম স্থাপিয়া আসন।
তার মধ্যে বসাইয়া অচ্যুত নন্দন॥
লাড়ু সন্দেশ দুগ্ধের সর দিব্য চিনি।
নানা উপহার— সুপক্ব অমৃত পানি॥
রসিক সমীপে আনি দেয় সর্ব্বজন।
দেখিয়া সে উপহার আনন্দিত মন॥
তুলসী সান্নিধ্যে সব দ্রব্য লয়ে যায়।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে আপন লীলায়॥

তুলসী বেড়িয়া নাচে দেয় করতালি।
শিশু সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন নানা কুতূহলী ॥
নিরবধি এই সুখে করে বিহরণ।
দেখিয়া অদ্ভুত লাগে নগরীয়াগণ ॥
ক্ষণেকে সে সব দ্রব্য আপনি লইয়া।
অগ্রভাগ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দেন গিয়া ॥
সবই লয়েন কর পাতিয়া সাদরে।
প্রসাদ বিশ্বাস কার প্রশংসে কুমারে ॥
এ বালকের চরিত্র না যায় কথন।
বুঝি ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবে নন্দন ॥
তবে সব শিশুগণে দেয় উপহার।
পশ্চাতে আপনি কিঞ্চিৎ লয়েন তাহার ॥
হেনরূপে নগরে ফিরেন রাতি দিনে।
আনন্দে সকল লোকে না যায় ধারনে ॥
যেখানে কৃষ্ণের স্থান যথা সাধু বৈসে।
আনন্দে সকলে দেখি ফিরে অহর্নিশে ॥
কৃষ্ণের মন্দির কিবা ভক্তের আলয়।
অশ্বত্থ তুলসী ধাত্রী দ্বিজ তীর্থাশ্রয় ॥
মলিন দেখেন যদি এই সব স্থান।
শিশুগণ লয়ে তথা করেন প্রয়াণ ॥
মৃত্তিকা গোময় পানি আনিয়া সত্বর।
উত্তম করিয়া স্থান করেন সংস্কার ॥
আপনার হস্তে লেপে এই সব স্থান।
ক্ষণেকে উজ্জ্বল হয় বৈকুণ্ঠ সমান ॥
এইমত বাটে ঘাটে নগরে নগরে।
পুণ্যস্থান সংস্কার করিয়া সদা ফিরে ॥
এইরূপ বাল্যকালে ধর্ম্মের পালন।
লওয়ায়েন সবজনে অচ্যুত নন্দন ॥

শিশুর এ কীর্ত্তি দেখি লজ্জায় পাথার।
সবে আর দিন হৈতে করে পরিষ্কার ॥
আপনার হস্তে সুকোমল তৃণ আনি।
গোধনের সেবা করে দিয়া তৃণ পানি ॥
পথেতে দেখেন যদি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
পরম সাদরে করে চরণ বন্দন ॥
দুই হাত যোড় করি বিনয় করিয়া।
সবারে সন্তোষ করে ঈষৎ হাসিয়া ॥
কিবা সে মধুর হাসি লঘু লঘু বোল।
আনন্দে সকল লোক তুলে লহে কোল ॥
সবে বলে ওহে বাছা নিছানি তোমার।
কোথা হৈতে শিখিলে এ সব ব্যবহার ॥
কেমনে শিখিলা এই ধর্ম্মের পালন।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী দ্বিজগণের বন্দন ॥
দেবস্থান পরিষ্কার তুলসী চউড়া।
এ সকল কর্ম্ম বাপু কোথাতে শিখিলা ॥
হেনরূপে নানারঙ্গে নগরিয়াগণ।
কথা পুছ কোলে তুলে লয় ঘনে ঘন ॥
শত শত চুম্ব দেয় মুখের উপরে।
মনে লয়ে নাহি কার ভূমি থুইবারে ॥
কোলে করি লঞা যায় অচ্যুতের ঘরে।
সর্ব্বজন ছাড়াছাড়ি লয় বারে বারে ॥
অচ্যুতের প্রতি সবে কহে হরষিতে।
নিশ্চয় মনুষ্য নয় তোমার এ সুতে ॥
ইহার লক্ষণ দেখি লাগে চমৎকার।
কৃষ্ণনাম শুনি মাত্র গলয়ে শতধার ॥
কৃষ্ণনাম শুনি সেই সজল নয়ন।
অচ্যুতের কোলে গিয়া হৈল উপসম ॥

কোলে করি ধুলা ঝাড়ি রসিক শেখরে।
স্নান ভোজনাদি সব করায় সম্বরে॥
হেনরূপে ভিন্ন ভিন্ন লীলা দিনে দিনে।
প্রবীণ হইয়া করে অচ্যুতনন্দনে॥
রসিক মঙ্গল অতি শুনিতে রসাল।
আনন্দে সুযশঃ শুনি তর কলিকাল॥
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন॥

ইতি শ্রীরসিক মঙ্গল পূর্ব্ববিভাগে বাল্য-
লীলা বর্ণন নাম ষষ্ঠ লহরী সম্পূর্ণ।

সপ্তম লহরী

রাগ — নারয়ণী গৌড়া

ঘোষা। মোর কৃষ্ণ গুণনিধি।
অনাথ শরণ বড় দয়ার অবধি॥
জয় জয় শ্যামানন্দ রসিকের প্রাণপতি।
কৃপা কর গাই যেন তুয়া যশঃ কীর্ত্তি॥
দিনে দিনে আনন্দিত রসিকশেখর।
ইচ্ছামত লীলা করি বুলে ঘরে ঘর॥
হেনকাল কর্ণবেধ সময় হইলা।
অচ্যুতের প্রতি পুরজনে জানাইলা॥
শুভদিন শুভক্ষণ করিয়া গণন।
মধ্যেতে মঙ্গলঘট করিলা স্থাপন॥
দ্বিজগণ হোম করে হঞা হরষিত।
ত্বরিতে আনাইলা সে উত্তম নাপিত॥
স্নান করাইয়া পুত্রে সুবেশ করিয়া।
বসাইলা পীঠ পরে লাড়ু হাতে দিয়া॥
বাজনা দুন্দুভি নাদ হয়ে ঘনে ঘন।
কৃষ্ণ গুণ গায় মুহুরিয়া দুইজন॥
(আমার মরম কথা শুনলো সজনি।
শ্যামনাগর পড়ে মনে দিবস রজনী॥
এই পদ গায় সানাইতে দুইজন।
শুনিয়া আবিষ্ট হৈল অচ্যুতনন্দন॥
অষ্ট সাত্ত্বিক সে অঙ্গে হইলা উদয়।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক নেত্রে অশ্রুধারা বয়॥
পিঁড়ার উপরে থাকি মূর্চ্ছিত হইয়া।
পড়িলা ভূমিতে প্রভু সানাই শুনিয়া॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত মনের দশা ক্রমে।
না জানিয়া বলে কিবা দেখিল কখনে॥
উবসি উবসি কান্দে ব্যাকুল হইয়া।
কৃষ্ণ প্রাণনাথে কবে পাইমু বলিয়া॥
দুই আঁখি নাহি মেলে না রহে ক্রন্দন।
দেখি ত্রাস পাইলেন সব পুরজন॥
ধাবাধাই আইলেন সবে সেইখানে।
নানামতে উপচার করে জ্ঞাতিগণে॥
হোম নাহি করে দ্বিজগণ মহাত্রাসে।
বাজাকার বাজনা না করেন বিশেষে॥
সানাই হয়েন স্থির বালক দেখিয়া।
সবাই স্থগিত হৈয়া দেখেন আসিয়া॥
সানাইর ধ্বনি যেই না শুনিল আর।
প্রাকৃত স্বভাবে বৈসে অচ্যুত কুমার॥
সবেই করিল হরিধ্বনি জয়কার।
আনন্দে নাপিত বৈসে কর্ণ বিন্ধিবার॥
সুন্দর সুসঞ্চ কর্ণ বিন্ধিল যতনে।
কৃষ্ণ বলি লাড়ু মুখে খায় ঘনে ঘনে॥

হোমযজ্ঞ মঙ্গল করিল যথাক্রমে।
বেদধ্বনি উচ্চারণ করে দ্বিজগণে॥
হেনকালে দয়ালদাসী ঠাকুরাণী।
চৈতন্যের ভক্তদাস সবেই বাখানি॥
এ দেশেতে থাকেন করিয়া দেবালয়।
অচ্যুত করেন সেবা সকল সময়॥
হেনকালে রসিকের প্রকাশ শুনিয়া।
দেখিতে আইলা মাতা আনন্দিত হঞা॥
অচ্যুতেরে আশীর্ব্বাদ করিয়া সত্বরে।
দেখিলেন পুত্রে গিয়া মন্দির ভিতরে॥
রসিকের রূপ দেখি হইলা অচেতন।
মুখে পানি দিয়া তোলে সর্ব্ব স্ত্রীরিগণ॥
সবে বলে একে বৃদ্ধ তাহে রৌদ্রে আইলা।
তেকারণে মূর্চ্ছা হঞা ভূমিতে পড়িলা॥
একে আরে উপহাস করে জনে জন।
উঠিয়া সে মাতা কহে মূর্চ্ছার কারণ॥
তোমরা না জান এই শিশুর মহিমা।
দেখিলাম আমি যেন গোপাল প্রতিমা॥
মনোহর রূপ দেখি হারাইনু জ্ঞান।
শিশু নহে এ নন্দন জগতের প্রাণ॥
এই সে করিবে সর্ব্ব জীবের উদ্ধার।
উৎকলেতে প্রেমভক্তি করিবে প্রচার॥
এই সে করিবে সর্ব্ব ধর্ম্মের পালন।
অশ্বত্থ তুলসী সেবা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ॥
এই সে করিবে দয়া দীন হীন জনে।
শরণাগত পালক ইঁহার লক্ষণে॥
ইঁহার মহিমা কিছু কহন না যায়।
কৃষ্ণ নিজ পারিষদ এই মহাশয়॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ যুক্ত অচ্যুত নন্দন।
কেহ না করিবে ইঁহা বচন লঙ্ঘন॥
শ্যামল সুন্দর তনু দেখি মনোহর।
নিশ্চয় জানিনু ইঁহ কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
সর্ব্ব শাস্ত্র জ্ঞাত হবে এই মহাশয়।
সর্ব্ব ধর্ম্মে নিষ্ঠা বড় হবে এ তনয়॥
চতুঃষষ্টি ভক্তি অঙ্গ করিবে প্রচার।
সর্ব্ব জীব উদ্ধারিতে হৈলা অবতার॥
ইঁহার অনন্ত গুণ কহিতে না জানি।
বহুপুণ্যে এই পুত্র পাইলা ভবানী॥
কুলবৃদ্ধ মাতা সেই জগত জননী।
ভুত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান জ্ঞাত সে আপনি॥
সন্দর্ভে কহিল সব অচ্যুতের স্থানে।
কুল উদ্দীপন চন্দ্র এইত নন্দনে॥
শুনিয়া সে সব বাক্য বিনয় করিয়া।
অচ্যুত কহেন তাঁরে প্রণত হইয়া॥
আশীর্ব্বাদ কর মাতা জীঞে যেন সুত।
জন্মে জন্মে এ বালক তোমা সবা ভৃত্য॥
শুনিয়া আনন্দে মাতা আশীর্ব্বাদ করে।
কৃষ্ণ রাখ কৃষ্ণ রাখ এইত কুমারে॥
শুনিয়া কৃষ্ণের নাম আনন্দিত হৈলা।
সে মাতার গলা ধরি কান্দিতে লাগিলা॥
আনন্দে দয়ালদাসী সুতে কোলে করি।
কর্ণে নাম শুনাইলা অনুগ্রহ করি॥
হরে কৃষ্ণ নাম দিলা অচ্যুতের স্থানে।
প্রত্যক্ষে কহিল সব তার বিবরণে॥
যে মন্ত্র কহিনু আমি বালকের কর্ণে।
ইহার তত্ত্বার্থ কহিবেক কোন জনে॥

নিজ প্রাণ পতি এর সেই মহাশয়।
জীব উদ্ধারিবে দোঁহে কহিনু নিশ্চয়॥
দোঁহে মেলি করিবেক উৎকল উদ্ধার।
চৈতন্য আজ্ঞায় প্রেমভক্তি পরচার॥
কৃষ্ণ প্রেম ধন বিলাইবে ঘরে ঘর।
চণ্ডালাদি সর্ব্বজীবে করিবে উদ্ধার॥
শিশু বলি ইঁহারে না করিবে হেলন।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত এই মহাজন॥
সন্দর্ভে সকল কহি মাগিল মেলানী।
অনেক সম্ভার দিল অচ্যুত ভবানী॥
চরণের ধুলি সবে লইলেন শিরে।
বিদাই করিল অনুব্রজে কতদূরে॥
হেনরূপে কোলে করি রসিক শেখরে।
ঘরে আইলেন দোঁহে হরিষ অন্তরে॥
দিনে দিনে অতিশয় অদ্ভুত কথন।
কৃষ্ণপ্রেম লীলা করে অচ্যুত নন্দন॥
মানুষিক বাল্যলীলা যে কিছু আছয়।
সে সব না ছুঁয়ে, করে কৃষ্ণলীলাময়॥
কোনদিন আসন করিয়া বৈসে ধ্যানে।
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র করেন স্মরণে॥
দুই তিন প্রহর করেন কৃষ্ণ ধ্যান।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক বহে অশ্রু অবিরাম॥
জননী দেখিয়া বলে শুন মোর বাছা।
দুগ্ধ লাড়ু সর চিনি কর কিছু ইচ্ছা॥
কাহার বচন প্রভু না শুনে শ্রবণে।
যাবত না হয় পূর্ণ সংখ্যা লক্ষনামে॥
সেই দিন হৈতে স্মরে একলক্ষ নাম।
গলায় তুলসীমালা অতি অনুপম॥

দেখি সব লোক বলে অচ্যুতের স্থানে।
নিশ্চয় কৃষ্ণের কৃপা হৈলা এ নন্দনে॥
হেন ছাবালের হেন বুদ্ধি প্রকাশিলা।
নিরবধি কৃষ্ণ নাম জপিতে লাগিলা॥
ভোজন শয়ন নিদ্রা না করে আদর।
কৃষ্ণপ্রেমে জর জর দীপ্ত কলেবর॥
হেনরূপে সর্ব্বজন প্রশংসে নন্দনে।
যত আছে কৃষ্ণলীলা করে দিনে দিনে॥
সমান বয়সী শিশুগণ লয়ে সঙ্গে।
সেই খেলা করে যাতে কৃষ্ণের প্রসঙ্গে॥
আপনার হাতে শিশু করেন কাছনি।
লীলা অনুসারে বেশ করয়ে আপনি॥
কেহ কেহ পৃথিবী সুরভিরূপা হঞা।
কেহ ব্রহ্মা হয় তাঁরে নিবেদয় গিয়া॥
ক্ষীরোদ সাগরে কেহ হয় নারায়ণ।
কেহ দেবগণ ব্রহ্মা সঙ্গে নিবেদন॥
কেহ বসুদেব কেহ দেবকী হইয়া।
কেহ কংস কেহ কারাগারে রাখে লঞা॥
কেহ নন্দ যশোদা কেহ গোপী গোপাল।
কেহ ধেনুগণ হয় কেহ ছাওয়াল॥
কেহ হয় নন্দসূনু কেহ ত পূতনা।
স্তন পান করে তার করিয়া যাতনা॥
কেহ হয় শকটাদি কেহ তৃণাবর্ত্ত।
দিনে দিনে এইরূপ করে নানামত॥
শিশুর কাছয় যেন তেনই আকার।
দেখিয়া শিশুর বেশ বহে জলধার॥
দিনে দিনে এই লীলা করে সবে খেলা।
দেখিয়া আনন্দে ভাসে অচ্যুতের বালা॥

ভাগবত বিনে কিছু নাহি জানে আন।
ভূমিগত হঞা করে ভাগবত ধ্যান॥
বাল্যকালে আর কিছু খেলা নাহি জানে।
কৃষ্ণ বলরাম খেলা করে অনুক্ষণে॥
সকল বালক করে সে নব আকৃতি।
এই খেলা খেলেন রসিক দিন রাতি॥
দেখিয়া সকল লোক পায় চমৎকার।
মনুষ্য নহেন এই অচ্যুত কুমার॥
বালকের জ্ঞান নাহি করে কৃষ্ণলীলা।
ভাগবত অনুক্রমে করে সব খেলা॥
কোনদিন নামকরণ করিয়া স্থাপন।
কেহ গর্গ কেহ নন্দ কেহ গোপগণ॥
কোন দিন মৃত্তিকা ভক্ষয়ে কোন বালা।
মুখ মেলি দেখে কেহ গর্ভে সব খেলা॥
কোনদিন উদূখলে করিয়া বন্ধন।
মধ্যে টান দিয়া ভাঙ্গে যমলার্জুন॥
কোন দিন কোন শিশু কাছিয়া সুসার।
বৎসাসুর দৈত্যে কেহ করয়ে সংহার॥
কোন দিন বকাসুর কোন শিশু করি।
কৌতুকে সংহারে, দেখে রসিকমুরারী॥
কোনদিন অঘাসুর করিয়া কাছনি।
লীলায় মারেন কেহ দেখয়ে আপনি॥
কোন দিন বৎস কেহ বালক হঞা।
হরিয়া লইয়া যায় কেহ ব্রহ্মা হঞা॥
কেহ কৃষ্ণ হয় সৃজে বাছুরি ছাবাল।
ব্রহ্মা হঞা স্তুতি করে বহু পরকার॥
কোন দিন ধেনুকাসুরের রূপ হঞা।
তারে বধ করি শিশু বুলেন নাচিয়া॥

কোন দিন কালীয়দমন করে রঙ্গে।
কেহ নাগপত্নী স্তুতি করে শিশু সঙ্গে॥
কোন দিন দাবাগনি করে বিনাশন।
প্রলম্ব অসুর বধ করে কোন জন॥
কোন দিন আবার দাবাগনি নাশয়।
কোন দিন সবে মিলি স্বভাব বর্ণয়॥
শরৎ বর্ণনা শিশু করে কোন দিন।
বেণুগীতা মহিমা কহয় কোন দিন॥
কোন দিন কাত্যায়নী করিয়া স্থাপন।
সব শিশু মেলি করে বস্তুর হরণ॥
কোন দিন কেহ যজ্ঞপত্নী বেশ হয়।
সবে মেলি অন্ন মাগি গ্রহণ করয়॥
কোন দিন ইন্দ্রপূজা করিয়ে ভঞ্জন।
কোন দিন খেলায় তুলয়ে গোবর্দ্ধন॥
কোন দিন ইন্দ্র সুরভিরে সঙ্গে লঞা।
বহু বাক্যে স্তুতি করে 'গোবিন্দ' বলিয়া॥
যে দিন করিছে শিশু গোবর্দ্ধনধারী।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা রসিক মুরারী॥
জর জর কলেবর ভূমে গড়ি যায়।
প্রতিদিন লীলা দেখি কান্দে উভরায়॥
বালকের বুদ্ধি দেখি পণ্ডিতে বাখানে।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত এই মহাজনে॥
ভাগবত তত্ত্ব কিছু না জানি আমরা।
শিশু হঞা খেলা করে তেনই আকারা॥
হেনরূপে শিশুরে প্রশংসে প্রতিদিনে।
এইমত শিশু কাছে খেলে অনুক্ষণে॥
অহর্নিশি ভাগবত বিনা নাহি জানে।
বাল্য খেলা অবলম্বি বঞ্চে রাত্র দিনে॥

কোন দিন কেহ নন্দ করে একাদশী।
কেহ হ'য়ে বরুণ হরিয়া লয়ে আসি ॥
কেহ কৃষ্ণ হঞা তারে আনে উদ্ধারিয়া।
কোন দিন রাসস্থলে মণ্ডলী করিয়া ॥
কেহ গোপী কেহ কৃষ্ণ শিশুরে কাছিয়া।
তেনই আকার করি সবা সঙ্গে লঞা ॥
কেহ কল্পতরু মূলে বংশীধ্বনি গান।
ধ্বনি শুনি সব গোপী করয়ে প্রয়াণ ॥
কৃষ্ণে ভেটি করে রাস কৌতুকে বিহার।
কেহ অন্তর্দ্ধান হঞা খুঁজে বারবার ॥
কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধানে গেলা দেখিয়া মুরারী।
সে অষ্টসাত্ত্বিক ভাব কহি' না পারি ॥
পুনরপি শিশু গোপী কৃষ্ণেরে পাইয়া।
বৃন্দাবনে রাস করে আনন্দিত হঞা ॥
কোন দিন কেহ মোক্ষ করে সুদর্শন।
কোন দিন গোপী গীতা করয় গায়ন ॥
কোন দিন কেহ হয় অরিষ্ট অসুর।
কেহ তারে বধ করে হরষ প্রচুর ॥
কোন দিন কেহ হয় কেশীর আকার।
আর কোন শিশু তারে করয় সংহার ॥
কোন দিন অক্রুর হয় কোন কুমার।
কংসের আদেশে যায় কৃষ্ণ আনিবার ॥
কেহ কেহ অক্রুর হঞা করেন স্তুতি।
মথুরা প্রবেশ হয় কৃষ্ণের সংহতি ॥
কোন দিন শিশু রঙ্গে রজক হইয়া।
তারে বধ করি বস্ত্র দেয় লোটাইয়া ॥
সুদাম বলিয়া কেহ হয় মালাকার।
সব শিশু সাজি, দেন গলে ফুলহার ॥
কুবজা কেহত হয় গন্ধ পেড়ী লঞা।
কোন শিশু ভাল করে গন্ধ তার লঞা ॥
কোন শিশু ধনু ধরি করয়ে ভঞ্জন।
কুবলয় হাতী মারে শিশু কোন জন ॥
চানুর মুষ্টিক মারে কোন কোন দিনে।
কোন দিনে কংস বধ করে শিশুগণে ॥
এইমত রাতি দিন খেলে নিরন্তর।
শ্রীভাগবত মূরতি রসিক শেখর ॥
শুন শুন রসিকমঙ্গল সর্ব্বজন।
রসিকের খেলা ভাগবত অনুক্রম ॥
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল পূর্ব্ববিভাগে
বাল্যলীলা বর্ণন নাম সপ্তম লহরী
সম্পূর্ণ

—০—

অষ্টম লহরী

বেদাভ্যাসচিন্তনে কৃতধিয়ঃ শংসন্তি মুক্তিং
পরাং কিম্বেতে গুরুশাস্ত্রনিশ্চিতধিয়া
জানন্তি কিঞ্চিন্নহি।
ভক্তির্নাম গরীয়সী মম মতেনাতশ্চ
শান্ত্যাশ্রয়ং তস্মিন্ মূঢ় মুরারিদেবরসি-
কানন্দে মনে নীয়তাম্ ॥

রাগ—বরাড়ী

ঘোষা।
যদুরাজা নাবেরে সুন্দর যাদুমণি আহারে ॥
গীত। জয় জয় শ্যামানন্দ দুরিকানন্দন।
জয় জয় রসিকদেবের প্রাণধন ॥

হেন মতে দিনে দিনে হয় পরবীণ।
ভাগবতলীলা ক্রমে খেলে রাতি দিন॥
শয়ন ভোজন নিদ্রা সব করি দূরে।
শিশুগণ লঞা খেলা করে কুতূহলে॥
কিছুই না ভায় তারে ভাগবত বিনে।
কোলে করি অচ্যুত পুছয়ে ঘনে ঘনে॥
কিছুই না খাও বাপু নিরবধি খেলা।
দশ বিশ শিশু সঙ্গে সব করি মেলা॥
অন্ন জল নাহি খাও খেল অনুক্ষণ।
কাল হৈতে ঘরে বসি' খেল অনুদিন॥
শুনিয়া পিতার বাক্য বলে ধীরি ধীরি।
অধরে মিলায় কথা বচন মাধুরী॥
তবে আমি না খেলব নগরে নগরে।
ভাগবত শুন যদি করিয়া সাদরে॥
নিশ্চল হইয়া শুন ভাগবত কথা।
তবে আমি খেলিবারে না যাব সর্ব্বথা॥
শুনিয়া পুত্রের বাক্য আনন্দ হৃদয়।
ভাল ভাল এই বাক্য করিনু নিশ্চয়॥
অধ্যাপক আনাইল করিয়া যতন।
দ্বিজবর ভট্টাচার্য্য ম মাংসা মণ্ডন॥
অচ্যুত কহেন বাক্য অধ্যাপক স্থানে।
শুনিতে শ্রীভাগবত ইচ্ছয়ে নন্দনে॥
প্রতিদিন শুনাইবে কৃষ্ণ লীলাময়।
ভাল বলি' পুঁথি আরম্ভিল মহাশয়॥
পিতা কোলে বসি' প্রভু করয়ে শ্রবণ।
বাল্যে শিশু সঙ্গে খেলা করিয়া যতন॥
সে সব শুনিল কতদিন কৌতুকে।
কংসাদি সংহার লীলা শুনে একে একে॥

এবে কোন দিন শুনে করিয়া সাদর।
উগ্রসেন রাজা কৈল মথুরানগর॥
কোন দিন শুনে বিদ্যা পঠন কৌতুকে।
বিদ্যা গুরু পুত্র আনি দিলেন সমীপে॥
কোন দিন শুনে উদ্ধব ব্রজে যান।
ভ্রমরের ছলে গোপীগণ অভিমান॥
গোপীগণের বিরহ রসিক শুনিঞা।
পিতা-কোল হৈতে পড়ে মূর্চ্ছিত হঞা॥
সর্ব্বাঙ্গে পুলক, ধারা বহে দু'নয়নে।
দেখিয়া অচ্যুত করে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে॥
তুলিয়া পুছিল মুখ সচকিত হঞা।
এ-শিশুরে কৃষ্ণ রক্ষা করহ বলিঞা॥
হেনমতে প্রতিদিন অচ্যুতের কোলে।
সাদর করিয়া শুনে মহা কুতূহলে॥
কোন দিন শুনে কুব্জার গৃহে মেলা।
কোন দিন শুনে অক্রূরের গৃহে গেলা॥
কোন দিন শুনে অক্রুর হস্তিনা প্রবেশ।
নিজ ভৃত্য পাণ্ডবের করিতে উদ্দেশ॥
কোন দিন অস্তি প্রাপ্তি কংস দুই নারী।
বাপ জরাসন্ধে গিয়া করিল গোহারী॥
কোন দিন শুনে জরাসন্ধ মাহাত্মে।
মথুরা রোধন করে ঘোর সমগ্রাম॥
বারে বারে করে সপ্তদশ বার রণ।
পরাভব পাঞা যায় মগধ রাজন॥
কোন দিন শুনে সে মধুপুরী ছাড়িয়া।
দ্বারকা বসিল বন্ধুবান্ধব লইয়া॥
কোন দিন শুনে কালযবন প্রসঙ্গ।
ভস্ম হৈল মুচুকুন্দ নিদ্রা করি ভঙ্গ॥
কোনদিন শুনে মুচুকুন্দের স্তবন।
পর্ব্বত দহন দুই ভাই পলায়ন॥

কোন দিন শুনে সেই রুক্মিণী হরণ।
দ্বারকা পাঠাঞা দ্বিজে আনে নারায়ণ॥
রুক্মিরে বন্ধন করি, করিয়া মুণ্ডন।
সর্ব্ব রাজাগণ সঙ্গে করি মহারণ॥
কোন দিন শুনে সেই প্রদ্যুম্ন হরণ।
সম্বরকে মারিয়া প্রদ্যুম্ন উদ্ধারণ॥
স্যমন্তক মণিহরণ কোন দিন শুনে।
জাম্বুবানের সঙ্গে করিলেন রণে॥
অপবাদ হেতু আনি স্যমন্তক মণি।
বিবাহ করিল জাম্বুবতী ঠাকুরাণী॥
সত্যভামা বিবাহ শুনেন কোন দিনে।
শতধনু বধ কৈল কৃষ্ণ সংগ্রামে॥
কোন দিন শুনে ইন্দ্রপ্রস্থ গমন।
নিজ ভৃত্য পাণ্ডবেরে করিতে দর্শন॥
কালিন্দীর বিবাহ শুনেন কোন দিন।
নাগ্নজীতা বিবাহ সপ্তষণ্ডের বন্ধন॥
কোন দিন শুনে নরকাসুর সংহার।
ষোড়শ সহস্র একশত কন্যা নৈল তার॥
পারিজাত হরণ শুনেন কোন দিনে।
সুরপতি জিনিলেন করিয়া সংগ্রামে॥
কোন দিন শুনেন রুক্মিণীর মোহন।
প্রেমে গদগদ হঞা করেন স্তবন॥
অষ্ট মহিষী পুত্রের সংখ্যা কোন দিনে।
অনিরুদ্ধের বিবাহ কোন দিনে॥
প্রদ্যুম্নের বিবাহ শুনে কোন দিনে।
কলিঙ্গরাজের সনে দন্ত উৎপাটনে॥
কোন দিন শুনেন রুক্মিণীর সংহার।
উষাহরণ বানযুদ্ধ সে অনিবার॥
নৃগরাজ মোক্ষণ শুনেন কোন দিনে।
বলরাম ব্রজে আসি দেখে বন্ধুগণে॥
লাঙ্গলেতে করি যমুনায় টানি আনে।
পুণ্ডরীকের বধ শুনেন কোন দিনে॥
বারাণসী দগ্ধে সুদর্শন কোন দিনে।
চক্রতেজে অগ্নি গিয়া পশিলা শরণে॥
শ্যামকুমার বন্ধন হস্তিনা ভুবনে।
সে কারণে বলরাম করিলা গমনে॥
কোন দিনে শুনেন হস্তিনা আকর্ষণ।
কৃষ্ণ দর্শনে নারদ দ্বারকা গমন॥
সর্ব্বঘরে নারদ দেখয়ে ভগবান্।
পরম আনন্দে স্তুতি করে অবিরাম॥
কোন দিন শুনে জরাসন্ধ নৃপগণে।
ছিয়ানব্বই সহস্র করিল বন্ধনে॥
সে সবার দূত গিয়া কহে কৃষ্ণ স্থানে।
পুনরপি দ্বারকায় নারদ গমনে॥
কোন দিন উদ্ধব করি আমন্ত্রণা।
পাণ্ডব সমীপে কৃষ্ণ প্রবেশে হস্তিনা॥
কোন দিন শুনে জরাসন্ধের সংহার।
রাজাগণে বন্দী হৈতে করিল উদ্ধার॥
কোন দিন শুনে রাজসূয় যজ্ঞকথা।
কোন দিন শিশুপাল বধের বারতা॥
কোন দিন শুনে দুর্য্যোধন মানভঙ্গ।
কোন দিন শাল্যবধ শুনি মহারঙ্গ॥
দন্তবক্র বধ শুনেন কোন দিনে।
কোনদিন বলরাম তীর্থ পর্য্যটনে॥
নৈমিষারণ্য গমন শুনে কোন দিনে।
সুত পৌরাণিকে বধ করে বলরামে॥

পৃথিবীতে যত তীর্থ গেলা পর্য্যটনে।
সতত শুনে সুদামা দারিদ্র্য ভঞ্জনে॥
কোন দিন শুনে সূর্য্যগ্রহণ সময়।
কুরুক্ষেত্র গমন করিল যতুরায়॥
নন্দ আদি গোপ সনে করিয়া মিলন।
দ্রৌপদী সুধায় অষ্টমহিষী প্রশ্ন॥
কোন দিন বসুদেব দেবকীর স্তুতি।
সুভদ্রা হরণ শুনে হঞা একমতি॥
বিদেহ দেশ গমন শুনে কোন দিনে।
চারি বেদ স্তুতি করে কোন দিন শুনে॥
কোন দিন মুনি সবার কলহ কারণ।
কোন দিন শুনে ভৃগু দ্বারকা গমন॥
পাদ প্রহরণে কৃষ্ণ শ্রীবৎস ধারণ।
শুনেন আনন্দে রসিক করিয়া যতন॥
অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা শুনেন কোন দিনে।
অগ্নিপ্রবেশ নিবারণ শিশু প্রদানে॥
পত্র সংখ্যা করেন কোন দিন শ্রবণ।
এইমত ভাগবত শুনে অনুক্ষণ॥
দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবত শুনে দিনে দিনে।
কৃষ্ণের মহিমা যত আছয়ে পুরাণে॥
সেই শাস্ত্র শুনে যাতে কৃষ্ণের মহিমা।
শুনিয়া রোদন করে করিয়া করুণা॥
কোন দিন মৃত্তিকা আনিয়া শুভক্ষণে।
আপনার হস্তে শ্রীমূর্ত্তি করে নির্ম্মানে॥
স্থাপিয়া করেন বেশ নানা পরকার।
ধূপ দীপ নৈবেদ্য ষোড়শ উপচার॥
কোন দিন ছাবাল লইয়া সঙ্কীর্ত্তন।
কেহ গায় কেহ বায় নাচে কোনজন॥

কোন দিন বৈরাগ্য লইয়া বাল্যভাবে।
তীর্থ ভ্রমিবারে যায় কৃষ্ণ অনুরাগে॥
কত দূর হৈতে শিশু আনে ফিরাইয়া।
রাত্র দিন এই খেলা করে শিশু লঞা॥
কৃষ্ণ বিনা তিলেক না জানয়ে আন।
সেই খেলা সেই গুণ শ্রবণ ধিয়ান॥
নিরবধি অশ্রুজলে সজল নয়ন।
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ বন্ধুজন॥
শিশুকালে রসিকের এসব লক্ষণ।
দেখিয়া অদ্ভুত লাগে নর নারীগণ॥
সবে বলে এ-বালক কৃষ্ণ সহচর।
অহর্নিশি কৃষ্ণাবেশে দীপ্ত কলেবর॥
ইহার কারণে পিতা ভাগবত শুনে।
ভাগবত বিনে নাহি জানে রাতি দিনে॥
এ বালকে কৃষ্ণ সদা করহ রক্ষণ।
সর্ব্ব জীবে উদ্ধারিবে এই মহাজন॥
হেনমতে আশীর্ব্বাদ করে সর্ব্বজন।
ব্রহ্ম ক্ষেত্রী বৈশ্য শূদ্র দেখে যত জন॥
শ্রীচন্দ্রবদন শোভা দেখে যে যে জন।
আপনা পাশরি সবে করে নিরীক্ষণ॥
মন্দ মন্দ হাস্য কোমল মৃদু বাণী।
শুনিয়া মোহিত হয় সকল পরাণী॥
এইরূপে বাল্যভাব রসিক শেখরে।
নিরবধি কৃষ্ণলীলা শিশু সঙ্গে করে॥
কহিতে না পারি কিছু তার বিবরণ।
সংক্ষেপে করিনু এই স্বভাব বর্ণন॥
পূরব বিভাগ কথা পরম রসাল।
রসিক মঙ্গল শুনি তর কলিকাল॥

শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল পূর্ব্ব বিভাগে
শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ নাম অষ্টম
লহরী সম্পূর্ণ

— ০ —

নবম লহরী

কিং চিন্তামণিচিন্তয়া কিমু সুরক্ষৌণীরুহস্তাবকৈঃ কিংবা দেবনিষেবণেন তপসা ধ্যানাদিরভ্যাহথবা।
দুঃখং তত্র ন কেবলং গুরুভয়ব্যাসক্তচিত্তং মুহুঃ প্রত্যক্ষং জগতাং হিতায় রসিকানন্দে মনো নীয়তাম্॥

রাগ সাঙ্গড়া

ধোয়া। নন্দের মন্দিরে দেব শিরোমণি
বিহরে বালক বেশে।

জয় জয় কৃষ্ণগুণ বন্দ শ্রীচরণ।
জয় জয় অচ্যুত নন্দন প্রাণধন॥
হেনকালে দিনে দিনে রসিকশেখর।
কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলা শুনে নিরন্তর॥
কত দিনে অচ্যুত বিচার করে মনে।
রসিকের হাতে খড়ি দিবার বিধানে॥
দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ সব আনাঞা সত্বরে।
শুভদিন করিলেন শাস্ত্রের বিচারে॥
স্থাপিয়া মঙ্গলঘট পূজে সরস্বতী।
বাসুদেব নামে সে দৈবজ্ঞ মহামতি॥
হাতেতে দিলেন খাড় 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া।
পড়িতে বসিলা প্রভু আনন্দিত হঞা॥
সুন্দর পাণি পল্লবে খড়ি সে ধরিলা।
সিদ্ধিরস্তু লিখি সে দণ্ডবৎ করিলা॥
বিদ্যাগুরু চরণ সে বন্দিয়া সত্বর।
তবে দ্বিজগণের করিলা নমস্কার॥
পিতা মাতা চরণ সে করিয়া বন্দন।
তবেত বন্দিল রসিক সর্ব্ব গুরুজন॥
আনন্দিত চিত্তে সবে আশীর্ব্বাদ করে।
বৃহস্পতি সম যেন কৃষ্ণ তোমা করে॥
উত্তম সে পাঠশালা করিয়া রচন।
বাসুদেব পড়ায়েন অচ্যুত নন্দন॥
দেখিবা মাত্রেকে শিখে যতেক অক্ষর।
আনন্দে পড়ায় গুরু হঞা তৎপর॥
ফলা সব ডাকে প্রভু মধুর বচনে।
শুনিতে অমিয় যেন সিঞ্চয়ে শ্রবণে॥
সে বচন মাধুরী শুনিতে সাধ লাগে।
কহিতে মধুর মুখে আধ আধ লাগে॥
সে বচন সুধা শুনি পাষাণ মিলায়।
হেনমতে শিশু সঙ্গে পড়য়ে লীলায়॥
সব ফলা পড়িলেন অলপ দিবসে।
বানাইতে লাগিলেন মনের হরষে॥
কত দিনে অক্ষর করিয়া পরিচয়।
ব্যাকরণ পড়িতে মনে করিলা নিশ্চয়॥
পিতাস্থানে কহিলেন বিদ্যার কারণ।
অধ্যাপক আনিলেন মীমাংসা মণ্ডন॥
শুভদিন করি পুঁথি লইলেন করে।
মীমাংসা মণ্ডন পড়ায়েন রসিক শেখরে॥

একবার শুনে মাত্র গুরু মুখ হৈতে।
ধাতু সূত্র বাখানয় রসিক ত্বরিতে ॥
দেখিয়া পুত্রের ব্যাখ্যা লাগে চমৎকার।
ভট্টাচার্য্য বলে নর নহে এ কুমার ॥
দুই এক বৎসর পড়িলে যাহা জানি।
সেই সব ব্যাখ্যান এ মুখ হৈতে শুনি ॥
সত্য কৃষ্ণ পারিষদ এই মহাজন।
শৈব শাক্ত পাষণ্ড এ করিবে দলন ॥
কতদিন তাঁর স্থানে করিলা পঠন।
তবে পড়াইল বৈদ্য বলভদ্রসেন ॥
কতদিন পড়িলেন বলভদ্র স্থানে।
ব্যাকরণ শাস্ত্রে তিঁহ বড়ই প্রবীণে ॥
অনুকূল চক্রবর্ত্তী স্থানে কত দিনে।
শেষে কিছু পড়িলেন কবিচন্দ্র স্থানে ॥
কত দিন শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী।
পড়িলেন তাঁর স্থানে করিয়া আরতি ॥
একা পঞ্চ অধ্যাপক মহাজন স্থানে।
শ্রীরসিক পড়েন করিয়া আরাধনে ॥
ধাতু সূত্র ব্যাখ্যানয়ে একবার শুনি।
কাব্য নাটক ব্যাকরণ টীকা টিপ্পনি ॥
আপনি বাখানে পুত্র আপনি খণ্ডনে।
হেন যোগ্য নহে কেহ করয়ে স্থাপনে ॥
শত শত শিষ্য পড়ে সে সবার স্থানে।
রসিক খণ্ডিলে কেহ না করে স্থাপনে ॥
সরস্বতী পতি কৃষ্ণ কৃপার কারণে।
পুনরপি রসিক সে করেন স্থাপনে ॥
যথা অনুক্রমে ব্যাখ্যা নাহি কোন দোষ।
শুনিয়া সে অধ্যাপক পরম সন্তোষ ॥
শিষ্যগণ সূত্রব্যাখ্যা শুনিয়া বিস্মিতে।
শিশুর এ বুদ্ধি শাস্ত্রে হইলা কিমতে ॥
এত কাল পড়িলাম করি' প্রাণপণ।
শিশুর খণ্ডনে কেহ নারিল স্থাপন ॥
পুনরপি সেই সে স্থাপিল ধাতু সূত্র।
শিশু নহে এ পুরুষ সর্ব্বগুণযুত ॥ ৩৬ ॥
হেনরূপে সবাকারে লাগে চমৎকার।
অধ্যাপক-স্থানে পড়ে অচ্যুত-কুমার ॥
মল্লভূমি-দেশেতে অচ্যুত অধিকারী।
রাজকার্য্যে দেশে দেশে ভ্রমে ফিরি ফিরি ॥
প্রাণ হৈতে অধিক পুত্রে সঙ্গে করিয়া।
যথা যায় রসিকে তথা যায় লইয়া ॥
স্থানে স্থানে আবাস করিয়া নিরূপণ।
কত কত দিন তথা করয়ে বিশ্রাম ॥
যেই স্থানে যেই অধ্যাপকের নিবাস ॥
সেই স্থানে তাঁর ঠাঁই বিদ্যার বিলাস ॥
তেকারণে পঞ্চ অধ্যাপক স্থানে স্থানে।
অহর্নিশি পড়েন সে করিয়া যতনে ॥
বিদ্যাবিনোদে প্রভু না জানে রাত্রি দিন।
ষড়শাস্ত্রবেত্তা হৈল বুদ্ধিতে প্রবীণ ॥
নিরবধি কৃষ্ণ প্রেমে মুগধ অন্তর।
জীব উদ্ধারণ অর্থে পড়ে তৎপর ॥
বাদে সে বিবাদী তর্ক সংখ্য সাংখ্যায়ন।
মীমাংসা পাতঞ্জলাদি যত অধ্যয়ন।
সে সবার গর্ব্ব চূর্ণ করিবার তরে।
সর্ব্বশাস্ত্র বেদতত্ত্ব পড়িলা সত্বরে ॥
বৃহস্পতি সমান হৈলা সুপাণ্ডিত ॥
যাঁহার পরশে পৃথ্বী হৈলা আনন্দিত ॥

হেনমতে সর্ব্ব শাস্ত্রে করিয়া অভ্যাস।
ভাগবত পড়িবারে হৈলা অভিলাষ॥
অধ্যাপক জগন্নাথ মিশ্র ভাগ্যবান্।
গীত-ছন্দে বান্ধিলেন ভাগবতপুরাণ॥
শুভক্ষণ করিয়া করিল অধ্যয়ন।
সাদর করিয়া পড়ে অচ্যুত-নন্দন॥
প্রথম স্কন্ধ হইতে পড়েন দিনে দিনে।
একবার গুরুমুখে শুনিয়া বাখানে॥
টীকা টিপ্পনি বাখানে স্বামীর সম্মত।
নানারূপে বাখানয়ে কে জানিবে তত্ত্ব॥
এক শ্লোক বাখানয়ে কত কত ভাস্তি।
ভাব স্বভাব শব্দার্থ ব্যাসের সম্মতি॥
বেদান্ত-সিদ্ধান্তে প্রেম সংযুক্ত করিঞা।
ভক্তি বাখানয় শুক মূর্ত্তিমন্ত হৈঞা॥
প্রেমে গদগদ হৈঞা করয় বাখানে।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক অশ্রু বহে শ্রীনয়নে॥
সে বাখান শুনিলে শুকনা কাষ্ঠ দ্রবে।
ব্যাখ্যা করে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি অনুভবে॥
শুনি ভাগবত-ব্যাখ্যা গুরু চমৎকার।
আনন্দিতে আলিঙ্গন দেন বারে বার॥
মিশ্র বলে ধন্য পিতা ধন্য সে-জননী।
কিবা ব্যাস শুকদেব জন্মিলা আপনি॥
বালকের ব্যাখ্যাতে আমার জ্ঞান হৈলা।
রসিকেরে বুকে করি' কান্দিতে লাগিলা॥
অষ্ট-সাত্ত্বিক হৈলা মিশ্রের উদয়।
বলে কৃষ্ণপ্রিয়-ভক্ত এই মহাশয়॥
ইহার দর্শনে কৃষ্ণ পাইব নিশ্চয়।
ইহার পরশে প্রেম ভক্তির উদয়॥

ইহার দর্শনে সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয়॥
এ-বোল বলিয়া সবে করে জয় জয়॥
ইহার বচন শুনি' জুড়ায় শ্রবণ।
এ পুরুষ উদ্ধারিবে সকল ভুবন॥
আমরা পড়িলু এতকাল ভাগবত।
কভু না জানিলু কিছু ভাগবত-তত্ত্ব॥
এ বালক মুখে শুনি' পাইলু গিয়ান।
রসিক যে বাখানয় সেই সে প্রমাণ॥
ভাগবত-তত্ত্বার্থ জানাইতে সংসারে।
অচ্যুত-নন্দন জন্ম কৃষ্ণের কিঙ্করে॥
এত বলি' জগন্নাথ মিশ্র মহাশয়।
মনের আনন্দে আশীর্ব্বাদ সে করয়॥
কতদিন তার স্থানে করি' অধ্যয়ন।
তবে পড়িলেন প্রভু হরিহুবে স্থান॥
ভাগ্যবান হরিহুবে কৃষ্ণের কিঙ্কর।
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি ব্যাখ্যা করে নিরন্তর॥
শুনিয়া উল্লাস প্রভু সদয় বচনে।
পরস্পর প্রেমভক্তি সতত বাখানে॥
বহু সুখ পাইলেন হরিহুবে স্থানে।
নিরবধি তাঁর সঙ্গে পুঁথি অন্বেষণে॥
শ্রীরসিকের ব্যাখ্যা শুনিঞা হরিহুবে।
আনন্দে পুলক অশ্রু কৃষ্ণ-প্রেমভাবে॥
আত্মা হৈতে অধিক দেখেন রসিকেরে।
নিরবধি দোঁহে বৈসে শাস্ত্রের বিচারে॥
ভোজন শয়ন নিদ্রা দোঁহে নাহি জানে।
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি বাখানয় অনুক্ষণে॥
মহাধীর সুপণ্ডিত হরিদাস দুবে।
বালকের মুখে শুনি' কৃষ্ণ অনুভবে॥

আনন্দে রসিকে কোলে করে আলিঙ্গন।
নিছানি মুখের যাউ অচ্যুতনন্দন॥
ধন্য ধন্য অবনী সে ধন্য সে জননী।
কিবা বৃহস্পতি আসি, জন্মিলা আপনি॥
কিবা ব্যাস শুক নারদাদি দেবগণ।
কিবা অজ ভব পুরন্দর নারায়ণ॥
বালকের হেন বুদ্ধি কখন না দেখি।
বিদ্যার গরিমা বৃহস্পতি শুক সাক্ষী॥
বেদান্ত সিদ্ধান্ত শব্দার্থ ষড় শাস্ত্র জ্ঞাতা।
অষ্টাদশ পুরাণ শ্রীভাগবত গীতা॥
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি রসামৃত মহোদধি।
মূর্ত্তীমন্ত বাখানয় যে আছে প্রসিদ্ধি॥
এক শ্লোকে নানা অর্থ কহে নানা জন।
সবাকার ব্যাখ্যা শিশু করিল খণ্ডন॥
রসিক যে ব্যাখ্যা করে সেই পরমাণ॥
ইথে ব্যাস শুক নারদাদি পরমাণ॥
আমা সবা ভাগ্য হৈতে বালক উৎপত্তি।
সর্ব্ব জীব উদ্ধারিবে এই মহামতি॥
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তুবে জানে।
আশীর্ব্বাদ করি' যশ কহে সবাস্থানে॥
যেন রূপে কৃষ্ণপ্রেমে বিদ্যার বিলাস।
সতত তুবের সঙ্গে করিলা নিবাস॥
এই বিদ্যার বিলাস শুনে যেই জন।
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি হয় বন্ধন-মোচন॥
রসিকমঙ্গল শুন সব কার্ষ্ণজন।
অবিলম্বে পাবে রসিকের শ্রীচরণ॥
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিলা রসময়ের নন্দন॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল পূর্ব বিভাগে বিদ্যা বিলাস বর্ণন নাম নবম লহরী সম্পূর্ণ।

— ০ —

দশম লহরী

রাগ—নারাণী গৌড়া

ধোয়া। মোর কৃষ্ণ গুণনিধি।
অনাথ শরণ বড় দয়ার অবধি॥
জয় জয় দুরিকানন্দন শ্যামানন্দ।
জয় ভবানীনন্দন রসিকেন্দ্র চন্দ্র॥
হেনমতে তুবে সঙ্গে ভাগবত রসে।
দশম পড়েন স্নেহে করিয়া বিশেষে॥
একদিন দশম পড়েন হরিতুবে।
ব্রজবধূ বিরহিনী কৃষ্ণ অনুরাগে॥
মথুরা গেলেন কৃষ্ণ ব্রজে না আইলা।
শুনিয়া মূর্চ্ছিত রসিক ভূমেতে পড়িলা॥
ব্রজে না আইল কৃষ্ণ শুনিয়া শ্রবণে।
কেমনে সে গোপীগণ ধরিলা জীবনে॥
প্রাণনাথ কৃষ্ণে ছাড়ি কেমনে বাঁচিলা।
পুনঃ পুনঃ ইহা বলি কাঁদিতে লাগিলা॥
উধসি উধসি কান্দে ভূমে গড়ি যায়।
অষ্ট সাত্বিক তাঁহার হইলা উদয়॥
শ্রীচন্দ্রবদনে বহে শত শতধার।
নয়নের জলধারা বহে অনিবার।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক কণ্ঠ গদগদ ভাসে॥
কৃষ্ণ প্রাণপতি মোর গেলা কোন্ দেশে।
কৃষ্ণ অনুরাগে কাঁদে ব্যাকুল হইয়া।
আইলা সকল লোক রোদন শুনিয়া॥

সবে বলে কোন্ কার্য্যে কান্দে শিশুবর।
পিতা যার মল্লভূমে রাজ্যের ঈশ্বর॥
কোন্ দ্রব্য নাহি জুটে কি কার্য্য অসাধ্য?
কোন দুষ্ট বুঝি কিবা কৈল উপদ্রব॥
মনের ভাবনা কেহ নাহি জানে তার।
নানা মুখে নানা কথা কহে অনিবার॥
না করয়ে স্নান প্রভু না করে ভোজন।
না করেন পুঁথি চিন্তা কান্দে অনুক্ষণ॥
ঘরেতে না রহে প্রভু সদাই সম্মত্ত।
হাহাকার করে সবে নাহি জানে তত্ত্ব॥
অহর্নিশি ভ্রমি ভ্রমি বুলে বনে বনে।
এলাকা কান্দিয়া বুলে গহন কাননে॥
বনে ব্যাঘ্র ভল্লুকের ভয় নাহি করে।
কৃষ্ণ প্রেমে বাহ্যজ্ঞান নাহি সদা ফিরে॥
মহাঘোর বনে গিয়া মুখ মাড়ি পড়ে।
লোটায়ে লোটায়ে কান্দে ঘনশ্বাস ছাড়ে॥
ওহে প্রাণনাথ কেন নিদরুণ হৈলা।
কি দোষে অভাগ্য গোপী ছাড়ি কোথা গেলা
তোমা লাগি তেয়াগিল পতি সুত ঘর।
হেন প্রিয়া ছাড়ি কোথা গেলা যদুবর॥
কুলশীল লাজ ভয় কিছু না জানয়।
ছায়া সম তোমা সঙ্গে সতত ফিরয়॥
ভোখে অন্ন শোসে পানি না খাইলা গোপী
এ সবারে ছাড়ি গেলা করিয়া নির্ম্মাখী॥
অহনিশি তোমা দেখে শয়নে স্বপনে।
কেমনে বাঁচিলা গোপবালক গোধনে॥
কেমনে বাঁচিলা নন্দ যশোদা দুঃখিনী।
তোমা বিহনে কেমনে ধরিলা পরাণী॥

যমুনা পুলিন তোমা স্মরিয়া কান্দে।
তরুলতা মৃগ পক্ষী বুক নাহি বান্দে॥
কেমনে নিঠুর হৈলা এ সবারে ছাড়ি।
স্মরি স্মরি সুমরী কান্দে ভুমে গড়াগড়ি॥
হেনমতে সপ্তদিন আবেশ হইলো।
অন্ন পানি তেয়াগিল অচ্যুতের বালা॥
বনে বনে ভ্রমিলা না জানে দিন রাতি॥
হেথা পুরজন খুঁজে বুলে চারি ভীতি॥
রাজদ্বার হৈতে অচ্যুত আইলা ঘরে।
শুনিলেন পুত্র গেছে অরণ্য ভিতরে॥
কোথা বাপু গেলা বলি পড়িলা ভূমিতে।
সর্ব্বলোক তুলিবারে ধাইলা ত্বরিতে॥
উঠিয়া রোদন করে ডাকিয়া ডাকিয়া।
কোন্ বনে পুত্র গেল খোঁজরে আসিয়া॥
শত শত লোক গেল অচ্যুত আজ্ঞায়।
ব্যাকুল হইয়া সবে খুঁজিবারে ধায়॥
অচ্যুত সঙ্গেতে গেলা কান্দিতে কান্দিতে।
বনে বনে সব খোঁজে উৎকণ্ঠিত চিতে॥
দেখিলেন রসিক ভূমিতে গড়ি বুলে।
অঙ্গের ছটায় বন করিছে উজলে॥
কন্দর্প জিনিয়া রূপ অতি মনোহর।
শ্রীচন্দ্রবন্দন অতি দেখিতে সুন্দর॥
চাঁচর চিকুর কেশ লোটায় ধরণী।
পুত্র দেখি অচ্যুতের বিদরে পরাণী॥
হা হা পুত্র বলিয়া তুলিয়া নৈল কোলে।
আঁখি নাহি মেলে প্রভু বহে অশ্রুজলে॥
আনন্দিত হয়ে সবে আইলেন ঘরে।
রসিক সুন্দরে করি বুকের উপরে॥

ঘরে সবে দেখিলেন পুত্রের বদন।
শ্রীচন্দ্রবনে ধারা মুদিত নয়ন॥
যত পরকার করে না রহে ক্রন্দন।
দেখিয়া বিস্মিত হৈলা যত পুরজন॥
কেহ বলে দুষ্ট লোক দর্শন কারণে।
কেহ বলে বায়ু প্রবল কৈলা নন্দনে॥
হেনমতে নানা উপচার নানা জনে।
যেই যাহা বলে তাহা করে ঘনে ঘনে॥
কোন পরকারে শিশু নাহি কহে কথা।
না চাহেন না খায়েন হেঁট করি মাথা॥
অনুক্ষণ কাঁদে প্রভু ব্যাকুল হইয়া।
অচ্যুত না ধরে প্রাণ সে সব দেখিয়া॥
বিনয় করিয়া কহে হরি দুবে স্থানে।
অন্ন তেয়াগিল পুত্র জিঞিবে কেমনে॥
দুবে বলে কিছু চিন্তা না করহ মনে।
কৃষ্ণভাবে মত্ত হঞা কিছুই না জানে॥
বড় মহাজন এই তোমার নন্দন।
এই শিশু উদ্ধারিবে সকল ভুবন॥
তবে হরিদুবে কহে রসিকের স্থানে।
শাস্ত্রসম্মত কহেন করিয়া যতনে॥
সকল শাস্ত্রের বাক্য করিয়া একত্র।
গ্রন্থ বাঁধিলেন রূপ ভাগবতামৃত॥
ত্রিমাসি বিরহ তাতে করিল নিশ্চয়।
পুনঃ ব্রজে আইলেন কৃষ্ণ মহাশয়॥
ব্রজ না ছাড়েন কৃষ্ণ কোনই সময়।
শাস্ত্রের তত্ত্বার্থ এই কেহ না জানয়॥
যাঁরে কৃষ্ণ কৃপা করে প্রেমভক্তি দান।
এই ব্যাখ্যা সেই করে শাস্ত্রের প্রমাণ॥

বেদগোপ্য অর্থ এই জানে কাঞ্চজন।
অনন্যশরণ হলে জানে এ মরম॥
শুনি দুবের মুখে কৃষ্ণ ব্রজে আইলা।
সর্ব্বশাস্ত্র তত্ত্বার্থ সে রসিকে কহিলা॥
দুবের বচন শুনি আনন্দিত হঞা।
উঠিলেন প্রাণনাথ 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া॥
নির্জ্জনে এ সব কথা কহিলেন দুবে।
সে কথা শুনিয়া গেল মনের উদ্বেগে॥
আনন্দে বিনয় করি অচ্যুত কহয়।
পুত্রে ভাল করিলেন দুবে মহাশয়॥
তোমার এ সব ঋণ শোধিতে না পারি।
আজ তুমি দান কৈলা আমারে মুরারি॥
আনন্দে অচ্যুত করে দুবের বন্দন।
স্নান পূজা করাইয়া মিষ্টান্ন ভোজন॥
বহু বস্ত্র ধন দিয়া কহিল বিনয়।
তিলে রসিকেরে না ছাড়িবে মহাশয়॥
তোমার বালক দিয়া হইনু নিশ্চিন্ত।
পালন করিবে শিশু নাহি মোর ভীত॥
প্রণাম করিয়া তাঁরে পুত্র লয়া কোলে।
স্নান ভোজনাদি তাঁরা করি কুতূহলে॥
চাঁদমুখ দেখিয়া অচ্যুত ভাগ্যবান্।
নিশিদিন বুলে রসিকে করি ধন প্রাণ॥
হেনরূপে নানা রঙ্গে বঞ্চে নিজ বাসে।
বড় সুপণ্ডিত হৈলা দিবসে দিবসে॥
সর্ব্বগুণে গুণযুত হৈলা শিশুবর।
সম্মুখে না পারে কেহ করিতে উত্তর॥
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ রসিকেন্দ্র চন্দ্র।
সিদ্ধান্ত করিতে নারে পণ্ডিতের বৃন্দ॥

শুনিতে যে সব কথা লোক ইচ্ছা করে।
সে অমৃত বাণী শুনি আপনা পাশরে ॥
একলা করেন সব শাস্ত্রের বিচার।
স্তব্ধ হঞা শতে শতে শুনে অনিবার ॥
সর্ব্ব সুপণ্ডিত শুনে রসিক বাখানে ॥
হেন শক্তি নহে কারো করিতে খণ্ডনে।
সে মধুর সুখের মধুর ব্যাখ্যা শুনি।
আনন্দে ভাসয়ে তবে সকল পরাণি ॥
হেনমতে দিবা নিশি বিদ্যার বিলাস।
করেন রসিকচন্দ্র আপনা নিবাস ॥
অত্যন্ত বৈরাগ্য মন না রহেন ঘরে।
বনে বনে নিগমে ফিরেন নিরন্তরে ॥
কৃষ্ণ প্রেমে নিরবধি অঙ্গ জর জর।
বাল্যকাল হৈতে গীত করে নিরন্তর ॥
শোলোক বান্ধেন বাল্যে করিঞা সাদর।
দোষিতে না পারে কেহ জগত ভিতর ॥
কোনদিন একেশ্বর বসিয়া নিগমে
নিরবধি রোদন করয়ে কৃষ্ণপ্রেমে ॥
এইমতে বাল্যে তাঁর ভাবের উদয়।
দিনে দিনে বাড়ে কৃষ্ণপ্রেম রসময় ॥
বাল্য পৌগণ্ডে প্রভুর এই আচরণ।
নিরবধি কৃষ্ণাবেশে করেন ক্রন্দন ॥
কখন পড়েন পুঁথি বসিয়া নিগমে।
কখন করেন পূজা করিয়া ধিয়ানে ॥
কখন করেন গীত নানা ভাষামতে।
কখন করেন শ্লোক নানা কাব্য অর্থে ॥
কখন সবার সঙ্গে শাস্ত্রের বিচার।
হেনমতে বাল্য পৌগণ্ডে গেল কতকাল ॥

কিশোর যৌবন প্রৌঢ় জরা আদি করি।
স্বভাব বর্ণিব কিছু রসিক মুরারী ॥
কিশোর প্রবেশে রূপ অতি মনোহর।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ দেখিতে সুন্দর ॥
নিরবধি বৈরাগ্যের উন্মত্ত কলেবর।
কৃষ্ণ অনুরাগে বনে ভ্রমে নিরন্তর ॥
গৃহ ব্যবহারকার্য্য কিছুই না ভায়।
অচ্যুত জানিল চিতে বৈরাগ্য উদয় ॥
বিবাহের কারণ চিন্তিয়া মনে মনে।
যথাযোগ্য বন্ধু খুঁজে করিয়া যতনে ॥
হেনকালে হিজলী মণ্ডল অধিকারী।
সদাশিব ভ্রাতা বলভদ্র নামধারী ॥
বিভীষণ মহাপাত্র খুল্লতাত তার।
রাজ পরিচ্ছদে তথা থাকে সর্ব্বকাল ॥
রাজ্য অধিপতি আর বহু ধনবান্ ॥
হিজলী মণ্ডলে নাহি হেন ভাগ্যবান্ ॥
পাণিদ্রব্য নানা রত্ন হীরা মতি পলা।
সুবর্ণ জিনিয়া বস্ত্র টাকা অসংখ্যালা ॥
গণন না হয় গরু ধান্য অপ্রমিত।
সম্পত্তি দেখিয়া মহারাজা চমকিত ॥
হেনমতে বৈসে তথা বলভদ্রদাস।
হিজলী মণ্ডলে শোভে করিয়া নিবাস ॥
কন্যা এক আছে তার বড় ভাগ্যবতী।
লক্ষ্মীর প্রেয়সী তিঁহ অতি রূপবতী ॥
সর্ব্ব সুলক্ষণযুত পরম সুন্দরী।
রূপে গুণে ভুবনে নাহিক পটান্তরী ॥
মুখপদ্ম শোভা কিছু কহন না যায়।
সে রূপ দেখিলে মনসিজ মোহ পায় ॥

প্রতি অঙ্গে অঙ্গ শোভা অতি মনোহর।
গজেন্দ্রমন্থর গতি অত্যন্ত সুন্দর ॥
ভূষণ সকল অঙ্গে দিব্য অলঙ্কার।
পাটনেত বিনে কিছু না পরয়ে আর ॥
অতি সুকোমল অঙ্গ মৃদু মৃদু বাণী।
উপমা দিবারে নাহি অনঙ্গ নিছানি ॥
নাম তার ইচ্ছাদেবী ঠাকুরাণী খ্যাতা।
রসিক সমান কন্যা নির্ম্মিত বিধাতা ॥
সর্ব্বগুণে গুণবতী বলভদ্র সুতা।
বাল্য হৈতে কৃষ্ণ সেবে এই পতিব্রতা ॥
সমান বয়সী কন্যাগণ করি সঙ্গে।
কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপি পূজা করে নানা রঙ্গে ॥
পূজা শেষে বর মাগে করিয়া প্রণাম।
হেন পতি দিবা মোরে কৃষ্ণের সমান ॥
জন্মে জন্মে মুই তার দাসী সর্ব্বকাল।
এই নিবেদন প্রভু চরণে তোমার ॥
হেনরূপে বলভদ্র নন্দিনী বিদিত।
তার বিভা বিবরণ শুন দিয়া চিত ॥
সে দেশের রাজার আজ্ঞায় বলভদ্র।
কড়কড়ি লঞা যায় আর নানা দ্রব্য ॥
মেদিনীপুরেতে পাতসাহ সুবা স্থানে।
কড়াকড়ি দ্রব্য লঞা করিল দর্শনে ॥
বাকী লক্ষ টাকা আছে হিজলী মণ্ডলে।
দর্শন মাত্রেতে বন্দী করিলা তাহারে ॥
বলভদ্রে দূত বেগে আরত হইঞা।
অচ্যুতের স্থানে সব কহে বিবরিয়া ॥
কিছু কড়ি দিয়া সুবা করিল দর্শনে।
দরশনে বন্দী কৈলা বাকীর কারণে ॥
শুনিয়া এ সব কথা অচ্যুত ত্বরিতে।
মিলিলেন সুবা স্থানে হইঞা বিস্মিতে ॥
অচ্যুতের বচন ভাঙ্গিতে নারে সুবা।
কোটী কোটী দোষ ক্ষমে হইলে সে উভা ॥
কহিলেন সুবা স্থানে বলভদ্র কথা।
আমি এই তঙ্কা দিব ছাড়িহ সর্ব্বথা ॥
শুনিয়া অচ্যুত বোল ছাড়িল তখনে।
বলভদ্রে লঞা গৃহে করিল গমনে ॥
হাতাহাতি দোঁহে যায় নানা কথা রসে।
উত্তরিয়া গিয়া তবে অচ্যুত আবাসে ॥
বহু পরকারে তারে করিয়া সম্মান।
মিষ্টান্ন ভোজন দিব্য বস্ত্র পরিধান ॥
কর্পূর তাম্বুল খায় বসিয়া আসনে।
হেন বেলা সেই স্থানে রসিক গমনে ॥
চাঁচর চিকুর কেশ বাঁধিয়া সুছাঁদে।
সুদীর্ঘ কপোল মুখ জিনি পূর্ণ চাঁদে ॥
সুসঞ্চ নাসিকা শোভে সে দুই নয়নে।
ঝলমল করে মতি শোভে দুই কর্ণে ॥
বিদ্যুল্লতা জিনিঞা দাড়িম্ব দন্তপাঁতি।
শ্রীবদনে মন্দ মন্দ হাস্য কত ভাতি ॥
কোকিল জিনিয়া বাণী সুরঙ্গ অধরে।
অমৃত সিঞ্চিত সেই আধ আধ বোলে ॥
দোষার সোনার কণ্ঠি কণ্ঠের উপরে।
পহলা মুকুতা মালা বক্ষেতে হিল্লোলে ॥
আজানুলম্বিত ভুজে কঙ্কন শোভিত।
সুন্দর উদর নাভি গভীর সুদীপ্ত ॥
সিংহ জিনি কটিতে শোভিত ঝিনবাস।
মরকত স্তম্ভ দুই উরুর প্রকাশ ॥

সুকোমল চরণ সে দেখিতে সুন্দর।
ঝলমল করে নখ পংক্তি মনোহর॥
অলকা জিনিয়া রাঙ্গা দুই চরণ কমল।
পুঁথি হাতে করি যায় যেন নটবর॥
দোসরা করিয়া বস্ত্র কাঁধের উপরে।
গজেন্দ্র মন্থরগতি বলনি সুন্দর॥
কৃষ্ণ অনুরাগে মত্ত অচ্যুত নন্দন।
বলভদ্র স্থানে গিয়া কৈল উপসন॥
দেখিয়া রসিক রূপ লাগে চমৎকার।
নিরখিয়া বলভদ্র পাড়লা পাথার॥
মূর্চ্ছিত হইঞা পড়ে ভূমের উপরে।
তুলিয়া সিঞ্চিল জল তার অনুচরে॥
জ্ঞান পাইয়া বলভদ্র কহে সবাস্থানে।
এ শিশু মনুষ্য নহে সম নারায়ণে॥
ভুবনেতে হেনরূপ কোথাও না দেখি।
বড়ই পুরুষ এই নারায়ণ সাক্ষী॥
কাহার নন্দন এই পুরুষ রতন।
সবে বলে অচ্যুতের এই সে নন্দন॥
শুনিয়া অদ্ভুত বাণী বলভদ্রদাস।
অচ্যুতের স্থানে কিছু করিল প্রকাশ॥
শুন মহাশয় যবে কর অঙ্গীকার।
তোমার নন্দনে দিব দুহিতা আমার॥
বড় সুরূপিণী কন্যা ইচ্ছাদেই নাম।
রূপে গুণে ভুবনেতে নাহিক উপাম॥
সে কন্যার পতিযোগ্য তোমার নন্দন।
তার যোগ্য কন্যা এই বিধির ঘটন॥
তোমার নন্দন দেখি হরিল চেতন।
নারায়ণ সম এই পুরুষ রতন॥

কন্যা দিয়া আমি তুয়া পশিনু শরণ।
জগতের প্রাণধন তোমার নন্দন॥
বলভদ্র বাক্য সব শুনিয়া অচ্যুত।
ভাল বলি আনন্দ সে পাইলা বহুত॥
নৃপ স্থানে বিদাই করিয়া ততক্ষণে।
গৃহে আসি অচ্যুত করিল সনমানে॥
রসিকের বিবাহ কাহব বিবরণ।
স্বভাব বর্ণনা কিছু করিব রচন॥
রসিকমঙ্গল শুন সব কাঙ্ক্ষজন।
রসিকেন্দ্র প্রাণপতি সবার জীবন॥
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন॥
ইতি শ্রীরসিক মঙ্গল পূর্ব্ব-বিভাগে কৈশোর
লীলা বর্ণন নাম দশম লহরী সম্পূর্ণ।

একাদশ লহরী

রাগ- বরাড়ী পাঞ্চালী ছন্দ।

জয় জয় কৃষ্ণগুণ, সর্ব্বগুণে পরিপূর্ণ
জয় জয় অচ্যুত নন্দন।
অখিলের প্রাণধন, উদ্ধারিলে সর্ব্বজন
যশ কিছু করিব রচন॥
বলভদ্র বাক্য শুনি, অচ্যুত মনেতে গণি
কহিলেন সবাকার স্থানে।
বলভদ্র মহাশয়, কহিলেন সুনিশ্চয়
রসিকের বিবাহ কারণে॥
তাহার এক দুহিতা, রূপে গুনে জগন্মাতা
বাক্যদত্ত কৈল আমা স্থানে।
রসিকের দেখি রূপ, বহুত পাইলা সুখ
অবশ্য করিব কন্যাদানে॥

শুন সব বন্ধুগণ, বিভা কার্য্যে দেহ মন
কর সব দ্রব্য ব্যবহার।
হিজলীর অধিপতি, বলভদ্র মহাপতি
লক্ষ লক্ষ ধন আছে যাঁর ॥
হেনই জনের সঙ্গে, বিধাতার সে সংযোগে
আচম্বিতে হল বন্ধুপণ।
দ্রব্য কর ভালমতে, মহত্তাদি রহে যাতে
সবে মিলে করহ যতন ॥
অচ্যুতের আজ্ঞা পাঞা, সবে যথাস্থানে গিঞা
সব দ্রব্য করিলা ত্বরিতে।
রসিক যাঁর নন্দন, তাঁর দ্রব্য চিত্র কোন
বস্ত্র আভারণ নানা মতে ॥
কত দ্রব্য উপহার, করিয়া সব সম্ভার
বিবিধ প্রকার নানা ভাতি।
ঘর দ্বার পরিষ্কার, করে সব পরিবার
উজল হইল চারি ভীতি ॥
তবে কহে বলভদ্র, শুন শুন বন্ধুসব
সবারে কহি এ বিবরণ।
ইচ্ছাদেই অনুক্রম, বড় অচ্যুত নন্দন
বিধাতা করিল সে ঘটন ॥
বড়ই সুন্দর বর, ত্রিভুবনে মনোহর
কিবা অঙ্গ ভব নারায়ণ।
কিবা ইন্দ্র দেবগণ, নারখাদি যোগীগণ
দেখি শিশু সম নারায়ণ ॥
সর্ব্বগুণে গুণধর, দিতে নাহি পটান্তর
অসীম সে লাবণ্য মহিমা।
শ্রীমুখের বাণী শুনি, বৃহস্পতি হয় তুনি
অখিল ভুবনে অনুপমা ॥

আমার বংশের ভাগ্যে, কিম্বা তপস্যা সংযোগে
হেন বর করিল ঘটন।
ধন্য ধন্য ইচ্ছাদেই; লক্ষ্মীঅংশে জন্ম হই
যাঁর পতি নারায়ণ সম ॥
ডাকাইয়া বন্ধুগণ, কহে সত্য বিবরণ
ইচ্ছাদেই অচ্যুতের সুতে।
হেনকালে মহাভাগ বলভদ্র প্রাণত্যাগ
সে সময় হৈলা আচম্বিতে ॥
হেনকালে কতদিনে, সদাশিব সে বচনে
সে বাক্য করিয়া প্রমাণ।
দ্বিজ দোইবস্তু আনি, সব শুভক্ষণ গণি
রসিকরে দিব কন্যাদান ॥
সদাশিব সবাস্থানে, কহি সব বিবরণে
আজ্ঞা কৈল কর দ্রব্য ভার।
দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি, গুড় গুয়া তণ্ডুলাদি
বস্ত্র আন নানা পরকার ॥
মিষ্টান্ন ঘৃত সম্ভার, কর বহু পরকার
পিঠা লাড়ু কলা নানা ভাঁতি।
রাজভোগ উপহার, কৈলা নানা পরকার
যথাক্রমে আপনা শকতি ॥
উজল ঘর আঙ্গিনা দিল ঝুঁটি আলিপনা
মণ্ডলী করিল নানারূপে।
নানারূপে চিত্র কাঁথে, লিখিল যুবতী যুথে
মণ্ডিল পাটনেত চন্দ্রাতপে ॥
সদাশিব মহাশয়, কহে অতি সবিনয়
শুভলগ্ন করিয়া গণন।
দুই চারি আত্মগণ, দ্বিজ দুই চারি জন
বর আন বলেন সঘন ॥

অচ্যুতনন্দন বর, 	আনহ গিয়া সত্বর
শুভ লগ্ন করিয়া নিশ্চয়।
ত্বরিতে যাইবে তথা, রসিকে আনিবে হেথা
প্রবেশয়ে যেন সে সময় ॥
অচ্যুতের স্থানে সবে, কহিবে বিনয় ভাবে
পাঠাইতে তাঁহার নন্দন।
কন্যা দিয়া তোমা সুতে, শরণ লইতে চিতে
কহিবে সকল বিবরণ ॥
সদাশিব আজ্ঞা পাঞা, সবাই তথায় গিয়া
অচ্যুতে কহিল বিবরণ।
শুনিয়া এ সব কথা, 	বন্ধুবর্গ যথা যথা
সবাকারে করিল যতন ॥
গুড় গুয়া সবাকারে, দিল প্রতি ঘরে ঘরে
যথাবিধি আছয়ে প্রমাণ।
সবাকারে নিমন্ত্রণ 	করিল সে জনে জন
রসিকের বিবাহ কারণ ॥
শুনি সব বন্ধুগণ 	ত্বরিতে করে গমন
রসিকের বিভা করাইতে।
শুনিয়া সবে আনন্দে, 	আইলেন সকুটুম্ব
ঘোড়া দোলা সাজি নানামতে ॥
শুন শুন কান্তজন, রসিক বিভা আয়োজন
যথাবিধি করিনু রচন।
শ্যামানন্দ শ্রীচরণ 	করিয়া মাথে ভূষন
গায়ে রসময়ের নন্দন ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল পূর্ব্ব-বিভাগে বিবাহ
উদ্যোগ বর্ণন নাম একাদশ লহরী সম্পূর্ণ

—×—

দ্বাদশ লহরী

রাগ—শুহী

ধোমা। গোপালের কি কহিব চাঁদমুখ শোভা।
দেখি যেন বরজ কামিনীগণ মনোলোভা ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ দুঃখীজন বন্ধু।
জয় জয় রসিকানন্দ করুণাসিন্ধু ॥
হেনকালে অচ্যুত আজ্ঞায় বন্ধুগণ।
রসিক লইয়া সবে করিল গমন ॥
শুভদিন শুভক্ষণ করিয়া গণন।
চলিলেন বিভা হৈতে অচ্যুত নন্দন ॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সবে লইলেন সঙ্গে।
দৈবজ্ঞ নাপিত রজকাদি যায় সঙ্গে ॥
অশ্ব দোলা চড়িয়া সকল বন্ধুগণ।
ইষ্ট মিত্র ভট্টাচার্য্য মহন্তাদিগণ ॥
শত শত ভার সঙ্গে নানা উপহার।
পকান্ন মিষ্টান্ন লাড়ু নানা পরকার ॥
নানা ভাঁতি বস্ত্র নানারূপ অলঙ্কার।
বাজনা দুন্দুভি সঙ্গে বহু পরকার ॥
ঢোল ঢাক পহড়া মৃদঙ্গ করতাল।
উপাঙ্গ মুরজ ডম্ফ সঙ্গীত রসাল ॥
টমক দোগিড়ী গিজীঘোষ বহুতর।
মাদোল মুরলী বাঁশী সাহানি সুন্দর ॥
মুচঙ্গ কর্ত্তাল বেণু বাদ্য নানারূপে।
বাজনার শব্দে পৃথ্বী থরহর কাম্পে ॥
বহু ভাঁতি সুকুপাল করিয়া সাজন।
বিভা হৈতে রসিকেন্দ্র করিল গমন ॥
রাজ পরিচ্ছেদে যায় সব সঙ্গীগণে।
বাজনা দুন্দুভি নাদ করি ঘনে ঘনে ॥

শুনি শত শত লোক যায় দেখিবারে।
চাঁদমুখ দেখি সবে আপনা পাসরে॥
মধুর বচন শুনি সবে মোহ পায়।
ছাড়িয়া যাইতে কারো মন নাহি যায়॥
সবে বলে এ পুরুষ ছিলা কোন্ গ্রামে।
সকল লক্ষণ দেখি নারায়ণ সমে॥
মনুষ্যের হেনরূপ কখন না দেখি।
দেখিলে মধুর রূপ না পিছলে আঁখি॥
হেনরূপে পথে সবে প্রশংসিয়ে যায়।
রসিকের রূপ দেখি সবে মোহ পায়॥
হিজলী নিকটে প্রবেশিল হেনকালে।
সদাশিব দূত গিয়া কহিল সত্বরে॥
শুনি সদাশিব আনাইয়া বন্ধুগণ।
বর আনিবারে পাঠাইলা সর্ব্বজন॥
কত দূরে সবে গিয়া দেখি রসিকরে।
রসিকের রূপ দেখি মুগধ অন্তরে॥
সবে বলে ইচ্ছাদেবী বড় ভাগ্যবান্।
রূপে গুণে বর যেন বিষ্ণুর সমান॥
প্রশংসিয়া বর লঞা আইলা সত্বরে।
প্রবেশ হইলা সবে হিজলী নগরে॥
শুনিয়া শ্রী রসিকের রূপের গরিমা।
দেখিবারে সবে ধায় নাহি তার সীমা॥
দেখিয় মধুর রূপ আপনা পাসরে।
বলভদ্রে সব লোক পরশংসা করে॥
ধন্য বলভদ্র ধন্য দুহিতা তোমার।
বহু তপস্যায় পাইলা অচ্যুত কুমার॥
রসিকেরে দেখি সবে আনন্দে পাথার।
ছাড়িয়া যাইতে কারো না লয়ে বিচার॥

হেনকালে সদাশিব আনন্দিত হঞা।
উত্তম মন্দিরে সবে বাসা দিল লঞা॥
যথাবিধি রূপে সব সামগ্রী করিয়া।
শত শত ভারী করি দিল পাঠাইয়া॥
দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনি শুভলগ্ন করি।
মণ্ডলী করিল ঘর যেন দেবপুরী॥
গৃহ আঙ্গনা মণ্ডপ করি সুশোভন।
পাটনেতে মণ্ডলেন বিবিধ বরণ॥
হীরালীলা পলা মতি ঝারা লম্বে তায়।
আর শত শত চামর হিল্লোল বায়॥
পতাকায় তোরণাদি শোভে চারিদিকে।
নানা চিত্রে ঘর মণ্ডলেন সব দিকে॥
সুবর্ণের কুম্ভ শোভে পিঁড়াব উপরে।
বৈকুণ্ঠ সমান স্থান দেখিতে সুন্দরে॥
মণ্ডপের মধ্যে ঘট করিয়া স্থাপন।
চতুর্দ্দিকে বসিলেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ॥
জ্ঞাতি শত শত বসিলেন চারিদিকে।
মহাজন বসিলেন তার লাগে লাগে॥
ভোট কম্বল রঙ্গ গালিচা মসিনা।
বিছানাতে বসিলেন বড় বড় জনা॥
দেউটী মশাল কিছু গণনা না যায়।
কোটি কোটি দীপ্ত চন্দ্রোদয় জ্বলে তায়॥
প্রদীপ দীপক হাউই নাহি হয় সংখ্যা।
কোটি কোটি চন্দ্রবাণ কোটি ভুমিচম্পা॥
কনকচাম্পাদি শোভে কত কত ভাঁতি।
হাট বাটে আঙ্গিনায় জ্বলে পাঁতি পাঁতি॥
মণ্ডপ বেড়িয়া জ্বলে নাহি সমুচ্চয়।
শ্বেত মোমের বৃক্ষ অতি তেজোময়॥

চারি পরহর জ্বলে সেই বৃক্ষখান।
যামিনী দিবস হৈল সেই সব স্থান॥
হেনরূপে মোমবৃক্ষ শত জ্বলে।
দিবস অধিক সেই করিল উজলে॥
দেখিতে পরম শোভা না যায় কথন।
মণ্ডপ গৃহে আঙ্গিনা পুষ্পেতে রচন॥
নানা সুগন্ধি পুষ্প গাঁথি কেরা কেরা।
চারিদিকে চাঁদমালা পুষ্প ঝারা ঝারা॥
পুষ্পেতে মণ্ডলী কৈলা মণ্ডপ আঙ্গিনা।
কোটি চাঁদ জিনিয়া সে হইল জোতসনা॥
অতি বিলক্ষণ শোভা কহন না যায়।
হেন বুঝি বৈকুণ্ঠ কি হৈলা উদয়॥
বিভা স্থান মণ্ডলী সে করিয়া সত্বরে।
স্থানে স্থানে যথাবিধি করে কুলাচারে॥
সে সব কৌতুক শতমুখে কহা নহে।
সংক্ষেপে করিল কিছু বিবাহ নির্ণয়ে॥
হেনকালে শুভক্ষনে লগণ করিয়া।
সব বন্ধুগণ সঙ্গে সদাশিব লৈয়া॥
অধিবাস আদি যত অছে বেদমতে।
যথোচিত ক্রিয়া সারি আইল ত্বরিতে॥
বিভার মণ্ডপ পাশে সদাশিব দাস।
সগোষ্ঠী করিনা সঙ্গে আনন্দ উল্লাস॥
বসিলেন যথাস্থানে সব বন্ধুগণ।
কর্পূর তম্বুল সবে করিল গ্রহণ॥
হেনকালে দোইবজ্ঞ জানায় সত্বরে।
অতি শুভ হয় লগ্ন বর আনিবারে॥
শুনি সদাশিব বড় আনন্দিত হঞা।
সবাকারে আজ্ঞা দিল বর আন গিয়া॥

শুনিয়া সকল গোষ্ঠী আনন্দ হইয়া।
বাজনা দুন্দুভি আদি সঙ্গেতে লইয়া॥
প্রবেশ হইলা সবে রসিকের স্থানে।
কহিলেন শুভ লগ্নে করহ গমনে॥
শুনিয়া ত্বরায় সাজে করি সঙ্গীগণ।
অঙ্গে অঙ্গে খুঁজিলেন নানা আভরণ॥
সুদীর্ঘ কপোলে দিল কুঙ্কুম চন্দন।
তার মাঝে ফাগু বিন্দু অতি সুশোভন॥
সুকুঞ্চিত কেশ বাঁধে নাগরী দলন।
সুবাসিত পুষ্পমালা তাহাতে ভূষন॥
তনসুক পাগবাঁধে করিয়া যতন।
মুকুট বাঁধিল তাতে সুবর্ণ ভূষণ॥
হীরা নীলা পলা মতি মুকুটের মাঝে।
মানিক্য দর্পণ জ্যোতি ঝলমল রাজে॥
সুবাসিত নানা পুষ্প সাজে থরে থরে।
মুকুট দেখিয়া মোহ পায় সর্ব্ব নরে॥
মনোহর মুকুট সে বান্ধিলেন শিরে।
শ্রীচন্দ্র বদন শোভা নাহি পটান্তরে॥
কোটি কোটি চাঁদ দিয়ে সে মুখ নিছানি।
রূপে গুণে বচনে মোহিল সব প্রাণী॥
মুকুটের মনিঝারা আন্দোলয় পাশে।
মনির কিরণে মুখ চন্দ্রিমা প্রকাশে॥
নয়নে কজ্জল রেখা দেখিতে সুন্দর।
খঞ্জন অধিক দুই নয়ন চঞ্চল॥
তিল ফুল জিনি নাসা দেখিতে সুন্দর।
দাড়িম্ব জিনিয়া দন্ত সুরঙ্গ অধর॥
তাহে তাম্বুলের রাগ অতি মনোহর।
মন্দ মন্দ হাস্যমুখ চাহনি সুন্দর॥

কামের কামান জিনি ভূরু নিরমাণ।
তাহে রোমাবলি শোভে অলি পরমাণ॥
দুই কর্ণে শোভে সোণা মুকুতা গাঁথনি।
তাহে নানা মণি শোভে উজ্জল দামিনী॥
গজস্কন্ধ কণ্ঠে শোভে সোণার দোসরী।
হৃদয়ে পদক শোভে অতি মনোহারী॥
নানা রত্ন মণি মুক্তা গাঁথি থরে থরে।
হৃদয়ে পদক বেড়ি শোভিত সুন্দরে॥
আজানুলম্বিত ভুজে কেয়ুর কঙ্কন।
মৃণাল সমান বাহু অতি সুশোভন॥
দুই বাহে বাজুবন্ধ ঝাপা নানা মণি।
ভুষণকে উজ্জল করিছে অঙ্গ খানি॥
গভীর সুভগ নাভি উদর বিরাজে।
রোমাবলী ত্রিবলী শোভিত তার মাঝে॥
ক্ষীণকটী মাঝাতে শোভিত ঝিনবাস।
বেড়াইল পাটের পাছড়ি পীতবাস॥
কোটিতে বান্ধিল আঁটি পাটের বসন।
সে নিতম্ব উরুযুগ মোগে ত্রিভুবন॥
সুকোমল চরণে শোভিত নখপংক্তি।
অলকার রেখা তার শোভে নানা ভাঁতি॥
সে রূপ দেখিলে জগজন মন মোহে।
অঙ্গ বেড়ি পাটবস্ত্র বাম কান্ধে শোভে॥
শ্যামল সুন্দর অঙ্গে কুঙ্কুম চন্দন।
অঙ্গের ছটায় দীপ্ত হৈল ত্রিভুবন॥
[illegible] উ পায় দেখি মনোহর।
বরবেশ হইলেন রসিকশেখর॥
হাতে করজাগ্য ধরি গজেন্দ্র গমনে।
বিভা হৈতে রসিকেন্দ্র করিল প্রয়াণে॥

বাসা হৈতে সুকুপালে বসিয়া সত্বরে।
রাজ পরিচ্ছদে সবে যায় ধীরে ধীরে॥
বাজনা দুন্দুভিনাদে ভূমি থর হর।
চন্দ্রোদয় মশালেতে যামিনী উজ্জ্বল॥
কোন খানে নানা বাদ্য নানা পরকার।
কোন খানে কবিত্ব পড়য়ে বার বার॥
কোন খানে বেদধ্বনি করে দ্বিজগণ।
কোন খানে ভারত পুরাণ রামায়ণ॥
কোনখানে সঙ্কীর্ত্তন হয় হরি ধ্বনি।
কোনখানে শিঙ্গা বিশানের নাদ শুনি॥
কোনখানে লগুড়ী ফিরায় গোপগণ।
কোনখানে নানাবাদ্যে নাচে নারীগণ॥
কোনখানে রাউত শরণ নানা মতে।
কোনখানে ধাবায়েন অশ্ব যুথে যুথে॥
কোনখানে সব লোক দেখে নানা রঙ্গে।
কোনখানে মল্লযুদ্ধ করে নানা ভঙ্গে॥
কোনখানে ঢালি সব করে মেলামেলি।
বয়েসিয়া সবে করে ভিড়ে পেলাপেলি॥
নানা রাজ্যের বাদ্যকার আজ্ঞাতে আইলা।
বাদাবাদি বাজনাতে পৃথ্বী উছলিলা॥
যত যত লোক বৈসে হিজলী নগরে।
রাজা প্রজা সবে আইলা বিভা দেখিবারে॥
হাটে বাটে আঙ্গিনায় গৃহের উপর।
সমুচ্চয় নাহি লোক বড়ই গহল॥
সরিষা ফেলিলে তলে পড়ে নাহি কভু।
সবে বলে হেন বিভা দেখি নাই কভু॥
নানারঙ্গে আইলেন মণ্ডপের তলে।
নানারূপে চন্দ্রোদয় করিছে উজ্জলে॥

মণ্ডপ বেড়িয়া বৈসে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
হোম যজ্ঞ করে সবে করিয়া যতন ॥
হেনকালে রসিকেন্দ্র সুকুপাল হৈতে।
সুরজ কঠাঁউ পায়ে নামিল ভূমিতে ॥
দাণ্ডাইয়া রসিকেন্দ্র মণ্ডপের তলে।
দ্বিজগণে বন্দন করিল কুতূহলে ॥
আশীর্ব্বাদ করিলা সকল দ্বিজগণ।
কৃষ্ণভক্তি দিয়া উদ্ধারিহ ত্রিভুবন ॥
রসিকের রূপ দেখি সবার আনন্দ।
কিবা রাজা কিবা প্রজা কিবা দ্বিজবৃন্দ ॥
কিবা বাল কিবা বৃদ্ধ স্ত্রীরি যুথ যুথ।
রসিকের রূপ দেখি সবে অদভুত ॥
সবে বলে এ পুরুষ ছিলা কোন খানে।
নারায়ণ সম দেখি সকল লক্ষণে ॥
....
এ মুখে নিছানি দেয় কোটি কোটি শশী ॥
কিবা এ ভুরুর ভঙ্গি নয়ন নাচনি।
কিবা সে মধুর হাসি অধর রঞ্জিনী ॥
আজানুলম্বিত ভুজ কিবা সে তুলনী।
অঙ্গের ছটায় মোহ পাইল ধরণী ॥
হেন নটবর রূপ কখন না দেখি।
সেই রূপ দেখিবারে ধায় শত আঁখি ॥
ধন্য ভাগ্যবতী বলভদ্রের নন্দিনী।
বহু তপস্যার ফলে পাইলা হেন স্বামী ॥
হেনমতে সব লোক দেখি রসিকেরে।
মধুমাছি প্রায় সবে বেড়ি শত পুরে ॥
শ্রীচন্দ্রবদন দেখি জুড়ায় নয়ন।
বৈকুণ্ঠ অধিক হৈল সেই সব স্থান ॥

দেখিয়া সকল লোক লাগে চমৎকার।
সবে বলে এ পুরুষ কোন অবতার ॥
মণ্ডপ বেড়িয়া সবে বৈসে চারিপাশে।
বন্ধুবর্গ আত্মগণ সদাশিবদাসে ॥
তাঁর পাশে বসিলেন সব দ্বিজগণ।
থাপিয়া মঙ্গল ঘট পূজে যথাক্রম ॥
হোম যজ্ঞ পরিচর্য্যা আছে যথ বিধি।
যাঁর যেবা কুলাচার আছয়ে প্রসিদ্ধি ॥
একে একে বিধিমতে করিয়া সত্বরে।
বরিয়া বসায় বরে মণ্ডপ উপরে ॥
রঙ্গ মসিনায় রঙ্গ কম্বলের বিছানা।
তার পরে ঝিনপত্তী করি আচ্ছাদনা ॥
তাহাতে বসিলা বর রসিকশেখর।
চারিদিকে জয়কার বাদ্য ঘোরতর ॥
স্ত্রীরিগণ হুলাহুলী ঘন শঙ্খধ্বনি।
বাজনা দুন্দুভিনাদে কিছু নাহি শুনি ॥
শত সাহনিয়া গায় বিভার মঙ্গল।
হরিধ্বনি বেদধ্বনি ঘন উতরোল ॥
পুরোহিত পুঁথি হাতে করি কৌতুকে।
বেদবিধি কুলাচার করে একে একে ॥
... .
স্থাপিয়া মঙ্গল ঘট পূজা যথাবিধি ॥
বিপ্রগণে আজ্ঞা দিল কন্যা আনিবারে।
শুনি আত্মগণ উঠি গেলা অন্তঃপুরে ॥
কহিলেন ত্বরিতে করহ কন্যাসাজ।
মণ্ডপে বসিলা রসিক না সহে বিয়াজ ॥
শুনি নারীগণে বেশ করিতে লাগিলা।
গৌরাঙ্গী অঙ্গে কুঙ্কুম চন্দন লেপিলা ॥

মস্তকে সীমান্তে বেণী মণি সুশোভিত।
মুখচন্দ্র দেখি পূর্ণচন্দ্র সলজ্জিত॥
কস্তুরি তিলক রেখা ভালের উপরে।
নবীন চন্দ্রমা জিনি ঝলমল করে॥
কামের কামান জিনি ভুরু তার শোভা।
তাহাতে অলকাবলী অলিকুল লোভা॥
চক্ষু রাখি নয়নেতে শোভিত বিজলে॥
তিলফুল নাসাতে মুকুতা ঝলমলে।
বধুলি জিনিয়া দুই অধরের শোভা॥
কুন্দকলি দন্তপাঁতি বিদ্যুল্লতা আভা।
দশবাণ জিনি স্বর্ণকাপা শোভে কর্ণে॥
চিবুকে কস্তুরি বিন্দু কণ্ঠে আভরণে।
নানা মণি জ্বলে কণ্ঠে হীরা পলা মতি।
হৃদয়ে দোলয়ে হার ডগমগ জ্যোতি॥
বাহুতে সুবর্ণ তাড় হস্তে সোনাচুড়ি।
বাজুবন্ধ সোনাবালা কনক মুদরী॥
কুচকুম্ভ সুশোভন রোমাবলী অলি।
ক্ষীণমধ্যা কটিতটে শোভিত ত্রিবলী॥
তাহে পীত বসন রতন উড়য়ানি।
জানু জঙ্ঘ সুশোভন দেখিতে সুঠানি॥
সুবর্ণ বলয় পায় কনক পাশুলি
চরণ নখরে লক্ষ চন্দ্র ঝলমলি॥
নানারূপে বেশ করি নানা পুষ্পমালা।
সাজালেন সখাগণ বলভদ্র বালা॥
লক্ষ্মী অংশে অবতীর্ণ ইচ্ছা পাট বংশী।
জন্মে জন্মে তেকারণে রসিক প্রেয়সী॥
... .

মণ্ডপের স্থানে আনি করিলা বরণ॥
কোলে করি গুরুজন বসিলা ত্বরিতে।
দ্বিজগণ হোমযজ্ঞ বেদবিধিমতে॥
বেদবিধি কুলাচার করি একে একে।
কন্যা সমর্পিল তবে আনন্দে রসিকে॥
হাত জোড় আদি করি বসাইল পাশে।
দেখি যেন লক্ষ্মী নারায়ণ অংশী অংশে॥
দেখিতে পরম শোভা অতি মনোহর।
রূপ দেখি সব লোক আনন্দ অন্তর॥
দিব্য অন্ন বস্ত্র আদি নানা রত্নভার।
যৌতুক দিলেন সে বহুত পরকার॥
হেনরূপে নানাসুখে বিভা করাইয়া।
কতদিন তথা রহি বিদায় মাগিয়া॥
অষ্ট মঙ্গলাদি তথা করি নানাসুখে।
শুভক্ষণে গৃহে বিজে করিল রসিকে॥
আইলেন নিজ ঘরে রসিকশেখর।
নিরবধি কৃষ্ণ প্রেমে অঙ্গ জর জর॥
কৃষ্ণানন্দে শতধারা গলয়ে নয়নে।
নিরবধি হরিনাম জপেন নিগমে॥
রসিকচন্দ্রের মুখ দেখিয়া অচ্যুত।
বধু দেখিয়া আনন্দ পাইলা বহুত॥
বন্ধুগণে সম্ভাষা করিয়া মহাশয়।
ষড়রসে ভোজনাদি করাল সবায়॥
কতদিন সবা রাখি করিল বিদায়।
অন্ন বস্ত্র আভরণ দিলেন সবায়॥
হেনরূপে রসিকের বিভার আনন্দ।
শ্রদ্ধা করি যেই শুনে ঘুচে ভববন্ধ॥
রসিকমঙ্গল শুন সর্ব্ব বন্ধুগণ।
সবার দুর্ল্লভ বন্ধু অচ্যুত নন্দন॥

তাঁর লীলামৃত শুন ছাড়ি আন কথা।
শ্রবণে উদ্ধার কৃষ্ণ করেন সর্ব্বথা॥
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
কৌতুকে রচিলা রসময়ের নন্দন॥

ইতি শ্রীরসিক মঙ্গল পূর্ব্ব-বিভাগে
বিবাহ বর্ণন নাম দ্বাদশ লহরী সম্পূর্ণ।

—০—

ত্রয়োদশ লহরী

রাগ বরাড়ী— পাঞ্চালী ছন্দ

জয় শ্যামানন্দ অখিল আনন্দ
কৃপা কর মোর প্রতি।
রসিক মঙ্গল আনন্দ কল্লোল
গাই যেন নিতি নিতি॥
বিভা আদি করি রসিক মুরারি
গৃহে বৈসে নানা রঙ্গে।
ভাগবত রসে সদাই বিলসে
রসিক জনের সঙ্গে॥
কোন কোন দিনে বসিয়া নিগমে
সদা লয় হরিনাম।
নয়নের জল বহে শতধার
নিশি দিশি নাহি জান॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ভূমে গড়ি বুলি
আকুল হইয়া কান্দে।
কৃষ্ণ প্রাণপতি আন নাহি গতি
লুঠিল কেশ নাহি বান্ধে॥
ভাবের আবেশে গদগদ ভাষে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ঘনে ঘনে।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক অষ্ট সাত্ত্বিক
হইল কৃষ্ণ স্মরণে॥
উচ্চরবে কহে করিয়া বিনয়ে
কৃষ্ণ মোর প্রাণধন।
কৃষ্ণ মোর মাতা কৃষ্ণ মোর পিতা
কৃষ্ণ সে জাতি জীবন॥
কৃষ্ণ মোর হর্ত্তা কৃষ্ণ মোর কর্ত্তা
কৃষ্ণ মোর পালয়িতা।
কৃষ্ণ সুত বিত্ত কৃষ্ণ বন্ধু জিত
কৃষ্ণ সে মোর রক্ষিতা॥
কৃষ্ণ বিনে মোর কেহ নাহি আর
প্রাণ নিবেদিনু তাঁয়।
হেন বুলি বলি অতি সে ব্যাকুলি
কৃষ্ণ বলি উচ্চরায়॥
পূর্ণিত নয়নে কান্দে অনুক্ষণে
কৃষ্ণ গুণ সঙরিয়া।
ভোজন শয়নে আন নাহি জানে
কৃষ্ণের নাম ভাবিয়া॥
ঘরে নাহি রয় কিছু নাহি খায়
সদাই বৈসে নিগমে।
ঘরে পরিজনে খোঁজে অনুক্ষণে
বেড়াইয়া বনে বনে॥
ভ্রমি ভ্রমি দূত দেখে অদভুত
রসিক ভূমে লোটায়।
তুলি ধরি কোলে পুছয়ে নিচোলে
ধূলি ধূসর গায়॥

গৃহহতে লইয়া স্নান করাইয়া
ভোজনাদি ষড়রসে।
হেন দিনে দিনে খেলে বনে বনে
চাহিয়া বুলে বিশেষে॥
দিনে দিনে লীলা অচ্যুতের বালা
করে নানা পরকার।
কৃষ্ণ বিনে আন না করে ধিয়ান
মিছা মানয়ে সংসার॥
আপনা সদন মানে বিষ সম
দারাসুতবন্ধুগণ।
সব তেয়াগিয়া বৈরাগ্য লইয়া
যাবারে চাহে সঘন॥
অচ্যুত জানিয়া কহে বিবরিয়া
শুনহ রসিক বাছা।
ঘরে থাক তুমি সব দিব আমি
যে চাহ তোমার ইচ্ছা॥
শুনি পিতাবাক্য, কহেন রসিক
শুনহ তাত বচন।
সংসার বৈভব, মিথ্যা দেখি সব
সত্য কৃষ্ণে পরমাণ॥
সত্য কৃষ্ণধন, সত্য কৃষ্ণজন
সত্য সে কৃষ্ণের লীলা।
সত্য বৃন্দাবন, সত্য গোপীগণ
সত্য সে নন্দের বালা॥
সত্য সংকীর্ত্তন, সত্য কৃষ্ণনাম
সত্য গুরু কৃষ্ণভক্তি।
শুন তাত মোর, এই বেদসার
কৃষ্ণে দেহ সবে মতি॥
কৃষ্ণ ভজ তাত, শাস্ত্র অভিমত
কৃষ্ণ সে সবার প্রাণ।
ব্রহ্মাদি নারদ, শিব শুক ইন্দ্র
কৃষ্ণ বিনে নাহি জান॥
এসব বচন, শুনি সর্ব্বজন
সত্য কৃষ্ণ ভাবে মনে।
শ্যামানন্দপদ, সকল সম্পদ
রসময়ের নন্দনে॥

ইতি শ্রীরসিক-মঙ্গল পূর্ব্ব-বিভাগে বৈরাগ্য ভাববর্ণন নাম ত্রয়োদশ লহরী সম্পূর্ণ।

চতুর্দ্দশ লহরী

রাগ—নারাণী গৌড়া।

ঘোষা। মোর কৃষ্ণ গুণনিধি।
অনাথ শরণ বড় দয়ার অবধি॥
জয় জয় শ্যামানন্দ অখিলের বন্ধু।
সর্ব্বজন হিতকারী করুণার সিন্ধু॥
কৃপা কর প্রভু মোরে দুরিকা নন্দন।
রসিকের যশঃ কিছু করিব বর্ণন॥
যেমন হইল দেখা শ্যামানন্দ সনে।
যে সব কথার কিছু কহি বিবরণে॥
যেমনে রসিকসঙ্গে হইল মিলন।
উপদেশ করি দোঁহে জীব উদ্ধারিণ॥
হেনকালে রসিকেন্দ্র কৃষ্ণের আবেশে।
ইচ্ছাময় কৃষ্ণানন্দে ভ্রমে দেশে দেশে॥
অচ্যুতের সদন সকল স্থানে স্থানে।
সেই সেই স্থানে রহে কত কত দিনে॥
ঘণ্টশিলা বলিয়া মহাপুণ্য স্থান।
কুটুম্ব সহিতে তথা করিলা বিশ্রাম॥

জগন্নাথ মণ্ডপ তথা আছে অনুপাম।
তথা বসি ভাগবত পাড়ে অবিরাম॥
ভাগবত রসে মত্ত রসিক শেখর।
নয়নের জলে সর্ব্ব অঙ্গ জর জর॥
সুবর্ণরেখার কূলে অতি দিব্য স্থান।
অতি ঘোরতর কুঞ্জ বিচিত্র নির্ম্মাণ॥
পূর্ব্বে পাণ্ডবাদি তথা করিলা বিশ্রাম।
হেন মহাপুণ্য স্থান আছয়ে প্রমাণ॥
এই সব স্থান দেখি রসিক শেখর।
একলা ভ্রমেণ বনে করিয়া সাদর॥
কোন স্থানে ভাগবত কোন স্থানে নাম।
কোন স্থানে সংকীর্ত্তন করে অবিরাম॥
কোন স্থানে বনভুজি করি কৌতুকে।
বৈষ্ণবভোজন তথা করয়ে রসিকে॥
হেনকালে পাণ্ডবাদি ছিলা যেই স্থানে।
সেই স্থানে রসিকেন্দ্র করিলা গমনে॥
অতি মনোহর স্থান দেখিতে সুন্দর।
গহন কানন নদী জল পরিমল॥
রসিকেন্দ্র সেই স্থানে করিয়া আসন।
ধ্যানে বসি হরিনাম মুদ্রিত নয়ন॥
ক্ষণে স্বেদ ক্ষণে কম্প ক্ষণে অশ্রু বহে।
অতি উৎকণ্ঠিত চিত্ত কৃষ্ণের বিরহে॥
হেনকালে এক মহাপুরুষ প্রধান।
রসিকের সন্নিধে হৈলা অধিষ্ঠান॥
শ্যামল সুন্দর তনু অতি মনোহর।
অঙ্গের ছটয়ে বন করিছে উজ্জ্বল॥
ত্রিভঙ্গ ললিত বংশী শোভিত অধরে।
চাঁচর চিকুর চূড়া করে ঝলকলে॥
ময়ূরচন্দ্রিকা তার দেখিতে সুন্দর।
তাড়খাড়ু ক্ষুদ্রঘুণ্টি পীতাম্বরধর॥
গলে নানা মণি দোলে কৌস্তুভ মণি।
কর্ণে কুণ্ডল নানা মুকুতা ঝলকিনী॥
পায়ের নূপুর অতি দেখিতে সুন্দর।
মদনমন্থর গতি জিনিয়া দ্বিরদ॥
গোধূলি সময়ে কৃষ্ণ আইলা সেস্থানে।
নিজভৃত্য রসিকেরে দিলা দরশনে॥
সম্মুখে দাণ্ডায়ে কহে গভীর বচন।
অধরে মিলায় বাণী জুড়ায় শ্রবণ॥
শুন হেন বচন রসিক মহাশয়।
তোমা উপদেশকর্ত্তা শ্যামানন্দ রায়॥
আমার প্রেয়সী জন্ম শ্যামানন্দ রূপে।
প্রেমভক্তি দিয়া উদ্ধারিবে সব লোকে॥
তাঁরে সেবি পাইবেক আমার চরণ।
তোমা হৃদে আমি বিহরিব অনুক্ষণ॥
শুনি কর্ণে রসিকমুরারি এ বচন।
ধ্যান ভাঙ্গি চাহিলেন সজল নয়ন॥
সম্মুখে দেখিলা কৃষ্ণ প্রাণের ঈশ্বর।
কোটি কোটি কাম জিনি রূপ মনোহর॥
দেখি আনন্দে রসিক পড়িল চরণে।
শ্রীচরণে মাথা দিয়া আনন্দ সঘনে॥
সেইখানে শ্রীকৃষ্ণ হইল অন্তর্দ্ধান।
উঠিয়া চাহিল কেহ নাই সেই স্থান॥
ওহে কৃষ্ণ কোথা গেলা আমার পরাণ।
মুখ মাড়ি রসিক পড়িলা সেই স্থান॥
উর্দ্ধসি উর্দ্ধসি কান্দে ভূমেতে পড়িয়া।
নয়নের ধারা বহে অনিবার হৈঞা॥

ধূলায় ধূসর অঙ্গ ভূমে গড়ি বুলে।
জর জর কলেবর নেত্রের হিল্লোলে॥
গদ গদ কণ্ঠে কহে মধুর বচন।
আমা ছাড়ি কোথা গেলা কৃষ্ণ প্রাণধন॥
কতেক পুণ্যের ফলে তোমা পাইলু দেখা।
এবে মোরে ছাড়ি কোথা কৃষ্ণ করি গেল একা
তুয়া রূপ দেখিলঁউ এ পাপ নয়নে।
এবে নিরিমাখি করি হৈলা অন্তর্দ্ধানে॥
কেমনে বঞ্চিব দিন তোমা না দেখিয়া।
সুমরি সুমরি কান্দে অনিবার হৈঞা॥
যত কিছু বিলাপ করিল কৃষ্ণ ভাবে।
কহিতে কি শক্তি মোর সেই অনুভাবে॥
সে সব আরতি কিছু কহন না যায়।
শুনিলে সে অনুরাগ পাষাণ মিলায়॥
কৃষ্ণপ্রেমে কান্দে রসিক নাহি বাহ্যজ্ঞান।
সেইখানে পড়ি রহে হইলা বিহান॥
হেথা ঘরে খুঁজি বুলে সব পুরজন।
নগরে নগরে খোঁজে চাহে বনে বন॥
চাহিতে চাহিতে খোঁজে পাণ্ডুয়া সে স্থানে।
পাণ্ডবাদি বিশ্রাম করিলা যেই স্থানে॥
মহাঘোর বন অতি নির্গমবিদত।
সুবর্ণরেখার তটে পর্ব্বত শোভিত॥
ব্যাঘ্র ভল্লুক হস্তী সিংহ গণ্ডার ভাগ।
সেখানে সকল জীব রহে লাখে লাখ॥
কিছুই না জানে প্রভু প্রেমের আবেশে।
কৃষ্ণের প্রভাবে কেহ নাহি আশে পাশে॥
হেনকালে সব লোক খুঁজিয়া সত্বর।
সেইখানে দেখে গিয়া রসিকশেখর॥
ভূমিগত শুইয়াছে সজল নয়ন।
লুটায়ে চাঁচর কেশ পুলকাবিরাম॥
দেখিয়া সকল লোক আকুল হইয়া।
তুলিয়া বসায় রসিকে সচেত করিয়া॥
শ্রীমুখ মুছিল সবে উত্তম বসনে।
সর্ব্বাঙ্গে ঝাড়িয়া কেশ বাঁধিল যতনে॥
হাতে ধরি তুলিয়া ধরিল সর্ব্বজন।
ধীরে ধীরে গৃহেতে করিল আগমন॥
যে রূপ দেখিলা রসিক নয়নগোচর।
অন্তর জাগই সেই রূপ নিরন্তর॥
আজ্ঞা শুনি উপদেশ কর্ত্তা শ্যামানন্দ।
কবে সে দেখিব মুই সেই মুখচন্দ্র॥
কাহারে নাহি কহেন মনের ভাবনা।
নিরবধি শ্যামানন্দে করে উপাসনা॥
সদা উৎকণ্ঠিত চিত্ত কৃষ্ণের উদ্দেশে।
ব্যবহার গৃহসুখ কিছুই না বাসে॥
নিরবধি বন্ধুগণ থাকেন বেড়িয়া।
কখন বা প্রিয়া সঙ্গে থাকেন বসিয়া॥
নানাদ্রব্য নানাবস্ত্র নানা অলঙ্কার।
রসিকের সনমুখে দেন বারেবার॥
দৃষ্টিপাত নাহি করে কোন দ্রব্যভারে।
কৃষ্ণ শ্যামানন্দ সদা মনের ভিতরে॥
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণধ্যান কৃষ্ণ সুঙরণ।
কৃষ্ণ সত্য আর সব মিথ্যা প্রয়োজন॥
নিশি দিশি কৃষ্ণময় দেখে ত্রিভুবনে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা নাহি রসিক নয়নে॥
অতি দৃঢ় অনুরাগ কৃষ্ণেরে দেখিয়া।
দিবিনিশি ঝুরে বসি সেরূপ ভাবিয়া॥

না চিন্তয়ে পুঁথি রসিক না রহেন ঘরে ।
বনেতে ভ্রমেণ কৃষ্ণ বিরহ সাগরে ॥
মনের গুপত কথা না কহেন কারে ।
সেইরূপ বিনা আর কিছুই না স্ফুরে ॥
হেনরূপ কতদিনে ভাবিতে ভাবিতে ।
ভক্তিবশ শ্যামানন্দ আইলা ত্বরিতে ॥
ব্রজ ছাড়ি যেমনে আইলা উৎকলেতে ।
তার বিবরণ কিছু করিব বিধিতে ॥
এসব কথার আমি কি জানি মরম ।
শ্যামানন্দ রসিকের কৃপার কারণ ॥
বাল্য হৈতে সেবা করি দুই প্রভু স্থানে ।
নিরমায়াতে যে কিছু কৈল বিবরণে ॥
বাল্য হৈতে সেবা যত লীলা দেখিলু দোঁহে
সংক্ষেপে সে সব কথা করিব প্রচার ॥
অনুক্রম দোষ কিছু না লবে সবায় ।
রসিকেন্দ্র চূড়ামণি যে মোরে বলায় ॥
রসিকমঙ্গল শুন সব কাঙ্ক্ষ জন ।
শ্রবণ মাত্রেকে মিলে কৃষ্ণ প্রেম ধন ॥
শ্যামনন্দ পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥

ইতি শ্রীরসিক মঙ্গল পূর্ব্ব-বিভাগে
শ্রীকৃষ্ণদর্শন ও তদাদেশশ্রবণ নাম
চতুর্দ্দশলহরী সম্পূর্ণ ।

—০—

পঞ্চদশ লহরী

রাগ—শ্রী

ধোয়া । হরি হে এবার মোরে করহ দয়া ।
আশা করি লতে তব পদছায়া ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ অখিল আনন্দ ।
যাঁর চরণের ভৃঙ্গ রসিকেন্দ্রচন্দ্র ॥
নিরবধি রসিকেন্দ্র শ্যামানন্দ ধ্যান ।
শ্যামানন্দ বিনে আর নাহি জানে আন ॥
ব্রজে শ্যামানন্দ রায় নারিল রহিতে ।
গোবিন্দ আজ্ঞায় আইল রসিকে দেখিতে ॥
যে সকল কথার কহিব বিবরণ ।
যে কারণে শ্যামানন্দ উৎকল ভ্রমণ ॥
যে কারণে আইলা প্রভু জীব উদ্ধারিতে ।
শুন শুন মন দিয়া সবে দৃঢ়চিতে ॥
একদিন শ্যামানন্দ নিশিতে বসিয়া ।
হরিনাম জপ করে আনন্দিত হঞা ॥
সেনকালে মদনগোপাল শ্রীগোবিন্দ ।
সন্মুখে আসিয়া কহে শুন শ্যামানন্দ ॥
মোর প্রিয়তম ভক্ত রসিক মুরারি ।
তারে উপদেশ কর উৎকল পুরী ॥
মোর প্রেমভক্তি দোঁহে কর পরচার ।
উৎকলের সব জীবে করহ উদ্ধার ॥
মোর আত্মা প্রিয়তম ব্রজবাসিজন ।
তারে কৃপা কর গিয়া উৎকল ভুবন ॥
এই বোল শুনি শ্যামানন্দ চমকিতে ।
দণ্ডবতকায় ক্ষিতি পড়িল ভূমিতে ॥
উঠিয়া দেখিল কেহ নাই সেই স্থানে ।
অনেক রোদেন কৃষ্ণ বিচ্ছেদ কারণে ॥
সেই বাক্য শুনি শ্যামানন্দ আনন্দিতে ।
হৃদয়ানন্দের আজ্ঞা ভাবিল মনেতে ॥

পূর্ব্বে মোরে যেই আজ্ঞা করিল নিভৃতে।
তার পরমাণ এবে পাইলু যুগতে ॥
শ্রীমুখের আজ্ঞা আমি শুনিলু শ্রবণে।
ব্রজ ছাড়ি উৎকলেতে যাইব কেমনে ॥
না গেলে ভঞ্জন হয় কৃষ্ণের বচন।
অবশ্য দেখিব গিয়া পুরুষরতন ॥
নিশি দিশি এই বাক্য ভাবে মনে মনে।
ব্রজ ছাড়ি যাইবারে নাই লয় মনে ॥
হেনকালে এক দিন জীব গোঁসাইরে।
সাক্ষাতে করিল আজ্ঞা মদনগোপালে ॥
শুন শুন ওহে জীব কহি যে তোমারে।
শ্যামানন্দে কহ তুমি উৎকল যাবারে ॥
রসিক মুরারি মোর বড় প্রিয়জন।
তারে লঞা উৎকল করিবে দলন ॥
মোর প্রেমভক্তি দিবে সর্ব্ব জনে জনে।
উৎকলে ব্রজবাসী করিবে গমন ॥
দুঃখ পায় ব্রজবাসী মোর উৎকলেতে।
না জানে মহিমা কেহ সব পাপ চিতে ॥
পাপ তিমিরান্ধ ছাড়াইয়া দিব্যজ্ঞান।
শ্যামানন্দ রসিক করিবে পরিত্রাণ ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি জীব মহাশয়।
সন্দর্ভে সকল কথা শ্যামানন্দে কয় ॥
শুন শুন ওহে তুমি পুরুষরতন।
কৃষ্ণ আজ্ঞা হৈল তোমা উৎকল ভুবন ॥
রসিক মুরারী তথা কৃষ্ণ প্রিয়জন।
তারে সঙ্গী করি কর জীবের তারণ ॥
এ সব বচন শুনি জীব গোঁসাই স্থানে।
তবে শ্যামানন্দ প্রত্যয় পাইলা মনে ॥
নিশ্চয় যাইব আমি উৎকলভুবন।
দেখিব সে রসিক মুরারি প্রিয়জন ॥
হেনই কৃষ্ণের কৃপা আছয়ে যে জনে।
অবশ্য করিব দেখা সে পুরুষ সনে ॥
হেনরূপে কত দিনে শ্যামানন্দ রায়।
জীব গোঁসাইর স্থানে হইলা বিদায় ॥
হরিপ্রিয়া দাস আর যত মহাজন।
অধিকারী কুঞ্জবাসী আছে যে যে জন ॥
সবার স্থানে বিদাই হঞা শ্যামানন্দ।
আগমন করিলেন মনের আনন্দ ॥
প্রেমভক্তিশাস্ত্র সব করিল সঙ্গতি।
কিশোর বালক শ্যামদাস শুদ্ধমতি ॥
এই তিন শিষ্য সঙ্গে ভাই একজন।
ঠাকুর প্রসাদদাস খ্যাত সর্ব্বস্থান ॥
এই চারি বিগ্রহ সে সঙ্গতি করিয়া।
ব্রজ ছাড়ি আগরায় উতরে আসিয়া ॥
আসন করিলা সবে আগরা ভিতরে।
রাজধানী কোটাল সে লাগে ফিরিবারে ॥
নগর ভিতর দেখে বৈষ্ণবসকল।
দেখিয়া কুপিল বড় কোটাল মোগল ॥
চোর কি তস্কর সাধু না জানি নিশ্চয়।
নগরের মধ্যে কেন রহিলা নির্ভয় ॥
দূতগণে আজ্ঞা দিল আন সে সবারে।
রাখিলেন দুষ্টগণ লঞা কারাগারে ॥
আপনি শুয়েছে গিয়া পালঙ্কের উপরে।
আচম্বিতে একজন প্রবেশে সে ঘরে ॥
পালঙ্ক সহিত তায় তুলিয়া সত্বরে।
নির্ঘাত করিঞা আছাড়িল সেই ঘরে ॥

ভূমে ফেলি বুকে বসি কহেন তাহারে।
শুন শুন দুর্জ্জন দুরিত দুরাচারে॥
মোর প্রিয়জন সব করিয়া আনন।
নগরের মাঝে বসি লয় হরিনাম॥
সে সবারে ধরিয়া রাখিলা কারাগারে।
সবংশ সহিত আজ করিব সংহারে॥
যাতনা পাইয়া দুষ্ট ডাকে ঘোরনাদে।
কণ্ঠাগত হৈল প্রাণ পড়িলুঁ প্রমাদে॥
পরিজন আসি বেড়িলেন চারিপাশে।
রুধির পড়য়ে মুখে বহে ঘনশ্বাসে॥
তুলিয়া ধরিল সবে মুখে পানি দিয়া।
বসাইল সবে তারে সচেত করিয়া॥
তবে পুছে তারে ভূমিগত কি কারণ।
রুধির গলয়ে মুখে মুদিত নয়ন॥
তবে কহে কোটাল শুনহ সর্ব্বজন।
কারাগারে আছেন বৈরাগী পাঁচজন॥
মনুষ্য নহেন তাঁরা কৃষ্ণ প্রিয়জন।
ত্বরিতে আনহ তাঁরে মোর সন্নিধান॥
দশ বিশ দূত গেলা আজ্ঞা পরমাণ।
কহিলেন তোমা সবা করহ গমন॥
দূতের বচন শুনি চমকিত হৈলা।
সঙ্কোচ বাসিয়া মনে কৃষ্ণ সঙরিলা॥
কোটালের স্থানে তবে শ্যামানন্দ গেলা।
দেখিয়া কোটাল ভূমে সম্ভ্রমে পড়িলা॥
দণ্ডবত কায় ক্ষিতি পড়িল চরণে।
অপরাধ ক্ষমা কর তোমার শরণে॥
মুই না জানিনু তুমি কৃষ্ণ প্রিয়জন।
সেই অপরাধে দণ্ড পাই অকারণ॥

অনেক প্রকারে স্তুতি করিল যবন।
তুষ্ট হৈঞা শ্যামানন্দ কহেন বচন॥
আমি মাগি এই ভিক্ষা শুন মহাশয়।
বৈষ্ণবের সেবা তুমি করিবে নিশ্চয়॥
আজ্ঞা পাঞা আনন্দিত যবন রাজন।
সেইদিন হৈতে সাধু করেন সেবন॥
সাধু সেবা প্রেমোদ প্রথম সেই হৈতে।
যবনেতে সেবা করে যাঁহার আজ্ঞাতে॥
হেনমতে একমাস রাখিলা যবন।
আনন্দে করিলা সেবা সম্প্রীতি বিধান॥
অনেক করিল স্নানগোষ্ঠী তাঁর সঙ্গে।
তবে শ্যামানন্দ তথা হৈতে যায় রঙ্গে॥
বারাণসী প্রয়াগে রহিলা কত দিন।
কতদিনে আইলেন নগর রোহিণ॥
গ্রামে সুধালেন রসিক আছয়ে কোথা।
সে সব কহিল ঘণ্টশিলাতে সর্ব্বথা॥
সর্ব্বারম্ভে তথায় আছয়ে মহাশয়।
শুনি শ্যামানন্দ তথা করিল বিজয়॥
যেমনে রসিক সঙ্গে দেখা শ্যামানন্দ।
দরশন হৈঞা দোঁহে প্রেমের তরঙ্গ॥
সে সক কথার কিছু কহি বিবরণ।
শুনিলে আনন্দ পাবে নন্দের নন্দন॥
রসিক মঙ্গল শুন সব কার্য্যজন।
অবিলম্বে পাবে কৃষ্ণ প্রেমভক্তিধন॥
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন॥

ইতি শ্রীরসিক মঙ্গল পূর্ব্ব বিভাগে ব্রজধাম
হইতে গৌড়যাত্রা নাম পঞ্চদশ লহরী
সম্পূর্ণ।

ষোড়শ লহরী

রাগ – কৌষিক

ঘোষা। জয়রে জয় রামকৃষ্ণ
মুরারে ও মুরারে।

জয় জয় শ্যামানন্দ অখিলজীবন।
রূপা কর যশঃ যেন করিহে বর্ণন ॥
রসিকের সঙ্গে শ্যামানন্দের মিলন।
যেমনে হইল তার কহি বিবরণ ॥
ঘণ্টশিলা গ্রামে রসিক থাকে কৌতুকে।
অহর্নিশ শ্যামানন্দে দেখেন ধ্যানেতে ॥
একদিন রাজার মেলাজে বসি সবে।
রাজার সমীপে দ্বিজ ভাগবত আরম্ভে ॥
ভাগবত শুনেন রসিক বসি তথা।
বৈকুণ্ঠরাজা শুনে ভাগবত কথা ॥
রাজধানী সভা বড় দেখিতে সুন্দর।
বড় বড় দ্বিজগণ যেন বেদবর ॥
এ সবারে রসিক সুধায় কৌতুকে।
ভাগবত তত্ত্বার্থ পুছেন একে একে ॥
হেনকালে শ্যামানন্দ করিল গমন।
সভার মধ্যেতে গিয়া হৈল উপসন ॥
দেখিতে সুন্দর তনু গৌর কলেবর।
আজানুলম্বিত বাহু মুখ মনোহর ॥
মন্দ মন্দ হাস্যমুখ চাহনি সুন্দর।
গজেন্দ্র মন্থর গতি অতি মনোহর ॥
বড় তেজ রূপে দেখি সবে চমকিত।
সগোষ্ঠি সহিত রাজা উঠিল ত্বরিত ॥
দণ্ডবতকায় ক্ষিতি পড়িলা চরণে।
সবে দেখিলা যেন দ্বিতীয় নারায়ণে ॥
দেখিয়া অদ্ভুত রূপ ছাড়িয়া আসন।
আসনে বসায় রাজা করিয়া যতন ॥
শ্যামানন্দে দেখি রসিক আনন্দোল্লাস।
প্রেমভক্তিদাতা প্রভু হইলা প্রকাশ ॥
বসিলেন শ্যামানন্দ হরষিত মনে।
চারিদিকে নেহারিয়া দেখে জনে জনে ॥
রসিকের রূপ দেখি মুগধ অন্তর।
এই পুরুষ হইবে রসিকশেখর ॥
কেহ কারে নাহি চিনে দোঁহে জানে মনে।
দোঁহে দোঁহার রূপ দেখি কৈল ক্রন্দনে ॥
ক্ষণে ভাগবত শুনি রাজা মহাশয়।
মন্দির ভিতরে সবে করিলা বিজয় ॥
দ্বিজগণে গেলা সবে যথা যাঁর স্থান।
রসিক রহিলা একা জানিয়া প্রমাণ ॥
সে মেলাতে শ্যামানন্দ করিল আসন।
বসিলেন শ্যামানন্দ পুরুষরতন ॥
নির্জ্জনে রসিক গিয়া পড়িল চরণে।
আনন্দের ধারা বহে রসিক নয়নে ॥
উঠিয়া করিল কোলে শ্যামানন্দ রায়।
এ পুরুষ কার সুত পুছিল সবায় ॥
কি নাম এ বালকের করহ প্রকাশ।
দেখিতে মধুর মূর্ত্তি মুখে মন্দ হাস ॥
মুরারী বলিয়া নাম কহে সর্ব্বজন।
মল্লভূম অধিপতি অচ্যুত নন্দন ॥
শুনি শ্যামানন্দ তাঁরে বসাইল পাশে।
পুছিলেন সব কথা করিয়া উদ্দেশে ॥
পুছিল সংসার ব্যবহার জনে জনে।
পরমার্থকথা তবে কহিল যতনে ॥

ব্রজছাড়ি আমি আসি তোমারে দেখিতে।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় আর ব্রজবাসী যতে॥
কৃষ্ণ পারিষদ তুমি অচ্যুত নন্দন।
দেখিবারে আইলাম ছাড়ি বৃন্দাবন॥
শুনিয়া সঙ্কোচে রসিক কহেন বচন।
জন্মে জন্মে মুই ভৃঙ্গ তোমার চরণ॥
নিজ ভৃত্য বলি অনুগ্রহ কর মনে।
দরশন দিলা অনুগ্রহের কারনে॥
হেনরূপে দোঁহে করি কথোপকথনে।
বিদাই করিয়া রসিক আইল সদনে॥
চাতুর্মাস্যা রহিলেন তথা শ্যামানন্দ।
রসিকের সঙ্গে গোষ্ঠী করিয়া আনন্দ॥
দোঁহে নিরবধি কৃষ্ণ কথা অনশনে।
নিশিদিশি থাকে দোঁহে বসিয়া নিগমে॥
প্রথমে করিল সর্ব্ব শাস্ত্রের বিচার।
মীমাংসা পাতঞ্জলাদি বেদতত্ত্বসার॥
সাংখ্য সাংখ্যায়ন আর ভাগবততত্ত্ব।
রসিক বাখানে সব স্বামীর সম্মত॥
প্রেমভক্তি বাখানয় শাস্ত্রের সম্মতি।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে সার কৃষ্ণপ্রেমভক্তি॥
রসিকের ব্যাখ্যা শুনি ভক্তির গরিমা।
কোলে করি শ্যামানন্দ করিল করুণা॥
হেনমতে নিতি নিতি শাস্ত্রের বিচার।
করেন বসিয়া দোঁহে না জানয়ে আর॥
হেনমতে শ্যামানন্দ নিগমে রসিকে।
ভজন নির্ণয় সব কহে একে একে॥
যত শাস্ত্র যত তন্ত্র করিয়া প্রমান।
শ্যামানন্দ কহিলেক রসিকের স্থান॥
মীন কুর্ম্ম বরাহ শ্রীনৃসিংহ বামন।
পরশুরাম রাম বলি রোহিণীনন্দন॥
বুদ্ধ কল্কী করিয়া যতেক অবতার।
শাস্ত্রে প্রমাণে যত আছয়ে প্রচার॥
যার যেইরূপে ইচ্ছ ভজে সেই রূপ।
চৈতন্যের ভজন যে কহিয়ে স্বরূপ॥
পূর্বে নারদেরে জিজ্ঞাসিল মুনিগণ।
শাস্ত্রতত্ত্ব কহিলেন করিয়া গোপন॥
নারদের বচন শুনিল যে জন।
মাধুর্য্য ভাবেতে তারা করিল ভজন॥
বৃন্দাবনপতি কৃষ্ণং স্বয়ং ভগবান।
শ্রুতিগণ যেরূপ করিল ধিয়ান॥
যমুনা পুলিন বৃন্দাবন মনোহর।
কল্পতরুমূলে রাসমণ্ডলী সুন্দর॥
নানারত্নমণি শোভে রত্ন সিংহাসনে।
কোটি কোটি সূর্য্যতেজ মণির কিরণে॥
ভূমি চিন্তামণি সেই অমৃত বরিষে।
পৃথ্বী ধন্য হইলেন যাঁহার পরশে॥
সেই ধামের স্ত্রীগণ লক্ষ্মী বিদ্যমান।
যতই পুরুষ তথা বিষ্ণু পরমাণ॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর বাহিরে।
সদা বিরাজিত স্থান অতি মনোহরে॥
রত্নমণিময় পুরী অতি সুশোভিত।
কহিলে না হয় দেবেন্দ্রাদি সুপূজিত॥
হেন ধামে কল্পতরু রত্ন সিংহাসনে।
শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ রাধাজীউ বামে॥
ত্রিভঙ্গ ললিত রূপ নবীন কিশোর।
সুকুঞ্চিত কেশচূড়া শিখীপুচ্ছধর॥
চূড়া বেড়ি মণিময় নানা রত্নঝারা।
জাতি যূথী মল্লিকা মালতী কেয়া কেরা॥

সুন্দর কপালে শোভে গোরোচনা রেখা।
তাহে রোমাবলী দেখি যেন ভৃঙ্গ রেখা॥
ভাঁউযুগ দেখি যেন কামের কামান।
কমলের দল জিনি সে দুই নয়ন॥
তিল ফুল জিনি নাসা মুকুতা হিল্লোলে।
সুরঙ্গ অধরে দন্তপংক্তি ঝলমলে॥
মন্দ মন্দ হাস্য মুখে মধুরিম বাণী।
শরদ চন্দ্রমা জিনি মুখ ঝলকনী॥
কুণ্ডল শোভিত কর্ণে গণ্ডেতে হিল্লোলে।
সে শোভা দেখিলে জগজন মন ভোলে॥
মণি-মুকুতার মালা কণ্ঠে সুশোভিত।
কোউস্তভ মণি হৃদে শ্রীবৎসলাঞ্ছিত॥
সুসঙ্গ বাহুতে তাড় সোনার কঙ্কন।
মণিময় রত্নমুদ্রা অঙ্গুলি ভূষণ॥
সুন্দর গভীর নাভি ত্রিবলী ত্রিবেণী।
সুন্দর উদর শোভে কোটি সিংহ জিনি॥
পীত ধটী পরিধান অঞ্চল দোলনী।
কটি মাঝে থরে থরে শোভিত কিঙ্কিনী॥
জিনি মরকত স্তম্ভ দুই উরু শোভা।
যেরূপ দেখিয়া ব্রজাঙ্গনা মনোলোভা॥
চরণ পঙ্কজ দুই অতি সুকোমল।
কিশলয় কমল নবীন দিনকর॥
মণিময় নূপুর শোভিত দুই পায়।
নখের কিরণে কোটি চন্দ্র লাজ পায়॥
ধ্বজ উর্দ্ধরেখা তার দক্ষিণ চরণ।
পদ্ম বজ্র স্বস্তিক রথাঙ্গ সুশোভন॥
ছত্রাঙ্কুশ শোভিত সে দক্ষিণ চরণ।
গোস্পদ অম্বর বামে কুম্ভ শঙ্খ মীন॥
ইন্দ্রধনু ত্রিকোণ শোভিত বাম পায়।
জম্বুফল চন্দ্রার্দ্ধ শোভিত সেই ঠাঁয়॥

হেনরূপে নটবর বেশে বনমালী।
রাধিকা সুন্দরী বামে অতি মনোহারী॥
সিংহাসন অষ্ট কোণে অষ্ট প্রিয়সখী।
সেবেন রাধিকা কৃষ্ণ অষ্ট চন্দ্রমুখী॥
অষ্টদ্বারে অষ্টসখী বসেন তথায়।
চারি যূথে যূথেশ্বরী নানাযন্ত্র বায়॥
হেনরূপে রাধাকৃষ্ণ মধুর ভজন।
এইভাবে ভজ কৃষ্ণ করিয়া যতন॥
আর যত নিজ প্রেমভাণ্ডার আছিল।
একে একে সব রসিকেরে প্রকাশিল॥
পুরুষ প্রকৃতি হৈয়া রহে নন্দসুতে।
ভজিলে এভাবে কৃষ্ণ পাইবে ত্বরিতে॥
বেদগোপ্য কথা এই না জানয়ে আন।
কৃষ্ণকৃপা হৈলে হয় প্রেমতত্ত্ব জ্ঞান॥
এই প্রেম বিনা কৃষ্ণ না পায় কখন।
প্রেমের অধীন কৃষ্ণ শ্রীনন্দনন্দন॥
প্রেমে গোপী খাওয়াল মুখের চর্ব্বিত।
প্রেমে কান্ধে বহিলেন বসন বিদিত॥
প্রেমবশ ভগবান্ সব শাস্ত্র কয়।
প্রেমভক্তিভাবে ভজ নন্দের তনয়॥
অনন্যশরণ হৈয়া ভজ ভগবান্।
অবশ্য পাইবে কৃষ্ণ অখিলের প্রাণ॥
শুনি শ্যামানন্দ বাণী রসিকশেখর।
নয়নের ধারায় সর্ব্বাঙ্গ জর জর॥
শ্যামানন্দ পাদপদ্মে রসিক পড়িলা।
নয়নের জলে শ্রীচরণ প্রক্ষালিলা॥
প্রেমে আলিঙ্গন দিলা শ্যামানন্দ রায়।
আশীর্ব্বাদ করিলেন পরম কৃপায়॥
নিরবধি তোমা হৃদে কৃষ্ণের বিহার।

কৃষ্ণ প্রেমময় মূর্ত্তি অচ্যুত কুমার ॥
তোমা লঞা সর্ব্ব জীব করিব উদ্ধার ।
হেনরূপে রসিকেরে কৈল অঙ্গীকার ॥
শ্যামানন্দ রসিকের হইল মিলন ।
এবে উপদেশ কহি শুন সর্ব্বজন ॥
রসিক মঙ্গল অতি পরম রসাল ।
শুনিয়া সর্ব্বজন তরহ কলিকাল ॥
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥
পূরব বিভাগে এই কৈল সমাধান ।
যাতে রসিক মিলেন শ্যামানন্দ স্থান ॥

ইতি শ্রীরসিক মঙ্গল পূর্ব্ববিভাগে
শ্রীশ্যামানন্দ-মিলন-নাম ষোড়শ লহরী
সম্পূর্ণ ।

—•—

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দৌ জয়তঃ

॥ শ্রীশ্রীরসিকমঙ্গল ॥

দক্ষিণ বিভাগ

প্রথম-লহরী

রাগ—করুণাশ্রী

ঘোষা রাম জয় গোবিন্দ রাম জয় ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ পতিতপাবন ।
অখিলের বন্ধু রসিকের প্রাণধন ॥
হেনমতে শ্যামানন্দ ঘণ্টশিলা গ্রামে ।
কৃষ্ণপ্রেমে নিশি দিশা কিছুইনা জানে ॥
প্রতি ঘরে ঘরে করে হরিসংকীর্ত্তন ।
রসিকের সঙ্গে সদা করয়ে মিলন ॥
একদিন রসিকের গৃহে শ্যামানন্দ ।
গমন করিলা সুখে মনের আনন্দ ॥
দেখি' সবংশে রসিক চরণে পড়িলা ।
গৃহমধ্যে আসন করিয়া বসাইলা ॥
সুবাসিত জলে ধুই চরণ দু'খানি ।
উত্তম বসনে মুছে রসিক আপনি ॥
হেনকালে রসিকের দেবকী দুহিতা ॥
শ্যামানন্দ সন্নিধে হইল উপনীতা ।
পুঁছিলেন মহাপ্রভু কাহার নন্দিনী ।
রসিকনন্দিনী পুরজনে কহে বাণী ॥
কোলে করি' দেবকীরে শ্যামানন্দ রায় ।
'হরে কৃষ্ণ' বোল নাম তাহারে শুনায় ॥
দেবকীরে অনুগ্রহ রসিক দেখিয়া ।
শ্যামানন্দ-স্থানে কহে বিনয় করিয়া ॥
শুন শুন মহাশয় ভকত-সদয় ।
পূর্ব্বে মোরে কৃষ্ণ আজ্ঞা করিল নিশ্চয় ।

তোমা উপদেশকর্ত্তা শ্যামানন্দ রায়।
সে-কারণে কৃপা করি' করিলা বিজয় ॥
বাল্যকালে মোরে দয়াল দাসী ঠাকুরাণী।
অনুগ্রহ করি নাম শুনা'ল আপনি ॥
নিরমায়া হৈয়া মোরে কহিল সে মাতা।
কৃষ্ণপ্রিয়া মিলিবেন উপদেশ কর্ত্তা ॥
গুরু-আজ্ঞা কৃষ্ণ-আজ্ঞা হৈল পরমাণে।
তেকারণে আচম্বিতে আইলা মোর স্থানে।
উপদেশ কর মোরে নিজ প্রেমভক্তি।
যেমন, পাইমু রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি ॥
রাধাকৃষ্ণ নিজনাম নিজমন্ত্র যত।
কৃপা কর মহাপ্রভু কৃষ্ণ-প্রেমতত্ত্ব ॥
শুনি শ্যামানন্দ সব রসিক বচন।
তন্ত্র মন্ত্র উপদেশ কৈল ততক্ষণ ॥
রসিক পড়িল তবে চরণ কমলে।
শ্যামানন্দ রসিকে তুলিয়া কৈল কোলে ॥
তবে রসিক প্রবেশিলা ইচ্ছাদেবী স্থানে।
কহিল রসিক শ্যামানন্দ বিবরণে ॥
যবে তুমি আমার প্রেয়সী পরমাণ।
তবে উপদেশ লও শ্যামানন্দ স্থান ॥
ছাড়ি সব কুল ভয় লজ্জা কুলাচার।
শ্যামানন্দে শরণ পশহ ততকাল ॥
শুনি স্বামী বাক্য ইচ্ছাদেবী পতিব্রতা।
তোমার যে গতি সেই আমার উচিতা ॥
শুনিয়া প্রেয়সী বাক্য রসিক আনন্দে।
কর্পূর তাম্বুল মালা চন্দন সুগন্ধে ॥
নানা দ্রব্য নানা রত্ন উত্তম বসন।
থালি পুরী লইলেন সঙ্গে সখীগণ ॥
করিলেন শ্যামানন্দ চরণ দর্শন।
রসিক জানায় পায় সব বিবরণ ॥
সবংশে করহ কৃপা শ্যামানন্দ রায়।
জন্মে জন্মে পতি পত্নী ভৃত্য তুয়া পায় ॥
শুনি শ্যামানন্দ রায় হরষিত মনে।
মন্ত্র শুনালেন শ্রীমতী ইচ্ছাদেই কর্ণে ॥
নাম দিল শ্যামদাসী জগত বিখ্যাতা।
আজন্ম কৃষ্ণ সেবায় কৈল নিয়োজিতা ॥
আজ্ঞা কৈল শ্যামদাসী শুন মোর বাণী।
বৈষ্ণবেরে অন্নজল দিবেক আপনি ॥
যেখানে বসিবে তুমি আমার আজ্ঞায়।
অষ্টসিদ্ধি নব নিধি মিলিবে তথায় ॥
শ্যামদাসীরে করিয়া এই আশীর্ব্বাদ।
রসিকেরে দিল প্রেমভক্তি পরসাদ ॥
সদাই থাকেন দোঁহে নিগমে বসিয়া
তন্ত্রগ্রন্থ সদা পড়ে প্রেমযুক্ত হৈয়া ॥
কৃষ্ণপ্রেমময় মূর্ত্তি শ্যামানন্দ রায়।
প্রেমমূর্ত্তি হৈলা রসিক চরণ কৃপায় ॥
হেনমতে একদিন রাজার সভাতে।
ভাগবত শুনে সবে আনন্দিত চিতে ॥
ক্রোধে শ্যামানন্দ মারিলেন দুই লাথ ॥
দুই লাথ খাইয়া রসিক চূড়ামণি।
দণ্ডবত হইয়া সে পড়িল ধরণী ॥
আজি মোর হৈল শুভাশুভ কর্ম্মক্ষয়।
দুই লাথ মারিলেন শ্যামানন্দরায় ॥
আজ সে হইল ভববন্ধবিমোচন।
নির্ঘাতে পাইনু প্রভুর দু'খানি চরণ ॥
আজি হৈতে হৈল তিমির বিনাশন।
সবা স্থানে কহেন সে সজল নয়ন ॥
রসিকের ভক্তি দেখি' শ্যামানন্দরায়।
বুকে করি' কান্দে প্রভু সম্বর না যায় ॥

হেনমতে কত দিন গেল শ্যামানন্দে।
রসিকের সঙ্গে সদা করিঞা আনন্দে॥
শ্যামানন্দ কহিলেন যাব জগন্নাথে।
তথা হৈতে ব্রজে আমি যাইব ত্বরিতে॥
শুনিয়া রসিক কহে শ্যামানন্দ স্থানে।
মোরে লঞা ব্রজে তুমি করিবে গমনে॥
আজ্ঞা কৈল রসিকেরে শুনহ বচন।
তোমা বিনা সগোষ্ঠী রহিবে দুঃখ মন॥
কিছুদিন গৃহে তুমি থাকিয়া নিশ্চলে।
পশ্চাৎ আসিবে ব্রজে কহিনু তোমারে॥
আগে আমি ব্রজে যাই কহিলুঁ নিশ্চয়।
ব্রজ হৈতে তোমা লৈঞা যাইব তথায়॥
সেই আজ্ঞা রসিক করিল পরমাণ।
তথা হৈতে শ্যামানন্দ করিল প্রয়াণ॥
কতদূর রসিক তাঁহার সঙ্গে যান।
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিগ্রন্থ করিল বাখান॥
চাকুলিয়া গ্রামে আসি প্রবেশিলা দোঁহে।
শ্রীদামোদর দাস গোঁসাইর গৃহে॥
তাঁর উপদেশ কথা কহি বিবরণ।
দামোদরে অনুগ্রহ হৈলা যে কারণ॥
অতি বড় যোগাভ্যাস করে মহাশয়।
নিরবধি যোগজ্ঞান চিন্তয়ে হৃদয়॥
মহাধীর সুপণ্ডিত অগাধ মহিমা।
রসিক জানেন যাঁর বিদ্যার গরিমা॥
বাল্য হৈতে দোঁহে করে বিদ্যার বিলাস॥
শ্যামানন্দ কৃপায় হইলা পরকাশ।
হেনমতে শ্যামানন্দ দামোদরগৃহে।
রসিক লইয়া তাঁরে প্রেমতত্ত্ব কহে॥

সাংখ্যতত্ত্ব জ্ঞানতত্ত্ব কহিল তাঁহারে।
তবে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি করিল প্রচারে॥
শুনি শ্যামানন্দ-স্থানে ভক্তির মহিমা।
দামোদর করিলেন জ্ঞানের গরিমা॥
তবে দুই তত্ত্ব শ্যামানন্দ বুঝাইল।
জ্ঞানযোগ মধ্যে ভক্তি সূক্ষ্ম প্রকাশিল॥
এ সবাতে পাই কৃষ্ণ-শাস্ত্র পরমাণ।
শাস্ত্র সূক্ষ্মতত্ত্ব কহে ভক্তির লক্ষণ॥
নবধা ভকতি প্রকাশিল শাস্ত্রমতে।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ তা'র নিখিলযুগতে॥
তা'র মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি গরীয়সী।
যে ভাবেতে ব্রজবধূ কৃষ্ণের প্রেয়সী॥
আর যত প্রেমতত্ত্ব কহিল তাহারে।
বেদতত্ত্ব শাস্ত্রতত্ত্ব তন্ত্রের বিচারে॥
একে একে সব শুনিলেন দামোদর।
তবে কৃষ্ণপ্রেমে মন করিল নিশ্চল॥
দামোদরে রসিক কহিল বিবরণ।
সব ছাড়ি ভজ শ্যামানন্দের চরণ॥
সর্বাংশেতে আমি বিকাইনু এ চরণে।
তুমি কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা করহ গ্রহণে॥
তবে দামোদর কহে রসিকের স্থানে।
অবশ্য বিকাব আমি এ প্রভু চরণে॥
যবে মুই কিছু দেখি ইহার প্রকাশ।
সর্বাংশেতে হ'ব মুই এ প্রভুর দাস॥
হেনমতে কতদিনে দামোদরগৃহে।
রহিলেন শ্যামানন্দ আপনা লীলায়ে॥
একদিন ভোজনাদি করি শ্যামানন্দে।
রসিকেরে লঞা বৈসে কৃষ্ণের সানন্দে॥

দামোদর কর্পূর চন্দন দিল অঙ্গে।
তাম্বুল যোগান রসিক মনের আনন্দে॥
তথাহৈতে দামোদর সত্বর গমণে।
অরণ্য ভিতরে গেলা পবনসাধনে॥
খর্ব্বা নামে নদী এক আছয়ে তথায়।
উত্তরিলা দামোদর গিয়া সেই ঠাঁয়॥
গহন কানন দিব্য রমনীর স্থান।
দামোদর দেখিলেন আপন নয়ন॥
আচম্বিতে সেই স্থানে কল্পতরু হেরি।
মণিময় সিংহাসন রত্নময় পুরী॥
নবীন কিশোর মূর্ত্তি শ্যামল সুন্দর।
ত্রিভঙ্গ ললিত বংশী শিখী পুচ্ছধর।
পীতবাস পরিধান মনোহর বেশে।
শ্যামানন্দে দেখিলেন তাঁর বাম পাশে॥
রত্নসিংহাসনে দেখি দোঁহা বিদ্যমান।
নিজ বেশে শ্যামানন্দ তাম্বুল যোগান॥
দেখি কৃষ্ণপ্রিয়ারূপ শ্যামানন্দ রায়।
চমকিতে দামোদর পড়িলেন পায়॥
আনন্দাশ্রু পুলকিত না যায় কথন।
দেখিয়া দোঁহার রূপ আপনা নয়ন॥
উঠিয়া শ্রীদামোদর করেন ক্রন্দন।
অন্তর্দ্ধান হইলেন নন্দের নন্দন॥
কোথা গেল পবন অভ্যাস যোগচিন্তা।
শীঘ্র চলিলেন ঘরে প্রেমময়ে মত্তা॥
ঘরে দেখে শ্যামানন্দ রসিকের সঙ্গে।
বসিছেন দোঁহে কৃষ্ণকথা মহারঙ্গে॥
দূর হৈতে দামোদর দেখি শ্যামানন্দে।
দণ্ডবত কায়ে ক্ষিতি পড়িলা আনন্দে॥
পরম আনন্দে শ্যামানন্দে কৈল কোলে।
দামোদরে কৃপা করি কহে কুতূহলে॥
যেরূপ দেখিলা তুমি আপনা নয়নে।
সব ছাড়ি সেইরূপ করহ ধিয়ানে॥
শুনিঞা প্রভুবাক্য কহেন দামোদর।
তুমি যদি কৃপা কর শরণ সোদর॥
তোমার মহিমা কিছু বুঝিতে না পারি।
ত্রিভুবনে কে বুঝিবে তোমার চাতুরী॥
মোরে কৃপা কর প্রভু দুরিকা নন্দন।
সবংশেতে বিকাইনু তোমার চরণে॥
দামোদর বচন শুনিয়া শ্যামানন্দ।
কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিল মনের আনন্দ॥
তবে তার দুই পত্নী মাতা ভাগ্যবতী।
সবংশে বিকাল পায় হঞা শুদ্ধমতি॥
কতদিন শ্যামানন্দ রহিল তথায়।
কৃষ্ণকথা তিন জন করেন সদায়॥
যত তন্ত্র মন্ত্র শাস্ত্র ভক্তি প্রেমময়।
রসিক দামোদরে কহিল কৃপায়॥
প্রথমেতে এই দুই শিষ্য মহাশয়।
প্রকাশ হইল শ্যামানন্দের কৃপায়॥
পূর্ব্বে নেত্রানন্দ কিশোর হরিদাস খ্যাতা।
তবে রসিক দামোদর জগতে বিখ্যাতা॥
তবে শ্যামানন্দ রায় গেলা নীলাচলে।
কতদিন রহি গেলা মথুরামণ্ডলে॥
রসিকের অপেক্ষা করিয়া সে ব্রজেতে
বনে বনে নিরবধি ভ্রমিতে ভ্রমিতে॥
দামোদর রসিকের মুখের বচন॥
শ্রদ্ধা করি শুধাইল তিন প্রভু স্থানে।
যে কিছু কহিল মোরে কৃপায় কারণে॥

নিরবধি সেই কথা জাগয়ে অন্তরে। প্রকাশ করিলুঁ এবে আজ্ঞা পাঞা শিরে॥
যে কিছু কহেন মোরে অচ্যুত নন্দন। সেইরূপে যশঃ মুই করিনু গ্রন্থন॥
ইথে দোষ না লইবে পণ্ডিত সুজন। রসিকমঙ্গল শুন সর্ব্ব কার্ষ্যজন॥
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ। আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল দক্ষিণবিভাগে দামোদর উদ্ধারনাম প্রথম লহরী সম্পূর্ণ।

তৃতীয় লহরী

রাগ করুনাশ্রী।

ঘোষা।

কোথা গেলে পাব শ্যামানন্দ জীবনআমার॥

জয় জয় শ্যামানন্দ অখিল জীবন। মোরে কৃপা কর গুণ গাই অনুক্ষণ॥
হেনরূপে কৃপা করি রসিক দামোদরে। শ্যামানন্দ রহিলেন শ্রীব্রজমণ্ডলে॥
হেনকালে সদাশিব দাসের আজ্ঞায়। শ্যামদাসী ঠাকুরাণী আইলেন তথায়॥
কতদিন রহিলেন হিজলীমণ্ডলে। পুনরপি লোক গেল আনিবার তরে॥
হেনকালে কতদিনে রসিক শেখর। তনিয়াতে প্রবেশিলা অনন্তের ঘর।
কতদিন রহিলেন রসিক সেখানে॥ হেনকালে ঠাকুরাণী আইলা সেস্থানে॥
কতদিন রহিলেন কৃষ্ণ কথা রসে। শ্যামদাসী স্থানে প্রভু কহেন হরিষে॥
ব্রজেতে যাইব আমি কহিনু নিশ্চয়। তুমি গিয়া থাক সব কুটুম্বের আলয়॥
শুনিয়া দুঃখিত বড় হৈল ঠাকুরাণী। তোমার যে ইচ্ছা প্রভু কি বলিব আমি॥
গৃহ ছাড়াইয়া মোরে আনিলে এথায়। এবে একা করি যাহ ইথে কি উপায়॥
মোরে সঙ্গে লঞা যাহ যদি আছে দয়া। কহিলেন রসিকেরে বিনয় করিয়া॥
শুনিয়া রসিক কহে শ্যামদাসী স্থানে। কোটি তীর্থফল হয় সাধুর সেবনে॥
হেন সাধুসেবা কর ঘরেতে বসিয়া। একবার আসি আমি শ্রীব্রজ দেখিয়া॥
তবে আমি লঞা যাব তোমায় নিশ্চয়। ঠাকুরাণী সঙ্গে সত্য করিল নির্ণয়॥
তবে গৃহে আইলেন শ্যামা ঠাকুরাণী। সবাস্থানে রসিকেন্দ্র করিল মেলানী॥
বনভূমি দিয়া গেল অযোধ্যার পথে। অনুরাগভরে গেলা ব্রজেতে ত্বরিতে॥
প্রথমে রসিক গেলা মথুরানগরে। কৃষ্ণ জন্মস্থান দেখি অশ্রুধারা গলে॥
তবে উত্তরিলা গিয়া বৃন্দাবনধামে। মদনগোপাল গোবিন্দে দেখে যতনে॥
কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমি দেখে সব দেবালয়। একে একে অধিকারী সবে সম্ভাষয়॥

যমুনা পুলিন দেখি হরষিত মন।
বৃন্দাবনপুরী ফিরি দেখে ঘনে ঘন ॥
কতদিন তথা রহি মনের আনন্দে।
ব্রজ দেখিবারে গেলা শ্রীরসিকানন্দে ॥
দ্বাদশ বন সব দেখেন একে একে।
যথা যেই লীলা কৃষ্ণ করিলা কৌতুকে ॥
ভদ্রবন লোহ শ্রীবন ভাণ্ডীরবন।
মহাবন তালবন খদির অরণ্য ॥
বহুলা কামোদ কাম্য মধু বৃন্দাবন।
আর যত বিদ্যমান আছে উপবন ॥
সর্ব্বস্থান দেখিলেন ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া।
নিরবধি কৃষ্ণাবেশে রোদন করিয়া ॥
বৈরাগ্যে উন্মত্ত চিত্ত নাহি বাহ্যজ্ঞান।
বনে বনে ভ্রমি বুলে দেখি লীলাস্থান ॥
গোবর্দ্ধনগিরি দেখি হরিল চেতন।
তবে শ্রীগোপাল রায় করিল দর্শন ॥
সেইদিন রহিলেন গোবর্দ্ধন স্থানে।
কৃষ্ণের স্মরণ করে বসিয়া নিগমে ॥
হেনকালে কৃষ্ণ ব্রজবাসী রূপ হৈঞা।
রসিকেরে দরশন দিলেন আসিয়া ॥
শুনহ রসিক তুমি আমার বচন।
শীঘ্র করি যাও তুমি উৎকল ভুবন ॥
সর্ব্বজীবে দেহ মোর ভক্তি আনন্দিতে।
মোর ব্রজবাসী যেন সেবে শুদ্ধ চিতে ॥
তোমার অপেক্ষা করি মোর শ্যামানন্দ।
মথুরায় দেখ গিয়া তাঁর পদদ্বন্দ্ব ॥
শুনিয়া এসব বাণী রসিক চাহিলা।
ব্রজবাসী রূপে কৃষ্ণ নয়নে দেখিলা ॥

দেখি মনোহর রূপ মূর্চ্ছিত হইয়া।
পড়িল ভূমিতে রসিক চরণ ধরিয়া ॥
উঠিয়া দেখিল কেহ নাই সেই স্থানে।
অনেক রোদন কৈল বিচ্ছেদ কারণে ॥
মথুরায় শ্যামানন্দ শুনিয়া শ্রবণে।
শীঘ্র শ্যামানন্দ স্থানে করল গমন ॥
হেনকালে রসিকেন্দ্র দেখি' গোবর্দ্ধন।
ব্রজ পরিক্রমা করি' গেলা বৃন্দাবন ॥
গুপ্তরূপে রহিলেন তিন দিন তথা।
ভ্রমি' দেখিলেন কৃষ্ণলীলা যথা যথা ॥
গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণের পাইল দরশন।
নিরবধি প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ॥
সর্ব্বাঙ্গে পুলকময় কদম্ব আকার।
নয়নের অশ্রুজল বহে অনিবার ॥
স্বেদ কম্প গদ গদ ঘনে বহে শ্বাস।
ভূমে পড়ি' বুলে রসিক না সম্বরে বাক্ ॥
প্রাণপতি কৃষ্ণ মোরে ছাড়ি কোথা গেলা।
কেমনে বাঁচিব না দেখিয়া নন্দলালা ॥
অষ্ট সাত্ত্বিকভাব সে শ্রীঅঙ্গে প্রকাশ।
অনুক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমে করেন বিলাস ॥
নিশি দিশি নাহি জানে নাই বাহ্যজ্ঞান।
কৃষ্ণ প্রাণপতি সদা করেন ধিয়ান ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি সদা সেরূপ ভাবিতে।
বড় উৎকণ্ঠিত চিত সেরূপ চিন্তিতে ॥
হেনকালে শ্যামানন্দ দর্শন কারণে।
বৃন্দাবন হৈতে কৈল মথুরা গমনে ॥
মথুরায় কেশবেরে দেখিল আনন্দে ॥
সেইস্থানে দরশন পা'ল শ্যামানন্দে ॥

দোঁহা দেখি দোঁহা হৈল মুগধ অন্তরে।
রসিক পড়িল শ্যামানন্দ পদতলে ॥
ত্বরিতে করিল কোলে শ্যামানন্দ রায়।
প্রেমে গদ গদ অশ্রু দোঁহার গলয় ॥
রসিকের মুখ মুছি শ্যামানন্দ রায়।
আসনের কাছে লয়ে বসাইল তায় ॥
পুঁছিলেন সব কথা মনের উল্লাসে।
তোমার অপেক্ষা করি আছি সবিশেষে ॥
ভাল হৈল দেখিলুঁ আইলা বৃন্দাবন।
ইবে আপনার ঘরে করহ গমন ॥
শুনিয়া রসিক কহে শুন প্রভু বাণী।
ব্রজে কিছুদিন রহিবারে অনুমানি ॥
ভালমতে না দেখিলুঁ সব ব্রজভূমি।
ঘরে স্থির না হৈলুঁ যাঁহার নাম শুনি ॥
সে ভূমি ছাড়িয়া আমি যাইব কেমনে।
আজ্ঞা কর কিছুদিন রহি বৃন্দাবন ॥
শুনি শ্যামানন্দ কহে মধুর বচন।
তোমা বিনা তথা দুঃখ পাবে পরিজন ॥
সবাই দিবেক মোরে নানা দোষভার।
চলি যাও মোর বাছা না কর জঞ্জাল ॥
তোমা আমা আজ্ঞা আছে উৎকল যাবারে।
কৃষ্ণ প্রেমভক্তি দিব সব ঘরে ঘরে ॥
মোর সাধুজন সেবা কর শুদ্ধচিতে।
ব্রজবাসিরূপে কৃষ্ণে দেখিলে সাক্ষাতে ॥
গোবর্দ্ধনে তোমারে কহিল যেই জন।
কেমনে সে আজ্ঞা তুমি করিবে লঙ্ঘন ॥
শুনিয়া রসিক বড় পা'ল চমৎকার।
নিশ্চয় কৃষ্ণপ্রিয় শ্যামানন্দ অবতার ॥
নিগমে একলা মুই করিলুঁ দর্শন।
এথা মোরে কহিলেন সব বিবরণ ॥
রসিক কহেন তবে শ্যামানন্দ স্থানে।
তোমার যে আজ্ঞা প্রভু সেই পরমাণে ॥
শুনি শ্যামানন্দ বড় আনন্দ হইয়া।
উৎকল গমন কৈল রসিকে লইয়া ॥
বনভূমি পথ দেঁহে আইলা ত্বরিতে।
নাগপুর দিয়া উত্তরিল সেগলাতে ॥
বিষ্ণুদাস বলিয়া আছেন ভাগ্যবান।
তার গৃহে আসি প্রভু করিল বিশ্রাম ॥
সবংশে হইলা শিষ্য সেই মহাশয়।
নাম আজ্ঞা কৈল তার দাস রসময় ॥
কতদিনে তথা হৈতে আইলা ত্বরিতে।
প্রবেশ হইলা আসি রসিক গৃহেতে ॥
রসিকে দেখিয়া সবে আনন্দে পাথর।
শ্যামানন্দ রসিকেন্দ্র হৈল পরচার ॥
উৎকলের তিমিরান্ধ নাশিতে উদয়।
শ্যামানন্দ সঙ্গে আইল অচ্যুত-তনয় ॥
রসিকেন্দ্র চূড়ামণি কৃপার কারণ।
সংক্ষেপেতে যশঃ মুই করিলু বর্ণন ॥
ইথে দোষ না লইবে পণ্ডিত সুজন।
রসিকমঙ্গল শুন সব কার্ষ্ণজন ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল - দক্ষিণ বিভাগে শ্রীরসিকের ব্রজমণ্ডল-দর্শননাম দ্বিতীয়-লহরী সম্পূর্ণ ॥

তৃতীয় লহরী

রাগ করুণাশ্রী।

ঘোষা কোথা গেলে পা'ব শ্যাম জীবন আমার ॥

জয় জয় শ্যামানন্দ অখিল জীবন।
মোরে কৃপা কর গুণ গাই অনুক্ষণ ॥
হেনমতে দিনে দিনে প্রেমের উল্লাস।
রসিকের হৃদয়ে হইল পরকাশ ॥
শ্যামানন্দ-কৃপায় হইলা প্রেমভক্তি।
কৃষ্ণ বিনে রসিক না জানে দিন রাতি ॥
গর্ভ হৈতে রসিকের প্রেমভক্তি ধ্যান।
তবে পাইলেন বেদশাস্ত্র পুরাণে প্রমাণ ॥
তবে গুরু-বচনে শুনিয়ে তত্ত্বকথা।
নিশি দিশি কৃষ্ণপ্রেমে হৈলা উনমত্তা।
চতুঃষষ্ঠী ভক্তি-অঙ্গ শাস্ত্রের প্রমাণ।
রসিকের হৃদে সবে থাকে অনুক্ষণ ॥
গৃহ ব্যবহারে কিছু না করে যতন।
সেই হেতু দুঃখ পায় সর্ব্ব গৃহজন ॥
আর সবে অচ্যুতের বৈকুণ্ঠ-গমনে।
ভাই ভাই হিংসন করয়ে জনে জনে ॥
তা'তে রসিক নিরবধি সাধুজন সঙ্গে।
নিরবধি কৃষ্ণকথা করিঞা আনন্দে ॥
কৃষ্ণ-ব্যবহার বিনা নাহি জানে আন।
ঘরে ঘরে যেই পায়েন অতিথি খাওয়ান ॥
গৃহে না থাকিলে ভিক্ষা করেন আপনে।
অতিথ-সেবা রসিক করে রাতিদিনে ॥
বৈষ্ণবেরে ষড়্‌রস করায় ভোজন।
কৃষ্ণের সমান করি পূজে সাধুজন ॥
সাধুজনার চরণ-জল খায় নিতি।
অবশেষে খায় নিত্য করিয়া ভকতি ॥
পত্রাবলি আপনি তোলেন নিজ করে।
জাতিবুদ্ধি না করেন মালা মাত্র গলে ॥
কোন জাতি হোউ তার না করে বিচার।
ঠাকুরাণী রসিক লয়েন শেষ তার ॥
সবা পাছে পতি পত্নী করেন ভোজন।
ক্রোধে জ্বলে গৃহজন দেখি এ লক্ষণ ॥
সবে বলে ভ্রষ্ট হইলেন এ নন্দন।
কুলেতে কলঙ্ক হবে ইহার কারণ ॥
কাহার নন্দন হঞা করে কোন্ কাজ।
বন্ধুগণ-সমাজে এ করাইবে লাজ ॥
হেনরূপে রসিকেরে ভর্ৎসেন সবায়।
কেহ অগ্রে কেহ পিছে বলেন সদায় ॥
তৃণ হেন নাহি মানে সে সব বচন।
দ্বিগুণ অধিক করে অচ্যুত-নন্দন ॥
সবাকারে বুঝায়েন নানাশাস্ত্রমতে।
সাধুসেবা কৃষ্ণসেবা নানাবিধি মতে ॥
সেই বোল শুনি কারো হয় শুদ্ধমতি।
তার মধ্যে কেহ কেহ পাষণ্ড দুর্ম্মতি ॥
দেখি নিরবধি জ্বলে এই আচরণ।
নানাছলে নানাকথা কহে দুর্ব্বচন ॥
সাধুজন-নিন্দাবাক্য রসিক শুনিয়া।
সহিতে না পারে প্রভু ক্রোধযুক্ত হৈয়া ॥
ঠাকুরাণী সঙ্গে আগে করিল বিচার।
সহন না যায় বন্ধুজনের ধিকার ॥

আমা তোমা যত বল্ সহিবারে পারি।
সাধুজন-নিন্দা আমি সহিতে না পারি॥
কৃষ্ণকে অধিক মোর বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমার কারণে তাঁর নিন্দার প্রচুর॥
নির্ভয় হৈয়া সাধু সেবিতে না পারি।
হেনরূপে গৃহে কেন বৃথা কাল হ'রি॥
তুমি মোর পতিব্রতা অতি প্রিয়সঙ্গিনী।
আমা চাহ যদি সঙ্গে চলহ আপনি॥
নিশ্চয় আমি না রহিব এ সবা সঙ্গে।
নহে তুমি থাক আমি খেলিব আনন্দে॥
শুনি এই বাক্য শ্যামদাসী ঠাকুরাণী।
যথা যা'বে তথা যা'ব তোমা সঙ্গে আমি॥
তোমা ছাড়ি কোন্ সুখে থাকিব এথায়।
তোমা সঙ্গে তরুতলে সেও শোভা পায়॥
তোমা সঙ্গে উপবন সেও জানি ভাল।
অবশ্য আমারে লয়ে চলহ সকাল॥
তোমা বিনা যে সম্পদ তাহে পড়ু বাজ।
তোমা বিনে এই গৃহে আমা কিবা কাজ॥
শুনি ঠাকুরাণী স্থানে এসব বচন।
মনোহর স্থান দেখি করিলা গমন॥
সুবর্ণরেখার দুই কূল দেখি বুলে।
মনোরম্য স্থান এক দেখি কুতূহলে॥
দেখল সুন্দর এক মনোহর স্থান।
কিবা বৃন্দাবন হেন দেখি বিদ্যমান॥
সুবর্ণরেখার কূল অতি সুশোভিত।
আম্র কাঁঠালের বন শোভে চারি ভিত॥
পুলিন সুন্দর নদী দেখিতে সুন্দর।
যমুনার জল যেমন দেখি পরিমল॥

অতি সুকমল স্থান কহন না যায়।
যতই বরষা করে কর্দ্দম না হয়॥
মল্লভূমি পরগণাতে চোরচিতাতপা।
তা'র মধ্যে ন্নয়াবসান বড়ই স্বরূপা॥
তাহার সমীপে এই গ্রাম মনোহর।
গুপ্ত হ'য়েছিল কারো না হয় গোচর॥
দেবেন্দ্রাদি সুপূজিত সেই স্থানখানি।
বৈকুণ্ঠ সমান স্থান ভূমি চিন্তামণি॥
চতুর্দ্দিকে কানন দেখিয়ে পরিমল।
নবীন সঘন কুঞ্জ দেখিতে সুন্দর॥
নানাতরু শোভে নানাপুষ্প ফল ফুলে।
সদাই থাকেন গ্রাম ভিতর বাহারে॥
সেই গ্রাম-শোভা কিছু কহন না যায়।
গুপ্ত বৃন্দাবন বলি' সব লোকে গায়॥
রসিকেন্দ্র চন্দ্র তা'তে করিলা আলয়।
শতমুখে তাঁর গুণ কহন না যায়॥
তা'র বিবরণ কহি শুন সর্ব্বজনে।
যেমন রসিক তথা করিল গমনে॥
রসিকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীনাথদাস।
কাশীপুর বলি' নাম করিলা প্রকাশ॥
দৈবে রাজা অধিপতি আপন ইচ্ছায়।
কাশীপুর গ্রামে তিঁহ করিলা আলয়॥
সে গ্রামে দেখি' রসিক আনন্দিত মনে।
কুটুম্ব সহিতে তথা করিল গমনে॥
চিরকাল বংশাবলি ঠাকুর আছিলা।
বলাৎকারে ভণ্ড রাজা তাঁহারে লইলা॥
আপনি তথায় গিয়া ঠাকুর আনিলা।
তাঁরে হৃদে বাঁধি রসিক গমন করিলা॥

বড়ই সম্পত্তি যা'র কুবের সমান।
কিছু না লইল তার তিল পরমাণ ॥
পতি পত্নী দোঁহে আর ঠাকুর সঙ্গেতে।
পরিলা বসন মাত্র গেলা ঘর হতে ॥
কাশীপুরে রহিলেন রসিক শেখর।
গ্রামের মধ্যেতে দিব্য করিলেন ঘর ॥
রসিকের সঙ্গে অষ্টসিদ্ধি নবনিধি।
যেখানে রহেন তথা খাটেন প্রসিদ্ধি ॥
এথা ভাই সব দুঃখী রসিক বিহনে।
সম্পত্তি হইল ছিন্ন ভিন্ন জনে জনে ॥
লক্ষ্মীকান্ত প্রিয়ভক্ত রসিক মুরারী।
সকল সম্পত্তি গেলা সঙ্গে কাশীপুরী ॥
হেনরূপে তথা থাকে রসিক শেখর।
শত শত সাধু সেবা করে নিরন্তর ॥
মনের ইচ্ছায় করে বৈষ্ণব সেবন।
অন্নজল ষড়রস বস্ত্র আভরণ ॥
আপনার হাতে সাধু চরণ প্রক্ষালে।
আপনি লয়েন পত্রাবলী করি শিরে ॥
নির্ভয়ে পায়েন শেষ আনন্দিত হৈয়া।
কুলভয় লাজ সব দূরে তেয়াগিয়া ॥
দিনে দিনে রসিকের হৈলা পরকাশ।
শুনিয়া আসেন তথা সব কৃষ্ণদাস ॥
হেনরূপে রসিকেন্দ্র থাকে কতদিন।
কতদিনে শ্যামানন্দ করে আগমন ॥
দেখি রসিকের আনন্দ না যায় ধরণ।
দণ্ডবতকায় ক্ষিতি পড়িলা চরণ ॥
তুলিয়া লইল কোলে প্রভু শ্যামানন্দ।
কহিলেন কৃষ্ণ কথা করিয়া আনন্দ ॥

অহর্নিশি রসিক সেবেন পদদ্বন্দ্ব।
নিশ্চয় জানিহ কৃষ্ণপ্রিয় শ্যামানন্দ ॥
কৃষ্ণকে অধিক করি পূজেন প্রভুরে।
রসিক আপনি নিরবধি সেবা করে ॥
শ্যামদাসী ঠাকুরাণী রাঁধেন আপনি।
লক্ষ্মী-অংশে অবতীর্ণ রসিক গৃহিণী ॥
অমৃত সমান রান্ধে সকল ব্যঞ্জন।
ষড়রসে শ্যামানন্দে করান ভোজন ॥
পিছে অবশেষ দোঁহে করেন গ্রহণে।
শ্যামানন্দ সেবা বিনা আন নাহি জানে ॥
কায়মনোবাক্যে শ্যামানন্দের শরণ।
নিষ্কপটে দোঁহে সেবা করে অনুক্ষণ ॥
মনঃসুখে শ্যামানন্দ যেই আজ্ঞা করে।
প্রাণপণ করি তাহা করেন সত্বরে ॥
অলঙ্ঘ্য বচন যবে কহে শ্যামানন্দ।
অবশ্য করেন তাহা রসিকেন্দ্র চন্দ্র ॥
দেহজ্ঞান নাহি তার শ্যামানন্দ স্থানে।
নিরবধি শ্রীচরণ করেন সেবনে ॥
শয়নে স্বপনে কিম্বা ঘুমে জাগরণে।
নিরবধি শ্যামানন্দ করেন ধিয়ানে ॥
শ্যামানন্দ বিনে তার আন নাহি গতি।
ভজেন রসিক সদা হয়ে শুদ্ধমতি ॥
সর্ব্বস্বভাবেতে শ্যামানন্দের চরণে।
সবংশে বিকাল পায় আর নাহি জানে ॥
হেন গুরুভক্ত কেহ না হয়েছে হবে।
পূর্ব্বে যেন গুরু সেবা কৃষ্ণ বলদেবে ॥
হেনরূপে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের প্রতি।
ভজেন অভেদরূপে হৈয়া দৃঢ়মতি ॥

বহু কৃপা রসিকের শ্যামানন্দ রায়।
যথা যায় তথা ল'য়ে সঙ্গেতে বেড়ায়॥
একদিন রসিকেন্দ্র শ্যামানন্দ স্থানে।
কহিলেন গৃহে শ্রী মূর্ত্তির বিবরণে॥
শ্রীমূর্ত্তি আছেন গৃহে চিরকাল হ'তে।
তাঁর নাম আজ্ঞা কর যেই লয় চিতে॥
শুনি শ্যামানন্দ কহে মধুর বচনে।
গোপীবল্লভ রায় বলিবে সর্ব্বজনে॥
এ গ্রামের নাম শ্রীগোপীবল্লভপুর।
ইথে সাধু-কৃষ্ণ সেবা হ'বে প্রচুর॥
অনেক আনন্দ হবে এ গ্রাম-ভিতরে।
বৃন্দাবন সম এই হবে পরচারে॥
এ গ্রাম-মহিমা কিছু কহিতে না জানি।
প্রকাশ হবেন এথা গোবিন্দ আপনি॥
যেইরূপে ধ্যানেতে করিয়ে নিরীক্ষণ।
বিদ্যমান সেইরূপ দেখিবে সর্ব্বজন॥
কতদিন কৃষ্ণ হেনরূপে আচম্বিতে।
পরকাশ হবেন গোবিন্দ এ গ্রামেতে॥
এ গ্রামেতে অধিকারী শ্যামদাসী মাতা।
সেই হ'তে সেবায় করিল নিয়োজিতা॥
উদাসীন রসিক সে আমার সঙ্গেতে।
নিরবধি ভ্রমিবেন জীব উদ্ধারিতে॥
শ্রীগোপীবল্লভপুর শ্যামদাসীস্থানে।
সাধুসেবা কৃষ্ণসেবা কৈল সমর্পণে॥
সেইদিন হ'তে সেবা বাড়ে দিনে দিনে।
মহাদীপ্ত স্থান হৈলা আজ্ঞা পরমাণে॥
শ্যামানন্দ রসিকেন্দ্র উৎকল প্রবেশ।
সেই হ'তে প্রেমভক্তি বাড়য়ে বিশেষ॥
শতমুখে কহিলেও কহা নাহি যায়।
সে ভক্তি কাহার শক্তি করিবে নির্ণয়॥
কিছুমাত্র সংক্ষেপে করিলু প্রচার।
যে কিছু কহিল মোরে অচ্যুত-কুমার॥
ইথে দোষ না লইবে পণ্ডিত সুজনে।
অনুক্রম দোষ কিছু না লইবে মনে।
রসিকমঙ্গল শুন সর্ব্ববন্ধুগণ।
অবিলম্বে পাবে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি-ধন॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল দক্ষিণ-বিভাগে শ্রীগোপীবল্লভ প্রকাশ-নাম তৃতীয়লহরী সম্পূর্ণা।

চতুর্থ লহরী

রাগ — মোল্লার

ঘোষা। দৈত্যদলন দৈত্যারি।
ধ্রু। জয় জয় শ্যামানন্দ বন্দ শ্রীচরণ।
কৃপা কর যশঃ যেন করিহে বর্ণন॥
হেনমতে দিনে দিনে ভক্তির উদয়।
করিলেন রসিক শ্রীশ্যামানন্দ রায়॥
একদিন রসিকেরে কহে শ্যামানন্দে।
আমারে এক ভিক্ষা দেহ মনের আনন্দে॥

এই ভিক্ষা—সব জীবে কর পরিত্রাণ।
সবাকারে দেহ 'হরে কৃষ্ণ' ষোল নাম ॥
ব্রহ্ম ক্ষেত্র বৈশ্য শূদ্র যত যত জন।
চণ্ডাল পুরুশ হূণ আছে যত জন ॥
সবাকারে কর কৃষ্ণপ্রেমভক্তি দান।
তোমাস্থানে এই ভিক্ষা মাগিনু নিদান ॥
কিবা রাজা কিবা প্রজা কিবা সাধুজন।
কিবা শিশু কিবা বৃদ্ধ কিবা স্ত্রীরিগণ ॥
সবা স্থানে আপনি ফিরিবে নিরন্তর।
হরিনাম-গ্রহণ করাবে ঘরে ঘর ॥
শুনি শ্যামানন্দবাক্য রসিক-শেখর।
দণ্ডবৎ করি উঠে জুড়ি দুই কর ॥
কতদিন তথা হৈতে শ্যামানন্দ রায়।
জীব-পরিত্রাণে ভ্রমে আপনা লীলায় ॥
দামোদরে সেই আজ্ঞা করিলু যুগতে।
সর্ব্ব জীবে হরিনাম শুনাহ ত্বরিতে ॥
সেই হৈতে শিষ্য করে অচ্যুতনন্দন।
সবাকারে দিল কৃষ্ণপ্রেমভক্তিধন ॥
দিনে দিনে ভক্তির হইল পরচার।
কৃষ্ণপ্রেমময় হৈলা সকল সংসার ॥
ব্রহ্ম ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র কিবা অন্য জন।
রসিক-পরশে হয় অনন্যশরণ ॥
লৌহ যেন পরশ ছুঁইলে হয় সোনা।
রসিক-পরশে কাষ্ঠ হৈল সর্ব্বজনা ॥
সকল সংসার হৈলা প্রেমভক্তিময়।
উৎকলে রসিক-চাঁদ হইল উদয় ॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলা ঘরে ঘরে।
বৈষ্ণবের সেবা করাইলা পরচারে ॥

আদ্য শিষ্য কালন্দী ভক্তদাস যবন।
তবে শ্যামগোপাল দীন শ্যামনারায়ণ ॥
তবে রামকৃষ্ণ পরমানন্দ ভূধর।
গোউর গোপাল গোপীনাথ শ্রীগোকুল ॥
প্রথমেতে শিষ্য হৈলা এই দশজন।
এই হৈতে শিষ্য হৈলা কে করে গণন ॥
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু তার বিবরণ।
যে গ্রামে যে লীলা করে অচ্যুতনন্দন ॥
ধারেন্দা বলিয়া এক আছে পুণ্যস্থান।
প্রথমে সে গ্রামে কৈল প্রয়াণ ॥
অতি মনোহর স্থান দেখিতে সুন্দর।
সে গ্রামের অধিপতি ভীম শীরিকর ॥
বড় সম্পত্তি তাহার বড় মহাজন।
শুদ্ধ গোপজাতি কুল বড়ই চলন ॥
নানাদেব দেবী পুজে করিয়া স্থাপনা।
বোদা মহিষ কাটে নাহিক গননা ॥
নানাজীব হত্যা করে হৈয়া অচেতন।
না জানি কৃষ্ণ বলি আছেন কোন জন ॥
বৈষ্ণব দেখিলে তারা করে উপহাস।
কুটুম্ব পুষিতে নারি ছাড়িয়াছ বাস ॥
যবে পেটে পুষিবারে নার তোমা সবা।
অন্ন দিব তোমা সব কর এই সেবা ॥
নানা উপহাস করে সাধুজন দেখি।
বলিতে না পারে সাধু কৃষ্ণে করে সাক্ষী ॥
অত্যন্ত অদ্ভুত দুষ্ট ভীম শীরিকর।
প্রজাজন সাধুগণ ডরে নিরন্তর ॥
সহস্র সহস্র টাকা নৃপে নাচ দিয়া।
বাদাবাদি বৌদাপোড় কাটে মত্ত হৈয়া ॥

না শুনে কীর্ত্তন নাহি লয় হরিনাম।
দুষ্ট কর্ম্ম বিনা তার নাই আর কাম॥
কিবা অজামিল কিবা জগাই-মাধাই।
তা হ'তে অসুর বড় এই দুই ভাই॥
ভীমের নন্দিনীগর্ভে হ'য়েছেন জাত।
শ্রীরসময় বংশী মথুর তিন ভ্রাতা॥
আদ্য-শ্যামানন্দী তিঁহ হইলা প্রকাশ।
কুটুম্ব সহিতে তাঁ'রা সে গ্রামে নিবাস॥
পূর্ব্বে দামোদরস্থানে হৈল উপদেশ।
দুই ভাই বৈষ্ণব হইলা বিশেষ॥
তাঁ'র গৃহে উত্তরিলা রসিক-শেখর।
আপনার প্রিয় ভৃত্য জানিয়া সত্বর॥
দেখি রসময় বংশী আনন্দিত হৈয়া।
দণ্ডবৎ কায় ক্ষিতি চরণে লোটায়া॥
উত্তম আসন করি' বসায় রসিকে।
সুবাসিত জলে পাদ প্রক্ষালে কৌতুকে॥
সবংশে খাইলেন শ্রীচরণের জল।
সবংশে মানিল আজ জনম সফল॥
বড় ভাগ্যবান্ বংশী রসময়দাস।
সকল পুঁছিল প্রভু বসাইয়া পাশ॥
শ্যামানন্দ আজ্ঞা মোরে কবিল নিশ্চয়।
উৎকলেতে প্রেমভক্তি করহ উদয়॥
সেই আজ্ঞা শিরে করি' হইলু বাহার।
দুষ্ট কর্ম্ম ছাড়াইয়া করিতে সন্তশীল॥
শুনি যে অসুর বড় ভীম শীরীকর।
কেমনে বৈষ্ণব হয় এ দুষ্ট সকল॥
এ দুষ্ট বৈষ্ণব যদি হয় বড় কার্য্য।
দেখ দেখি বৈষ্ণব হইবে সব রাজ্য॥

তবে রসময়ে বংশী কহে সব কথা।
বড়ই অসুর দোঁহে জগতে বিখ্যাতা॥
তুমি যদি কৃপা কর এসবার প্রতি।
তবে হয় এসবার কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি॥
তুমি যারে অনুগ্রহ করিবে যতনে।
যত দুষ্ট হউক সে হৈবে সাধুজনে॥
রসিক-মহিমা জানে বংশী রসময়।
জানিলে এ দোঁহে সাধু হইবে নিশ্চয়॥
সকল সম্পূর্ণ সুখ রসময় ঘরে।
ষড়রসে ভোজন করায় দ্বিজবরে॥
দুগ্ধ দধি ঘৃত সে উত্তম শালী অন্ন।
পক্কান্ন মিষ্টান্ন ভোগ কৈল নিবেদন॥
ভোজন মণ্ডলী করি' রসিক বসিলা।
বৈষ্ণব সঙ্গে প্রসাদ পাইতে লাগিলা॥
হেনকালে পিতা সঙ্গে শ্রীতুলসীদাস।
রসময় বংশী সঙ্গে করিলা নিবাস॥
রসময় জ্যেষ্ঠ পুত্র তুলসীর সনে।
বাল্য হৈতে থাকেন সে অভেদ মিলন॥
প্রথমে কিশোরমূর্ত্তি দেখিতে সুন্দর।
তুলসী গায়েন যেন কোকিল সুস্বর॥
হেনকালে প্রবেশ হইলা সেই স্থানে।
যেখানে রসিকচন্দ্র করেন ভোজনে॥
গাইতে লাগিল সুখে কা'রে নাই শঙ্কা।
এতকে কালিয়া কানু তিনু ঠাঁই বাঁকা॥
কোকিল জিনিয়া শ্রুতি অতি মনোহর।
শুনি গান রসিকের বিদরে অন্তর॥
বসন ভিজিল সব নয়নের জলে।
ভাসিলেন রসিকেন্দ্র প্রেমের হিল্লোলে॥

আদর করিয়া লৈয়া বসাইলা পাশে।
পুনঃ পুনঃ এই পদ গাওয়ান্ বিশেষে॥
সন্ধ্যা হৈতে বসিলেন ভজন করিতে।
কোন্ দিকে রাত্র গেল এই পদ গাইতে॥
ভাবেতে আকুল চিত্ত না রহে ক্রন্দন।
ভাবাবেশ দেখি' চমৎকার সর্ব্বজন॥
ক্ষণেক সম্বরি' পুছে এ নন্দন কা'র।
রসময় কহিলেন সকল ব্যবহার॥
হৃদয়ানন্দের শিষ্য গঙ্গাতে নিবাস।
পিতা-পুত্রে এথা কীর্ত্তন কৈলা প্রকাশ॥
ঠাকুর গোপালদাস বড় মহাজন।
সুবলের শিষ্য হরিনামপরায়ণ॥
সংকীর্ত্তন দেখিয়া শ্যামানন্দ রায়।
যত্ন করি' পিতা পুত্রে রাখিল এথায়॥
শুনি' আনন্দে রসিক কৃষ্ণ-প্রেমভাবে।
অবশ্য এ গোষ্ঠী আমা সঙ্গে বিহরিবে॥
সেই দিন হৈতে রসময় গোষ্ঠী রঙ্গে।
তুলসী সহিত রসিক করিলা সঙ্গে॥
প্রথম প্রমোদ কিছু কহি বিবরণ।
রসিকমঙ্গল শুন সব সাধুজন॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল দক্ষিণ—বিভাগে রসময়--তুলসী-মিলন-নাম চতুর্থ লহরী সম্পূর্ণা॥

—০—

পঞ্চম-লহরী

রাগ—নারাণী গোড়া

ঘোষা। মোর কৃষ্ণ গুণনিধি।
অনাথশরণ বড় দয়ার অবধি॥
জয় জয় শ্যামানন্দ বন্দ শ্রীচরণ।
নিরবধি গাই যেন যশঃসংকীর্ত্তন॥
তবে রসময়গৃহে রসিকশেখর।
কৃষ্ণপ্রেমে সংকীর্ত্তনে হইলা বিভোর॥
চারি মাস রহিলেন রসিক সে গ্রামে।
কৃষ্ণপ্রেমে-সংকীর্ত্তন কৈল স্থানে স্থানে॥
প্রথম প্রমোদে সেই হৈতে দিল মন।
রাজা প্রজা উদ্ধারিল সকল ভুবন॥
সর্ব্বজীবে রসিকেন্দ্র দিল পদছায়া।
তার বিবরণ কহি শুন মন দিয়া॥
যেমনে বৈষ্ণব কৈলা ভীম শীরিকয়ে।
তার বিবরণ কহি শুনহ সকলে॥
একদিন সভা করি' ভীম শীরিকর।
বসিছেন আপনার গৃহের ভিতর॥
সেইখানে রসিক সগোষ্ঠি করি' সঙ্গে।
ভীম শীরিকরে গিয়া সম্ভাষিল রঙ্গে॥
বৈষ্ণব বেশে দেখি সে রসিকেন্দ্র চন্দ্র।
সংকোচে না বলে কিছু ক্রোধে হৈল অন্ধ॥
কহিতে না পারি ভীম বলে ধিৎকারিয়া।
কোন কার্য্য কৈলে অচ্যুতের পুত্র হৈয়া॥

বয়স তোমার সবে বিংশতি বৎসর।
কোন্ সুখে বৈষ্ণব হইলা শিশুবর॥
হেন বুদ্ধি কেবা দিল ছাড়ি লেখ, পড়া।
বোলাইলে কানা পিঁধি জানিয়া ঝগড়া॥
এ বয়সে বৈষ্ণব হইলে কার বোলে।
কুটুম্ব পুষিবে তুমি কেমন প্রকারে॥
মল্লভূমি দেশেতে অধিপতি অচ্যুত।
তার কুলে জনমিল হেনই কুপুত॥
বেড়াইবে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা মাগি।
অচ্যুতের বংশে লজ্জা হবে তোমা লাগি॥
ভাল হৈল দেখা বাপু হৈল তোমা সনে।
ফিরি গিয়া লেখা-পড়া করহ সদনে॥
ধাতুর্বাদ্য কথা সব তোমারে না শোভে।
এসব কহিয়ে তোমা অচ্যুতের স্নেহে॥
শুনিয়া ভীমের এত কঠোর বচন।
হাসিয়া রসিক কহে মধুর বচন॥
শুন ভীম শীরিকর আমার বচনে।
যত পৌরাণিক আছে তোমার এখানে॥
সভামধ্যে সবাকারে আনহ ত্বরিতে।
যেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কহে শাস্ত্র অনুমতে॥
ষড়শাস্ত্র বেদ স্মৃতি গীতা ভাগবত।
ব্যাস শুক জনকাদি নারদাদি মত॥
করিব বিচার আজি নানাশাস্ত্র মতে।
যেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হয় শাস্ত্রের যুগতে॥
যবে সব শাস্ত্র কহে কৃষ্ণ পরমাণ।
তবে ছাড়ি এক কৃষ্ণে কর ধ্যান॥
পূর্ব্বের বাসনা আছে ভীম শীরিকর।
আরে রসিকের আছে কৃপা বহুতর॥
শুনিয়া বলিল এই বাক্য সারোদ্ধার।
সে রাজ্যের পণ্ডিত আনাইল অপার॥
ভীমের আজ্ঞায় আইল সব দ্বিজগণ।
সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা চারিবেদ পরায়ণ॥
জানকী হরিচন্দন সবাই আইলা।
রাজা প্রজা ভট্টাচার্য্য সবে প্রবেশিলা॥
মণ্ডলী করিয়া সবে বসিলা বিচারে।
সবারে প্রমোদ করে রসিক শেখরে॥
রসিকের ব্যাখ্যা কেহ লঙ্ঘিতে না পারে।
ব্যাসের সম্মত বেদশাস্ত্রের বিচারে॥
সবাকার গর্ব্ব চূর্ণ রসিক করিলা।
শাস্ত্রের তত্ত্বার্থ কেহ দিতে না পারিলা॥
এক-শ্লোক নানা ভাতি রসিক বাখানে।
শব্দার্থে সিদ্ধান্ত করে স্বামী পরমাণে॥
নারিল উত্তর দিতে সর্ব্ব দ্বিজগণে।
নিষ্কপটে কহি' ভীম শীরিকর স্থানে॥
রসিক যে কহে ব্যাসের বচন।
রসিক বচন সবে করিল পালন॥
নিজমুখে শুনি ভীম শ্রীকর আনন্দে।
সবংশে শরণ হৈলা শ্রীরসিকানন্দে॥
যেই দুই ভাই হৈল অনন্য শরণ।
সবাই ভজিল দোঁহে কৃষ্ণের চরণ॥
জীবহত্যা আদি সব ছাড়িল সত্বরে।
অনন্য শরণ হৈয়া কৃষ্ণের কিঙ্করে॥

সবাকারে উপদেশ রসিক করিলা।
দিনে দিনে যুথ যুথ হইতে লাগিলা॥
কিবা দ্বিজ কিবা শূদ্র কিবা অন্ত্যজন।
উপদেশ হৈয়া সবে কৃষ্ণে দিল মন॥
রসিক দিলেন সবাকারে প্রেমভক্তি।
রসিক পরশে হৈলা সবে শুদ্ধমতি॥
ধারেন্দা নগর হৈলা যেন ব্রজপুর।
ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন করেন প্রচুর॥
আনন্দে ভাসেন সবে কৃষ্ণ অনুরাগে।
সে প্রেম দেখিয়া সবা চমৎকার লাগে॥
সে গ্রামে রহিলা প্রভু করিয়া যতন।
দেখিতে সুন্দর স্থান অতি মনোরম॥
আর সব লোকে দেখি কৃষ্ণপ্রেমময়।
বন বেহারন লীলা করেন সদায়॥
পুর্ব্বে যেন কৃষ্ণ সব বালকে লইয়া।
বন বেহারন কৈল কৌতুক করিয়া॥
সেই অন্বেষণে প্রভু করে নানালীলা।
বালা হৈতে কৃষ্ণলীলা করে নানাখেলা॥
কিশোর বয়সী শিশু করিয়া সঙ্গতি।
বেশ বনায়েন যার যেমন আকৃতি॥
নানাফুল গাঁথিয়া আনেন নানাভান্তি।
সন্ধ্যাতে সাজেন যেন ব্রজের যুবতি॥
তার মধ্যে কৃষ্ণ করে কোন কোন জন।
দেখিতে আশ্চর্য্য শোভা না যায় কথন॥
দিব্য বস্ত্র পরিধান নূপুর কিঙ্কিণী।
হেনরূপে সাজায়েন রসিক আপনি॥
আপনি হয়েন বেশ সে সবার সঙ্গে।
নৃত্য গীতে বন হৈতে আইসেন রঙ্গে॥

বীণা বেণু রবাব মৃদঙ্গ করতাল।
পাখোয়াজ ডম্ফ বাঁশী মন্দিরা রসাল॥
কপিনাশ সারঙ্গ পিণাক কেহ বায়।
স্বর মণ্ডল আদি নানাযন্ত্র মিলায়॥
নানা অঙ্গ ভঙ্গে নৃত্য করে শিশুগণ।
তুলসী রসময় গোষ্ঠী সঙ্গে সংকীর্ত্তন॥
সেই দিন হৈতে সঙ্গে এ সব বিহরে।
জন্মে জন্মে এ সব রসিক কিঙ্করে॥
ব্রজে কৃষ্ণ বন হৈতে আইসেন ঘরে।
সেইরূপে লীলা করে রসিক শেখরে॥
দেউটী মশাল চন্দ্রোদয় বহু জ্বলে।
শত শত লোক আসে দেখিবার তরে॥
দেখিয়া সকল লোক লাগে চমৎকার।
সবে বলে রসিকেন্দ্র অংশ অবতার॥
নানাগীত নানাবাদ্য সংকীর্ত্তন রসে।
মহা আনন্দেতে গ্রাম হয়েন প্রবেশে॥
নিতি নিতি এই মত করে নানালীলা।
প্রতিঘরে সংকীর্ত্তনে অচ্যুতের বালা॥
পরমমাধুর্য্য রূপে জগজন মোহে।
সবাকারে কৃষ্ণকথা অনুক্ষণ কহে॥
সে বচন শুনিয়া সবাই আনন্দিত।
দর্শনমাত্রেকে সবে হয় শুদ্ধচিত॥
হেনমতে ধারেন্দাতে বড় সুখ পায়্যা।
কত দিন রহিলেন প্রেমাবেশ হৈয়া॥
সে সব সুখের কিছু কহন না যায়।
সংক্ষেপে রচিল কিছু রসিক কৃপায়॥
ক্ষণে ক্ষণে যত লীলা করিল মুরারী।
কোটী মুখে সেই লীলা কহিতে না পারি॥

তা'র যে স্বভাব কিছু করিনু বর্ণন।
হৃদে থাকি' যেবা কহে অচ্যুতনন্দন॥
রসিকমঙ্গল শুন সকল সংসার।
আনন্দে গাইয়া তর ঘোর কলিকাল॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল দক্ষিণ বিভাগে ভীম-শ্রীকর-উদ্ধার--নাম পঞ্চম লহরী সম্পূর্ণা।

—০—

ষষ্ঠ-লহরী

রাগ বরাড়ী। পাঞ্চালী ছন্দ॥

জয় জয় শ্যামানন্দ, সবকার প্রেমানন্দ
অখিল ভুবন প্রেমদাতা।
কৃপা কর প্রভু মোরে, তুয়া গুণ যেন স্ফুরে,
গাই যেন তুয়া যশগাথা॥
হেনমতে ধারেন্দাতে, রহিলেন দিন কত,
নানাসুখে করে সংকীর্ত্তন।
আপনার নিজালয়ে, শ্রীগোপীবল্লভ রায়ে
মন কৈল বিভার কারণ॥
কারিকর আনাইয়া, ঠাকুরাণী প্রকাশিয়া,
বিভার সামগ্রী কৈল তথা।
রসময় বংশীঘরে, কৈল দ্রব্য উপহারে,
সবাকারে কহে বিভা-কথা॥
মহোৎসব দুই তিন, সবে ইথে দেহ মন,
করিব রসময়ের ঘরে।
শুনি সবেই আনন্দে, আইলেন সর্ব্বারম্ভে,
নানাদ্রব্য নানা উপহারে॥
যথা যথা সাধুগণ, দিয়া তারে নিমন্ত্রণ,
আনাইল রসিকশেখর।
আনাইয়া দ্বিজগণ, করি লগ্ন শুভক্ষণ,
বেদধ্বনি করে দ্বিজবর॥
মহোৎসব অধিবাস, করি রসময়দাস,
ঠাকুর আনাইলা তথায়।
তিন মহোৎসব করি, দোঁহার মিলন করি,
আনন্দেতে ভাসিল সবায়॥
নানাবাদ্য কোলাহল, হইল বিভা মঙ্গল,
নিশি দিশি-সুখে নাহি জানে।
ছা'ড়' সবে গৃহতত্ত্ব, এই রসে সবে মত্ত,
কৃষ্ণপ্রেমে ভাগে সর্ব্বজনে॥
দেখিয়া যুগলরূপ, রসিক পাইলা সুখ,
নয়নে গলয়ে শতধার।
স্বেদ কম্প গদ গদ, পুলক সর্ব্বাঙ্গ সব,
ঘনে নিরখয়ে কতবার॥
মহোৎসব মহানন্দে, বিভোর রসিকানন্দে,
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত দিন রাতি।
নানাবিধি পক্কার, ষড়রস উপহার,
সাধুগণ ভোজন সঙ্গতি॥
করি তিন মহোৎসব, বিদায় করিলা সব,
যথাবিধি বস্ত্র দ্র...ভার।
সবাকারে সন্তোষিয়া, প্রেমে বিনয় করিয়া
সাধুগণে করিল ব্যবহার॥

হেনমতে বিভা সারি, গেলা প্রভু নিজপুরী
ঠাকুরকে করিয়া সংহতি।
ধারেন্দায় সর্ব্বজনে, বিচ্ছেদে আকুল মন,
রসিক জপই দিন রাতি।
বালক-বৃদ্ধ-স্ত্রীগণ, কান্দিয়া না ধরে মন,
নিশি দিশি রসিক ধিয়ান।
পূর্ব্বে যেন ব্রজনারী, কৃষ্ণের বিচ্ছেদে ঝুরি,
সবাকার হরি' নিলা জ্ঞান॥
এথা সে রসিক রায়, মনেতে করি সবায়,
কৃষ্ণভাবে করেন ক্রন্দন।
কৃষ্ণপ্রেমে যত লীলা, সেই স্থানে যে করিলা
স্মরি স্মরি কান্দে ঘনে ঘন॥
কতদিনে এক পত্র, লিখিল যে অভিমত,
যে যে স্থানে করিলা যে লীলা।
অত্যন্ত রহস্যভাবে, লেখি সব অনুভবে,
যার সঙ্গে যে করিল খেলা॥
যেখানে যে কৃষ্ণলীলা, করিল অচ্যুতবালা
লেখিলুঁ সকল বিবরণ।
সুন্দর সে সরোবর অতি পরিমল স্থল,
গহন কানন তরুগণ॥
ত লোক বৈসে তায়, লেখিলেন তা' সবায়,
কৃষ্ণকথা কহিল যার সঙ্গে।
সব লেখি একে একে, পাঠাইল নিজ লোকে
নারায়ণ রামকৃষ্ণ রঙ্গে॥
সংকীর্ত্তন পূর্ণ করি, বসিলা মণ্ডলী করি,
রসিকের লেখা শুনিবারে।
এক এক পদ শুনি সবার বিদরে প্রাণী
কান্দিয়া উঠিল উচ্চৈঃস্বরে॥

সবাই আকুল হঞা সে প্রেম লেখা শুনিয়া
ধরণ না যায় কার প্রাণ।
কৃষ্ণপ্রেমে সবে ভাসে রসিকচরণ আশে
সবলোক প্রেমে অগিয়ান॥
রসিকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ° ° ° °
লিখা শুনি হরিল চেতন।
কৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাভবে বিচ্ছেদের অনুরাগে
লিখাতে সে সব বিবরণ॥
শুনি সর্ব্বজন কান্দে রসিকের প্রেমানন্দে
কেহ কেহ ভূমে গড়ি যায়।
লিখা শুনি জগন্নাথ ভাবে হৈলা ভূমিগত
কান্দনা সে কহন না যায়॥
পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণভাবে ব্রজাঙ্গনা অনুরাগে
শুনিয়া সে সব প্রেমকথা।
সবাই আকুল হঞা রসিকেরে সমধিয়া
গায়েন রসিক গুণগাথা॥
হেনমতে সর্ব্বজন নিশি দিশি অনুক্ষণ
ধিয়ায় রসিক শ্রীচরণ।
ধন্য ভাগ্য সে সবার তপস্যার ফল তার
সঙ্গে খেলা করে অনুক্ষণ॥
রসিক মঙ্গল গাথা গাও সবে যশঃকথা
ভজহ রসিক শ্রীচরণ।
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্বে মাথায় করি আনন্দে
গায় রসময়ের নন্দন॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল দক্ষিণ বিভাগে
শ্রীশ্রীগোপীবল্লভ রায় বিবাহ বর্ণন নাম
ষষ্ঠ লহরী সম্পূর্ণ।

সপ্তম লহরী

রাগ — বরাড়ী

ঘোষা কৃপানিধি হে দয়ার শ্যাম।
পতিত দুর্গত জনে কর অবধান॥
জয় জয় শ্যামানন্দ জগতজীবন।
রসিকদেবের নিজ প্রিয় প্রাণধন॥
হেনরূপে রসিক আছেন নিজগৃহে।
দিনে দিনে প্রেমভক্তি করিল উদয়ে॥
দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলা অতি প্রভা।
সহস্র সহস্র বৈষ্ণব হয় নিত্য সেবা॥
কৃষ্ণকে আধিক্য করি পূজে সাধুজনে।
সাধু-সেবা বিনে আর কিছু নাহি জানে॥
দিনে দিনে সেবা বড় বাড়িতে লাগিলা।
কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে অচ্যুতের বালা॥
শ্রীগোপীবল্লভ ০ ০ ০ ০ ০।
আপনি বসিয়া বেশ করায়েন রঙ্গে॥
নানাদিনে নানাবেশ করে নানাভাতি।
কৃষ্ণসেবা বিনে না জানয়ে দিন-রাতি॥
চতুঃষষ্টি ভক্তি অঙ্গ করে নিরন্তর।
আপনি সাধিয়া সবে শিখায় তৎপর॥
একে একে সব ভক্তি করেন সদায়।
রসিক চরিত কিছু কহন না যায়॥
দৃঢ়ভাবে করিলেন শ্রীগুরু আশ্রয়।
দৃঢ়ে কৃষ্ণদীক্ষা আদি শিখিল নিশ্চয়॥
দৃঢ় বিশ্বাসেতে কৈল শ্রীগুরুসেবন।
সাধু যেই মার্গ কহে দৃঢ়ে সে বর্ত্তন॥
সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা দৃঢ়ে করেন সাধুস্থানে।
ভোগত্যাগ কৃষ্ণের নিমিত্তে দৃঢ় মনে॥

দৃঢ়ে রসিক রমণ যে রেন পুণ্যস্থানে।
দ্বারকা গঙ্গাতে ব্রজে কৃষ্ণসন্নিধানে॥
দৃঢ়ে সর্ব্বজন ক.র সব ব্যবহার।
সেই করে যে অ.র্থ ব্যতীত আপনার॥
দৃঢ়ভাবে করে হরিবাসর সম্মান।
অশ্বত্থ তুলসী ধাত্রী যত পুণ্যস্থান॥
কৃষ্ণের বিমুখ প্রাণী দূরে সঙ্গত্যাগ।
বহুশিষ্য করিবারে নাহি অনুরাগ॥
মহা আরম্ভাদি যত না করে কখনে।
স্বভাবে যে শুভারম্ভ নাই ত্রিভুবনে॥
বহু গ্রন্থ কলা যত কৃষ্ণের বিমুখ।
অভ্যাস না করে তাহা জানিয়া স্বরূপ॥
বাদ বিবর্ত্তিয়া ব্যাখ্যা সবারে সন্তোষে।
ব্যবহার কৃপণতা না করে বিশেষে॥
শোক আদি যত আছে তাহে বিবর্জ্জিত।
অন্য দেব অবজ্ঞা না করে কদাচিত॥
উদ্বেগ না করে যত প্রাণী মহীতলে।
সেবা নামে অপরাধ নাহি কোনকালে॥
কৃষ্ণদ্বেষী ভক্তদ্বেষী নিন্দে যতজনে।
এ সবার সহ সঙ্গ না করে কখনে॥
বৈষ্ণবের চিহ্ন সব রসিকের অঙ্গে।
হরিনামাক্ষর সব লিখি অঙ্গে অঙ্গে॥
০ ০ ০ ০ ০
নৃত্য দণ্ডপরণাম করে একে একে॥
দৃঢ়ে অভ্যর্থনা করে দেখি সাধুজনে।
অনুব্রজে আনেন দেখিয়া সাধুজনে॥

দেবালয়ে শ্রীমূর্ত্ত্যাদি যত পুণ্যস্থান।
পরিক্রমা করেন রসিক ভাগ্যবান॥
দৃঢ়ভাবে রসিকেন্দ্র কৃষ্ণে পূজা করে।
দৃঢ়ভাবে সেবা করে রসিক শেখরে॥
সুস্বরে গায়েন গীত কৃষ্ণের সমীপে।
কখন সে সংকীর্ত্তন কখন সে জাপ্যে॥
আনন্দেতে স্তবপাঠ করে রসিকেন্দ্র।
আস্বাদেন নৈবেদ্য পাদ্য মকরন্দ॥
ধূপ মাল্য চন্দনাদি করেন আঘ্রান।
শ্রীমূর্ত্তি পরশ করে শাস্ত্রের প্রমাণ॥
নিরীক্ষণ করেন কৃষ্ণেরে দৃঢ়ভাবে।
আরাত্রিক আদি যত কৃষ্ণের উৎসবে॥
শ্রবণ করেন দৃঢ়ে কৃষ্ণ গুণ কীর্ত্তি।
বিনয় করেন কৃষ্ণে করিয়া কাকুতি॥
স্মরণ করেন দৃঢ়ে কৃষ্ণ গুণ নাম।
দৃঢ়ে করেন রসিক কৃষ্ণের ধিয়ান॥
কখন কৃষ্ণের সঙ্গে করে দাস্যভাব।
কখন কৃষ্ণের সঙ্গে সখ্য অনুরাগ॥
কখন কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেমভক্তিরসে।
সে অষ্ট সাত্ত্বিকভাবে প্রেমানন্দে ভাসে॥
কৃষ্ণেরে রসিক করে আত্ম নিবেদন।
নিজ প্রিয় দ্রব্য সব কৃষ্ণে সমর্পণ॥
নানা চেষ্টা করে সে কৃষ্ণের কারণে।
সর্ব্বাত্মভাবে রসিক কৃষ্ণের শরণে॥
নিরবধি কৃষ্ণভক্তে করেন সেবন।
পূজে কৃষ্ণ সম মানী ভক্তের চরণ॥
কৃষ্ণের সমান করি পূজে যথাবিধি।
তুলসী, শাস্ত্র, মথুরা, বৈষ্ণব আদি॥

যথা বৈভবে এ সব সামগ্রী করিয়া।
মহোৎসব করে রসিক সগোষ্ঠী লৈয়া॥
কার্ত্তিকেতে কৃষ্ণ সেবা করেন বিশেষ।
যাত্রা জন্ম আদি যত করিয়া উদ্দেশ॥
শ্রীমূর্ত্তি-চরণ-অঙ্ঘ্রি বিশেষ স্নেহেতে।
পূজেন রসিকচন্দ্র দৃঢ়ভাবে চিত্তে॥
রসিক সগোষ্ঠী সঙ্গে ভাগবতকথা।
রসিকচন্দ্র আস্বাদ করেন সর্ব্বথা॥
সজাতীয় সব কাম্পে দেখি সাধুবর।
হেন সাধুজন সঙ্গ করে নিরন্তর॥
রসিক করেন সদা নাম সংকীর্ত্তন।
মনে মথুরাতে স্থিতি অচ্যুত নন্দন॥
রসিকের ভক্তি কিছু কহনা না যায়।
কৃষ্ণভক্তি মূর্ত্তিমন্ত সেই মহাশয়॥
যাহারে করুণা করে রসিকশেখর।
চতুঃষষ্টি ভক্তিতে সে হয় তৎপর॥
দর্শনমাত্রেতে হয় অনন্যশরণ।
কৃষ্ণ বিনে আন নাহি জানে কোন জন॥
কৃষ্ণপ্রেম ভাব প্রকাশিল চারিদিকে।
রসিক-কৃপায় কৃষ্ণে হৈলা অনুরাগে॥
দিনে দিনে প্রেমভক্তি হইলা উদয়।
করিলেন শ্যামানন্দ রসিক রায়॥
ধ্যান শরণ আদি শয়ন ভোজনে।
রসিক না জানে কিছু শ্যামানন্দ বিনে॥
কিবা ঘরে অভ্যন্তরে কিবা দেশান্তরে।
গুরু কৃষ্ণ-সাধু-সেবা রসিকেন্দ্র করে॥
আপনি সাধিয়া শিখায়েন সর্ব্বজনে।
ভক্তি দেখি চমৎকার লাগে ত্রিভুবনে॥

গুরু-কৃষ্ণ-সাধু-আজ্ঞা না করে লঙ্ঘন।
করেন রসিকচন্দ্র করি প্রাণপণ॥
সাধু আজ্ঞা করে সুঘটন দুর্ঘটন।
অবশ্য আনন্দ করে অচ্যুত-নন্দন॥
রসিক সংবশে যবে সাধু বিচে কিনে।
সংবশে রসিক বিকায় আনন্দিত মনে॥
বৈষ্ণবের চিহ্ন মাত্র দেখে যার স্থানে।
পুজেন তাহারে দৃঢ়ে কৃষ্ণের সমানে॥
কিবা দ্বিজ কিবা ন্যাসী কিবা শূদ্র আদি।
হূণ পুলিন্দ ম্লেচ্ছ অন্ত্যজ পুকসাদি॥
সবাই আনন্দ হয় রসিক পরশে।
কৃষ্ণ প্রাণপতি বিনে কিছু নাই বাসে॥
হেনমতে গৃহেতে রসিক মহাশয়।
গুরু কৃষ্ণ সাধু সেবে সুদৃঢ় হৃদয়॥
সর্ব্বজীবে করিলেন প্রেমভক্তি দান।
বেদশাস্ত্র তত্ত্ব অর্থ করিয়া বাখান॥
দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল প্রেমভক্তি।
রসিক কৃপায় হৈলা সবে শুদ্ধমতি॥
কহন না যায় কিছু রসিক মহিমা।
সর্ব্বগুণে গুণধর লাবণ্য গরিমা॥
তাঁর অনুগ্রহে কিছু করিল বিদিত।
শ্যামানন্দ রসিকের পুণ্য যশঃকীর্ত্তি॥
রসিকমঙ্গল শুন সর্ব্ববন্ধুজন।
অবিলম্বে পাবে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি-ধন।
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ॥
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গলে দক্ষিণ—বিভাগে চতুঃষষ্ঠী-ভক্তি-প্রকাশ-নাম সপ্তম-লহরী সম্পূর্ণা॥

অষ্টম লহরী

রাগ কৌশিক।

ধোয়া।

চাঁদ বদন হেরি, রূপ না দেখিলে মরি,
কামিনী কেমনে প্রাণ ধরে।
জয় জয় শ্যামানন্দ গোপকুলশশী।
জয় রসিকেন্দ্রচন্দ্র কৃষ্ণের প্রেয়সী॥
হেনমতে দিনে দিনে ভক্তি উদ্দীপন।
করিলেন সর্ব্বদেশে অচ্যুত-নন্দন॥
রসিক-চরিত অতি পরম গহন।
কহন না যায় তাঁর যত গুণ করম॥
কিবা ব্যাস নারদাদি নারায়ণ সম।
ঈশ্বর বলিয়া পুজে জগতের জন॥
যত গুণ ধরে কৃষ্ণ জগত জীবন।
রসিকের অঙ্গে রহে সে সব লক্ষণ॥
অতি মনোহর অঙ্গ রসিক শেখর॥
সর্ব্বসুলক্ষণযুত রসিকেন্দ্রবর।
অত্যন্ত মনোহর সে কহন না যায়।
সর্ব্বতেজময় মূর্ত্তি অচ্যুত তনয়॥

ভক্তিবলে বলীয়ান্ কিশোর ভজন।
ভজনে তন্ময়মূর্ত্তি সদাই তরুণ॥
নানাদেশে নানা ভাষা অদ্ভুত কথন।
কহেন রসিকচাঁদ অতি বিলক্ষণ॥
সব তত্ত্বকথা কহে অচ্যুত নন্দন।
অমৃত সমান লাগে কহে যে বচন॥
বড় বাগ্মী সুপণ্ডিত নাহিক তুলনা।
রসিক সমান বুদ্ধি নাহি কোন জনা॥
উত্তর করিলে প্রত্যুত্তর করে বাণী।
সর্ব্বগুণে প্রবীণ রসিক গুণমণি॥
বড়ই প্রতিভান্বিত রসিক শেখর।
বিদগ্ধকলাতে পূর্ণ অচ্যুত কুমার॥
চতুরের শিরোমণি অচ্যুত তনয়।
দক্ষ সর্ব্বকার্য্যে বিচক্ষণ মহাশয়॥
সুকৃতি সকল ধর্ম্ম জানেন সাক্ষাত।
নিরবধি করেন সুদৃঢ়ে কৃষ্ণব্রত॥
দেশ কাল সুপাত্রেতে রসিকেন্দ্র খ্যাত।
শাস্ত্র দৃষ্টি নিরবধি জগতে বিখ্যাত॥
বড় শুচিমন্ত প্রভু জগত জীবন।
কৃষ্ণপ্রেমে বশ কৈল এ তিন ভুবন॥
অতিশয় স্থিরমূর্ত্তি রসিক শেখর।
ইন্দ্রগণ জিনি তপোবন্ত কলেবর॥
অত্যন্ত অদ্ভুত ক্ষমা করে সর্ব্বজীবে।
হেন সুশীলতা কেহ না হৈছে না হবে॥
বড়ই গভীর ধৈর্য্য রসিক মুরারী।
সমবুদ্ধি সর্ব্বজীবে সর্ব্বগুণশালী॥
বড় দাতা রসিক নাহিক পটান্তর।
তুলনা দিবারে নাই জগত ভিতর॥
সর্ব্বধর্ম্মে ধার্ম্মিক রসিক মহাশয়।
ভক্তিবলে বলীয়ান্ জগতপাপক্ষয়॥
অদ্ভুত করুণ [illegible]র্ত্তি সর্ব্বজীবে দয়া।
মান্যজনে মান্য করে সদয় হইয়া॥
সর্ব্বদিনে সুখী বড় রসিকেন্দ্র চন্দ্র।
সবাকার সৌহার্দ্দি সে সবার আনন্দ॥
প্রেমের অধীন বড় অচ্যুত নন্দন।
শুভকারী রসিকেন্দ্র এ তিন ভুবন॥
কৃষ্ণভক্তি প্রতাপী রসিক চূড়ামণি।
যাঁর প্রতাপে কুবিদ্যা ছাড়িলা ধরণী॥
রসিক দেবের কীর্ত্তি জগতে বিদিত।
সর্ব্বজন অনুরক্ত যাঁহার চরিত॥
সর্ব্বলোক সাধুর আশ্রয় রসিকেন্দ্র।
ভক্তির প্রভাবে মন হরে জনবৃন্দ॥
অতি ভাগ্যবান জগতের যত জন।
রসিকে দর্শন করে মানী কৃষ্ণ-সম॥
সবাকার আরাধ্য রসিক মহাশয়।
বহুমান সম্পত্তি বড়ই সুখোদয়॥
সুশিষ্ট চরিত অতি রসিকশেখর।
ত্যাগী আত্মা বড়ই বিনয়ী কলেবর॥
অতি লজ্জাবন্ত রসিকেন্দ্র মহোদয়।
শরণ জনের প্রতিপালক নিশ্চয়॥
অত্যন্ত গরিষ্ঠ গুণ ঈশ্বর সমান।
শতমুখে কহা নহে তাঁর গুণগ্রাম॥
ধন্য পৃথ্বী ধন্য উৎকল ধন্য পুণ্যধাম।
ধন্য পিতা ধন্য যে গর্ভে বিশ্রাম॥
ধন্য গ্রাম সেই যথা লভিলা জনম।
ধন্য সেই স্থান যথা পড়ে সে চরণ॥

ধন্য সেই গ্রাম যাতে করেন নিবাস।
ধন্য সেই স্থান যথা প্রেমের বিলাস॥
ধন্য সঙ্গীগণ যার সঙ্গেতে বিহার।
ধন্য সে কুটুম্ব বন্ধু সব পরিবার॥
ধন্য উৎকলের সব নর-নারীগণ।
যে করয়ে রসিকের চরণ দর্শন॥
দরশনে সর্ব্বপাপ হয় বিমোচন।
রসিক বচন শুনি জুড়ায় শ্রবণ॥
কোমল গভীর মৃদু মধুর সে বাণী।
কোথাও মিশ্রিত নহে সে মধুর ধ্বনি॥
অমৃত সিঞ্চিত হয় অক্ষরে অক্ষরে।
সে বচন শুনি' সবে আপনা পাসরে॥
মন্দ মন্দ হাসি মুখে সদাই বরিষে।
রূপ দেখি' সব লোক প্রেমানন্দে ভাসে॥
খণ্ডিল লোকের মনে যত দুর্ব্বাসনা।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি-মূর্ত্তি হৈল সর্ব্বজনা॥
হেনরূপে গৃহেতে রসিক নিশি-দিনে।
গুরু-কৃষ্ণ-সাধু সেবা করে অনুক্ষণে॥
হেনরূপে কতদিনে শ্যামানন্দ রায়।
বড় বলরামপুরে করিলা বিজয়॥
প্রমোদ করিলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রসে।
শ্যামানন্দ আশ্রে সব করিলা বিশেষে॥
বহু শিষ্য হৈল সেই গ্রামে নরনারী।
গোপীনাথ জগন্নাথ অক্রূর শ্রীহরি॥
রাধাবল্লভদাস বালক মনোহর।
শ্যামদাস আদি সব শ্যামানন্দ-অনুচর॥
রাজা প্রজা সবাই হইল অনুগত।
কৃষ্ণ-দীক্ষা লৈল সবে ছাড়ি' নিজ মত॥
বন মে সবলোকে করিলেন দয়া।
সবাকারে শ্যাম নন্দ দিল পদছায়া॥
কতদিনে তথা হৈতে শ্যামানন্দ রায়।
রসিকেরে আনিবারে দূতেরে পাঠায়॥
লেখিলেন নিজ হস্তে পত্র একখানি।
ত্বরিতে আমারে আসি দেখিবে আপনি॥
কৃষ্ণসেবা সাধুসেবা রসিক করিয়া।
ভোজনে বসিলা পাছে প্রসাদ লইয়া॥
প্রথম গরাস মাত্র করিছে গ্রহণ।
হেনকালে লেখা আসি হৈল উপসন॥
লেখাতে আজ্ঞা আসিবে ত্বরিতে।
দ্বিতীয় প্রসাদ গ্রাস আছে তাঁর হাতে॥
উঠিলেন রসিকেন্দ্র গুরু আজ্ঞা শুনি।
সুবর্ণরেখাতে হস্ত ধুইলা আপনি॥
আচমন করিয়া চলিল সেই মুখে।
দিবা অবসান হৈলা আঁধার সন্মুখে॥
ব্যাঘ্র গণ্ডার হস্তী সব বৈসে বনভাগে।
দিবসে না যায় একা বড় ভয় লাগে॥
সে পথে রসিক একা করিলা গমন।
মন্দ মন্দ বৃষ্টি মেঘে আচ্ছাদে গগন॥
অন্ধকারে আপনি আপনা নাহি দেখি।
হেন বেলা একেশ্বর ভোজন উপেক্ষি॥
আজ্ঞা শিরে করি হরেকৃষ্ণ নাম করি।
প্রবেশিল রসিকেন্দ্র বলরামপুরী॥
দেখি শ্যাম নন্দ বড় সন্তুষ্ট হইলা।
আলিঙ্গন করি সন্মুখে বসাইলা॥
পথশ্রান্তে উপবাসে শুষ্ক মুখ দেখি।
পুঁছিলেন কেমনে সে আইলা শীঘ্রগতি॥

কোন কথা না কহে লজ্জায় হেটমাথা।
কতক্ষণে ভৃত্য সব মিলিলেন তথা॥
কহিলেন গমনে সব ব্যবহার।
শুনি প্রভু মনঃদুঃখ করিল অপার॥
স্নান ভোজনাদি করি বসি সভা করি।
কহিলেন শুন বাপু রসিক মুরারি॥
শুনিলুঁ ধারেন্দা তুমি করিলা বৈষ্ণব।
ইবে উপদেশ কর বনভূমি সব॥
আমার মনেতে আছে এক অভিলাষ।
করিব পঞ্চমদোল বোইশাখ মাস॥
বড়কোলা স্থান বড় দেখিতে সুন্দর।
গহন কানন আম্র নদী মনোহর॥
মহোৎসব-আরম্ভ করিল সেই স্থলে।
সর্ব্বদ্রব্য তুমি লঞা আইস সকালে॥
আমি তথা গিয়া আগে করিব প্রচার।
তুমি তথা ধারেন্দাতে করহ সুসার॥
তথা হৈতে শ্যামানন্দ করিল গমন।
রসিকমঙ্গল শুন সর্ব্ববন্ধুগণ॥
যে যে স্থানে যে যে লীলা কৈল দুইজন।
সংক্ষেপে তাহার কিছু করিব বর্ণন॥
মানুষিক লীলা বলি না করিহ মনে।
যুগে যুগে অবতরি লীলা ভিন্নে ভিন্নে॥
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল দক্ষিণ বিভাগে
গুরুভক্তি প্রদর্শন নাম অষ্টম লহরী
সম্পূর্ণা।

---o---

নবম লহরী

রাগ—কামোদ। পঞ্চালী ছন্দ॥

জয় জয় শ্যামানন্দ ত্রিভুবন-জনবন্দ্য
ভুবনপাবনবানা।
ওহে জগত্র জীবন রসিকের প্রাণধন,
সদয় জীবে করুণা॥
বলরামপুরে রসিকশেখরে
রহিলা কত দিন।
হেন সময়েতে বৈষ্ণব বিংশেতে
আইলা তথা সে দিন॥
করি' সম্ভাষণ দিল মিষ্ট অন্ন
সব শিদা আদি দিল।
ঘৃত নাহি মাত্র হৈল অর্দ্ধরাত্র
রসিকে ভৃত্য কহিল॥
শুনিয়া সত্বরে ঘৃত আনিবারে
নগর ভিতরে গেলা।
আঁধার রজনী পথ নাহি চিনি
ম্লেচ্ছ-ঘরে প্রবেশিলা॥
পালঙ্ক উপরে ম্লেচ্ছ দুরাচারে
বৈ.স দম্পতী সহিতে।
রসিক সেখানে করিলা গমনে
ক্রোধে দুষ্ট ধরি' হাতে॥

রসিক দেখিয়া কহেন হাসিয়া
হাতে ধরি তার রঙ্গে ॥
শুন মহাজন মার কি কারণ
তার নাহি কিছু দায়।
তোমার হাতখানি ব্যথা পাবে জানি
এ কঠিন মোর গায় ॥
শুনিয়া মোগল চমৎকার হৈল
ছাড়ি রসিকের কর।
কৃতাঞ্জলি করিয়া চরণ ধরিয়া
ভুমে পড়িলা সত্বর ॥
রসিক ত্বরিতে আনিলা সে ঘৃতে
দিল বৈষ্ণব সমাজে।
দিন দুই তিনে সেই সে যবনে
হইল তার অকাজে ॥
ঘোড়া হাতী যত আচম্বিতে হত
সম্পত্তি গেলা না চিনি।
স্ত্রীর আদি যত সবে হৈল হত
প্রাণ লৈয়া টানাটানি ॥
রসিক মহিমা দেখি সর্ব্বজনা
সবে লাগে চমৎকার।
আতঙ্ক হইয়া মোগল আসিয়া
শরণ প্রভু তোমার ॥
মুঞি অপরাধী কি জানি স্তুবুদ্ধি
অগাধ বড় মহিমা।
শরণ পঞ্জর সর্ব্বগুণধর
মোরে করহ করুণা ॥
শুনি তার বাণী কহেন আপনি
শুন শুন মহাশয়।
কৃষ্ণ ভজ গিয়া সর্ব্বজীবে দয়া
সম্পত্তি হবে নিশ্চয় ॥
মানি সে বচন সাধু যে যবন
হৈলা রসিক শরণ।
পুনর্ব্বার তার সম্পত্তি অপার
রসিক দয়া কারণ ॥
রসিক মহিমা দিতে নাহি সীমা
এই জগত বিখ্যাতা।
তবে রসিকেন্দ্র আজ্ঞা শ্যামানন্দ
বহু দ্রব্য কৈল তথা ॥
সব দ্রব্য লয়া ধারেন্দা আসিয়া
রসিক প্রবেশ হৈলা।
রসময় ঘরে রসিকে শেখরে
সে দিন তথা রহিলা ॥
সব পারমার্থি আনায়ে ত্বরিতি
কহি সব বিবরণ।
শ্যামানন্দ রায় আজ্ঞা কৈল মোয়
পঞ্চম দোল কারণ ॥
সকল সম্ভার কর যে যাহার
বহু দ্রব্য নানারূপে।
বসন্ত পুর্ণমী বৈশাখ যামিনী
যাত্রা অতি অপরূপে ॥
আগে আমি গিয়া স্থল বানাইল
মণ্ডপ করি রচনা।
শ্যামানন্দ স্থানে কহি বিবরণে
পাছে চল সবজনা ॥
শুনি সবজন আনন্দিত মন
কৈল বহু দ্রব্য ভার।

প্রথম মিলন সুখী সর্ব্বজন
কৈল অনেক সন্তার ॥
রসিকের গুণ শুন সর্ব্বজন
ভজ রসিক চরণ।
শ্যামানন্দ পদ সকল সম্পদ
রসময়ের নন্দন ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল দক্ষিণ বিভাগে
পঞ্চমদোল আয়োজন নাম নবম
লহরী সম্পূর্ণা।

—০—

দশম লহরী

রাগ—বরাড়ী

ঘোষা। কৃপানিধি হে দয়ার শ্যাম।
পতিত দুর্গতি জনে কর অবধান ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ বল্লভের প্রাণ।
অখিল ভুবনবন্ধু করুণা নিদান ॥
হেনরূপে রসিকেন্দ্র করিলা গমন।
সে দিন বসন্তপুরে করিলা বিশ্রাম ॥
মাধব শ্রীহরিদাস মদনমোহন।
শ্যামানন্দ প্রভুর এ শিষ্য তিনজন ॥
তার ঘরে রহিলেন রসিকশেখর।
সঙ্গেতে বালক দশ বিংশ সহচর ॥
দিন দুই তিন রহিলেন সেই গ্রামে।
বহু শিষ্য করিলেন রসিক সেখানে ॥
সবাকারে কহিলেন যাত্রা বিবরণ।
সবে চল দোলযাত্রা করিতে দর্শন ॥
যার যেই ইচ্ছা লহ নানাদ্রব্য ভার।
সবাস্থানে এই বাক্য করহ প্রচার ॥
তথা হৈতে রসিকেন্দ্র করিলা গমন।
বড়কোলা গ্রামে প্রভু করিলা দর্শন ॥
পুছিলেন শ্যামানন্দ রসিকের প্রতি।
কোন্ দ্রব্য আনাইলা করিয়া সঙ্গতি ॥
কহিলেন রসিকেন্দ্র শ্যামানন্দ-স্থানে।
কোন চিন্তা না করিবে দ্রব্যের কারণে ॥
মহোৎসব সময়ে আসিবে দ্রব্যভার।
সর্ব্বজন আনিবে যথাশক্তি যাঁর ॥
দেশে দেশে সব কথা করিলুঁ প্রচার।
বহু দ্রব্য আসিবেক নানা উপহার ॥
শুনি আনন্দিত হৈল শ্যামানন্দ রায়।
মণ্ডপ করিতে আজ্ঞা করিল সবায় ॥
আজ্ঞা পাঞা মণ্ডপ কারল সর্ব্বজন।
রাসস্থলী মণ্ডপ সে করিল রচন ॥
নানা ভাস্তি চন্দ্রাতপ বান্ধিল তোরণা।
নানা বস্ত্র ফুলঝারা না হয় গণনা ॥
চতুর্দ্দিকে রম্ভাবৃক্ষ করিয়া স্থাপন।
দেখিতে সুন্দর স্থান গহন কানন ॥
আম্র পনস লেবু জাম্বির কমলা।
টাভা শতকরা সব বৃক্ষে ঝারা ঝারা ॥
অতি মনোহর স্থান দেখিতে সুন্দর।
বৈকুণ্ঠ সমান হৈলা পরম উজ্জ্বল ॥
পাটনেত চামার মণ্ডল নানা ভাস্তি
বৈশাখী পূর্ণিমা-চন্দ্র উজ্জ্বল সে রাতি ॥

সর্ব্বদেশের আইলা রাজা প্রজাগণ।
স্ত্রীরি পুরুষ বালক লক্ষ লক্ষ জন॥
রসিকের আজ্ঞা কৈল শ্যামানন্দ রায়।
ধায় দার আনহ ঠাকুর শ্যামরায়॥
আজ্ঞা পাঞা রসিকেন্দ্র করিলা গমন।
ভীমের মন্দিরে গিয়া কৈল উপসন॥
রসময় চিন্তামণি বংশীরে কহিলা।
শ্যামরায়ে বিজে করাইহ বড়কোলা॥
শ্রীপঞ্চম দোলযাত্রা হইবে তথায়।
ত্বরিতে করাহ বিজে তথা শ্যামরায়॥
শুনিয়া আনন্দে সবে করিলা গমন।
ঠাকুর লইয়া তথা গেলা সর্ব্বজন॥
শঙ্খ মহুরী নানাবাদ্য রবাব বীণা।
জয় জয়কার করি দুন্দুভি বাজনা॥
প্রবেশ হইলা সবে বড়কোলা স্থানে।
গন্ধ অধিবাস করিলেন সেই দিনে॥
পূর্ণিমাতে মহোৎসব জুড়িয়া আনন্দে।
দোলযাত্রা মহোৎসব বড় সুখানন্দে॥
বহু সম্প্রদা আইলা কীর্ত্তন করিতে।
বহুত বৈষ্ণব আইলেন চারিভিতে॥
অপ্রমিত লোক হৈলা না হয় গণনা।
রাজা ভুঞা আইলেন করিয়া বাজনা॥
মেদিনীপুরের সুবা আইলা তথায়।
লক্ষ লক্ষ লোক হৈলা কহন না যায়॥
দেউটী মশাল চন্দ্রোদয় নানা ভাতি।
আনন্দেতে লোকে না জানে দিনরাতি॥
অনেক আইলা দ্রব্য নানা উপহার।
সর্ব্বজন দিল দ্রব্য নানা পরকার॥

কিবা রাজা কিবা প্রজা কিবা যাত্রীগণ।
সবাকারে সন্তুষ্ট করিল জনে জন॥
সংকীর্ত্তন দুন্দুভি বাজনা নানা ভাতি।
সিঙ্গা বেণু বিষাণ সঙ্গীত কত জাতি॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পুরিল জয়কার।
দুন্দুভি শবদে কিছু না শুনয়ে আর॥
দেবলোক নরলোক একত্রে হইয়া।
নাচেন আনন্দে সুখে মণ্ডলী করিয়া॥
আনন্দে মজিল সবে নাহি দেহ জ্ঞান।
বৈকুণ্ঠ অধিক হৈলা সেই সব স্থান॥
সে সুখ দেখিয়া সবে লাগে চমৎকার।
লক্ষ লক্ষ মণ ফাগু, চুয়া ভারে ভার॥
কর্পূর চন্দন সুবাসিত ফুলদামে।
কেবা আনে কেবা দেই কেহ নাহি জানে॥
রঙ্গময় হৈলা সবে আবির ভূষিতে।
হাতেক প্রমাণ ফাগু পড়িলা ভূমিতে॥
সবে বলে হেন সুখ না দেখি কখন।
আনন্দে মজিল সব নরনারিগণ॥
শত মুখে কহা নহে সে সুখ বিহার॥
শ্যামানন্দ রসিকের প্রথম বিহার।
হেনকালে বিশ্বনাথ ভুঞা মহাশয়।
শশধর ভুঞা আর কনিষ্ঠ তনয়॥
হরিচন্দনের ভ্রাতা রাজ্য অধিপতি।
সঙ্গীত সাহিত্যে যোগ্য বড় শুদ্ধমতি॥
সর্ব্বগুণে গুণধর কুলশীল মান।
যাত্রা দেখিবারে তথা করিলা প্রয়াণ॥
রসময় বংশী সনে অভেদ মিলন।
শ্যামানন্দ রসিকের করিলা দর্শন॥

রসিকের স্থানে বংশী কহে বিবরণ।
অনুগ্রহ কর প্রভু করিয়া যতন॥
বড়ই প্রবীণ এই সঙ্গীত সাহিত্যে।
প্রেমভক্তি দান দেহ ইহারে ত্বরিতে॥
রাজ্য অধিপতি হরিচন্দনের ভাই।
ইহারে করহ কৃপা রসিক গোসাঞী॥
হেন যোগ্য শিষ্য যবে হয়েন তোমার।
অনেক করিবে এই জীবের উদ্ধার॥
বংশী বাণী শুনি কহে রসিক শেখর।
শ্যামানন্দ স্থানে শিষ্য করহ সত্বর॥
এ বোল শুনিয়া কহে বিশ্বনাথদাস।
জন্মে জন্মে মুই তোমা নিজ ভৃত্য দাস॥
তুয়া পদ বিনে মোর আন নাহি গতি।
তুমি মোর প্রাণনাথ কুল শীল জাতি॥
তোমার চরণ বিনে নাহি জানি আন।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি মোরে করহ প্রদান॥
শুনিয়া রসিক অতি দৃঢ় বাণী তার।
বিশ্বনাথে কৃষ্ণকথা করিলা প্রচার॥
মন্ত্র উপদেশ কৈল রসিকশেখর।
প্রেমে নাম দিল তাঁর শ্যাম মনোহর॥
তন্ত্র মন্ত্র সব দিল শ্যাম মনোহরে।
আজ্ঞা দিল সর্ব্বজীবে করহ উদ্ধারে॥
সেই দিন হ'তে শ্যাম মনোহরদাস।
ছাড়িল সকল চেষ্টা বিষয়-বিলাস॥
অনন্যশরণ হৈলা রসিক-পরশে।
বহু শিষ্য করিলেন সর্ব্ব দেশে দেশে॥
জন্মে জন্মে অনেক সে তপস্যা কারণে।
সবংশে শরণ লৈলা রসিক-চরণে॥
রসিকেন্দ্র চন্দ্র বিনে নাহি জানে আন।
গর্ভ হৈতে রসিকের করেন ধিয়ান॥
সঙ্গীতের বিশারদ শ্যাম মনোহর।
রসিক-কৃপায় প্রেমমূর্ত্তি কলেবর॥
বড় বাগ্মী সুপণ্ডিত সেই মহাশয়।
সম্মুখে উত্তর দিতে কেহ না পারয়॥
বাদী বিবাদী তর্ক পাতঞ্জল আদি।
সাঙ্খ্য সাঙ্খ্যায়ণ মীমাংসা যতেক প্রসিদ্ধি॥
শৈব শাক্ত সৌর গাণপত্য যত জন।
শ্যাম মনোহর সবা করিল দলন॥
রসিক-কৃপায় হৈলা সর্ব্বশাস্ত্র-জ্ঞাতা।
চারি বেদ তত্ত্ব শ্যাম মনোহর বক্তা॥
কৃষ্ণপ্রেমে ডগমগী করীন্দ্র গমন।
কৃষ্ণানন্দে খেলে সে সকল ভুবন॥
হেনমতে রসিকের অগাধ মহিমা।
ত্রিভুবনে উপমা দিবারে নাহি সীমা॥
হেনরূপে দোলযাত্রা করিয়া আনন্দে।
বিদায় করিলা প্রভু বৈষ্ণব বৃন্দে॥
বস্ত্র আভরণ দিয়া করিল বিদায়।
সে সকল সুখ কিছু কহন না যায়॥
সংক্ষেপে করিনু কিছু স্বভাব বর্ণন
রসিকমঙ্গল শুন সর্ব্ববন্ধুগণ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল- দক্ষিণ—বিভাগে
পঞ্চমদোল-নাম-দশমলহরী-সম্পূর্ণা॥

একাদশ লহরী

রাগ— মোল্লার

ঘোর দৈত্যদলন দৈত্যারি ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ কৃপা অবতার।
প্রেমভক্তি দিয়া কৈল জীবের উদ্ধার ॥
হেনকালে দোলযাত্রা করি মহাশয়।
সর্ব্ববৈষ্ণবের তথা করিল বিদায় ॥
হেনকালে সে দেশের যবন রাজন।
হরবোলা বলি দুষ্ট বড়ই দুর্জ্জন ॥
দোল মহোৎসব আসি' দেখিল নয়নে।
আশ্চর্য্য দেখিয়া বলে যবন রাজনে ॥
নর নহে, নারায়ণ এই মহাজন।
ইহার চরণ আমি করিলু দর্শন ॥
শুনি কহে শ্যামানন্দ রসিকের প্রতি।
চল যাই দেখিব যবন অধিপতি ॥
দেখিলেন গিয়া প্রভু যবন রাজন।
দেখি' বহু মান্য কৈলা তুষ্ট সে যবন ॥
শ্যামানন্দ স্থানে কহে সেই সে যবন।
মহোৎসব কর এথা শুন মহাজন ॥
সকল সম্ভার দিব নাহি কিছু দায়।
হিন্দু অধিকারী সব করিব বিদায় ॥
সর্ব্বদ্রব্য গৃহে গিয়া করহ যতন।
সুখে যেন সাধুজন করেন ভোজন ॥
মেদিনীপুরেতে সে আলমগঞ্জ স্থান।
তার মধ্যে মহোৎসব জুড়িল নিদান ॥
তিন দিন তিন রাত্রি মহা আনন্দেতে।
সংকীর্ত্তন হরিধ্বনি হৈলা চারিভিতে ॥

আনন্দিত বড় হৈলা সেই সে যবন।
নিরবধি সংকীর্ত্তন করেন দর্শন ॥
বহুত বিশ্বাস হৈলা শ্যামানন্দ স্থানে।
ঈশ্বর বলিয়া নিশ্চল করিল পূজনে ॥
হেন শ্যামানন্দ রসিকের পরতাপ।
যবনেও যাঁর নাম করয়ে সে জপ ॥
তথা হৈতে শ্যামানন্দ করিলা গমন।
ধারেন্দাতে আসিয়া হৈল উপসন ॥
বহু শিষ্য করিলেন তথা শ্যামানন্দ।
চিন্তামণি মধুবন মথুরা মুকুন্দ ॥
শ্যামসুন্দর সে নরসিংহ ভাগ্যবান্।
কানুদাস হীরাধর কানু ভাগ্যবান্ ॥
উদ্ধব অক্রুর আদি কত লব নাম।
বহুশিষ্য শ্যামানন্দ করিল সে গ্রাম ॥
তবে রসময় বংশী ভীম শীহিকর।
শ্যামানন্দ স্থানে কহে জুড়ি দুই কর ॥
আমা সবার বচন করহ পালন।
করি নিবেদন যদি না কর লঙ্ঘন ॥
তীর্থ পর্য্যটন তুমি কৈলা চিরকাল।
ইবে কিছুদিন প্রভু করহ সংসার ॥
আজ্ঞা' কৈলে কন্যা আমি করিব সম্প্রীত।
শুনি শ্যামানন্দ কিছু হইলেন ভীত ॥
ভাল তোমা সবাকারে যেই লয় মনে।
তথা হৈতে শ্যামানন্দ করিলা গমনে ॥
রসিকেরে বিদাই করিল সেই স্থানে।
বড় বলরামপুরে করিলা গমনে ॥

তথায় আছেন জগন্নাথ ভাগ্যবান।
তার কন্যা শ্যামানন্দে করিল প্রদান ॥
নাম শ্যামপ্রিয়া অতি বড় সুরূপিণী।
রূপে গুণে লক্ষ্মী অংশে ভুবনমোহিনী ॥
সংকীর্ত্তন মহোৎসব করিয়া আনন্দে।
বিভা করিলেন শ্যামপ্রিয়া শ্যামানন্দে ॥
বিভা করি কন্যা পাঠাইলা ধারন্দাতে।
চিন্তামণি গৃহে রহিলেন দিন কতে ॥
তবে শ্যামানন্দ রাধানগরে আইলা।
কতদিন গৃহ তথা প্রথমে করিলা ॥
রসিকেন্দ্র গেলা তবে আপনার স্থানে।
গুরু কৃষ্ণ সাধু সেবা করে অনুক্ষণে ॥
সর্ব্বদিনে শ্যামদাসী ঠাকুরাণী গৃহে।
নিরবধি ঠাকুরের সেবা করে স্নেহে ॥
একদিন ঠাকুরের ভোগের কারণে।
শঙ্কা করিবারে মাতা বসিল যতনে ॥
হেনকালে পুত্র ছিল তুলীর উপর।
কান্দিতে লাগিলা পুত্র ক্ষুধার আকুলে ॥
নাম ব্রজানন্দ রূপ অতি মনোহর।
প্রথম নন্দন রসিকের শিশুবর ॥
কান্দনা শুনিয়া মাতা উৎকন্ঠিতা হৈয়া।
শঙ্কা ছাড়ি পুত্রে কোলে লইল আসিয়া ॥
দুগ্ধপান করায়েন আপনা নন্দন।
হেনকালে রসিক সে স্থানে উপসন ॥
শঙ্কা কেহ না করেন দেখিয়া নয়নে।
বিলম্ব দেখিয়া ভোগে, ক্রোধিত বচনে ॥
ক্রোধে বলিলেন রসিক শুন শ্যামদাসী।
কৃষ্ণসেবা ছাড়ি তুমি কি করহ বসি ॥
শ্যামদাসী কহিলেন রসিকের স্থানে।
কান্দিলেন শিশু বড় ক্ষুধার কারণে ॥
দুগ্ধপান করাইয়া করি উপগার।
ক্রোধেতে রসিক বলে শুন বার বার ॥
প্রাণপতি কৃষ্ণসেবা ছাড়িলা অজ্ঞানে।
মায়াপুত্র কোলে লৈয়া বসিলা যতনে ॥
ছাড়ি মোর প্রাণপতি কৃষ্ণের সেবন।
মোহিত হইলা ভ্রমে মায়ার কারণ ॥
কৃষ্ণস্নেহ ছাড়ি কৈলা পুত্র বড় স্নেহে।
বড় ক্রোধে রসিকেন্দ্র তাঁর স্থানে কহে ॥
পল মাত্র যবে কৃষ্ণসেবা হয় ভঙ্গ।
যত পুত্র তোর হৈবে না রহিবে সঙ্গ ॥
নিরপরাধে যাহারে করিবে পালন।
সে পুত্র থাকিবে পৃথ্বী কহিনু কারণ ॥
চমৎকার হৈলা সবে শুনি সে বচন।
আজ্ঞা প্রমাণে হত হৈলা ছয় নন্দন ॥
গুরু কৃষ্ণ সাধু সেবা হয় অনুক্ষণে।
পলমাত্র ত্রুটী যবে দেখেন নয়নে ॥
তবে আজ্ঞা করেন যাইতে সে নন্দন।
হেনরূপে বৎসরে বৎসরে ছয় নন্দন ॥
পুত্রের বিয়োগে শ্যামদাসী ঠাকুরাণী ॥
বড়ই দুঃখিত হৈলা জগত-জননী ॥
তবে প্রভু দয়ায় করুণাগুণমণি।
রাখিলেন তিন পুত্রে দয়ায় ধরণী ॥
রাধানন্দ কৃষ্ণগতি রাধাকৃষ্ণদাস।
নিরবধি কৃষ্ণানন্দে করেন বিলাস ॥
গুরু কৃষ্ণ সাধু স্থানে নিরপরাধী।
প্রেমময়মূর্ত্তি তাঁরা অতি শুদ্ধমতি ॥
হেনরূপে শ্রীগোপীবল্লভপুর মাঝে।

আনন্দে রসিকচন্দ্র সদাই বিরাজে ॥
হেনকালে শ্রীহৃদয়ানন্দ অধিকারী।
উত্তরিলা আসি প্রভু ধারিন্দা নগরী ॥
শ্যামানন্দ রসিকের প্রকাশ শুনিয়া।
দেখিবারে আইলেন সাঙ্গোপাঙ্গ লৈয়া ॥
ধারেন্দা বহি লোক পাঠান সত্বরে।
আনিতে শ্যামানন্দ রসিক দামোদরে ॥
আজ্ঞা শুনি তিন প্রভু সত্বরে আইলা।
অধিকারী ঠাকুরের দর্শন করিলা ॥
গোষ্ঠী দেখি সুখ পাইল শ্রীহৃদয়ানন্দ।
কোলে করি আজ্ঞা করি শুন শ্যামানন্দ ॥
চৈতন্যের প্রেমভক্তি হরেকৃষ্ণ নাম।
উৎকলে সর্ব্বজীবে করহ প্রদান ॥
এ গোষ্ঠী দেখিয়া বড় হইনু উল্লাস।
নিরবধি কর কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ ॥
বহু কৃপা করিলেন রসিকের প্রতি।
কতদিন রহিলেন সবার সঙ্গতি ॥
তবে গেলা অধিকারী প্রভু নিজ দেশে।
বহু দ্রব্য শ্যামানন্দ দিলেন বিশেষে ॥
বহু সুখ পায়্যা গেলা শ্রীহৃদয়ানন্দ।
অনুব্রজে কতদূর গেল শ্যামানন্দ ॥
বিদাই করিয়া সবে আইলা ত্বরিতে।
উত্তরিলা রসময় বংশীর গৃহেতে ॥
রসময় গৃহে শ্যামানন্দের ভোজন।
কতদিন রহিলেন তথা তিন জন ॥
দিনে দিনে করুণা করিলা সর্ব্বজীবে।
রসিকমঙ্গল কিছু বর্ণিলু স্বভাবে ॥
মন দিয়া শুন সবে ছাড়ি আন কথা।
শুনিয়া ধ্বংসন কর ভবভয়-ব্যথা ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গ - দক্ষিণ — বিভাগে কৃষ্ণসেবাপরাধে অভিশাপ প্রদান নাম একাদশ লহরী সম্পূর্ণা ॥

—০—

দ্বাদশ লহরী

রাগ—ধানশ্রী।

ঘোষা। মধুর বচন মন মোহনারে।
জয় জয় শ্যামানন্দ অগাধ মহিমা।
অখিল ভুবনবন্ধু জীবের করুণা ॥
ধারেন্দা থাকিয়া শ্যামানন্দ কতদিনে।
রসিকেরে সঙ্গে করি করিলা গমনে ॥
নৈহাটীর অর্জ্জুনীর সেখানে আসিয়া।
তিন মহোৎসব কৈলা আনন্দিত হৈয়া ॥
বহুশিষ্য করিলেন প্রভু সেই স্থানে।
জগন্নাথ দামোদর আর বধূগণে ॥
অর্জ্জুনীর পুত্র শ্যামদাস আদি করি।
তথা হৈতে গেলা প্রভু কাশীয়াড়ীপুরী ॥
রসিক করিল শিষ্য বহুত সে গ্রামে।
ব্রজমোহন শ্যামদাস আর নারায়ণে ॥
রাধামোহন ভক্ত আর যাদবেন্দ্র দাস।
দিনে দিনে বহুশিষ্য কৈলা পরকাশ ॥

তথা হৈতে ঝাটীয়াড়া গ্রামেতে রহিলা।
তথা হরিদাসে প্রভু অনুগ্রহ কৈলা॥
তথা হৈতে মুকুড়তে প্রবেশ হইলা।
ভীমধনে শ্যামানন্দ অনুগ্রহ কৈলা॥
সেই ভুঞা দিল গ্রাম শ্রীগোবিন্দপুর।
সে গ্রামে ঘর কৈল শ্যামানন্দ ঠাকুর॥
কতদিন তথা রহিলেন শ্যামানন্দ।
নিরবধি কৃপাবেশে করিয়া আনন্দ॥
শ্যামাপ্রিয়া ঠাকুরাণী আসিল তথায়।
গৌরাঙ্গদাসী ঠাকুরাণী যমুনা সবায়॥
জয় জয় শ্যামানন্দ পতিতপাবন।
ভক্তি দিয়া সর্ব্বদেশ করিল দলন॥
রসিকে করিল আজ্ঞা শ্যামানন্দ রায়।
সর্ব্বজীবে পরিত্রাণ কর মহাশয়॥
উৎকলের রাজা প্রজা করহ উদ্ধার।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তিরস কর পরচার॥
আজ্ঞা পাঞা রসিকেন্দ্র করিল গমন।
রাজগড় স্থানে গিয়া হৈল উপসন॥
বৈদ্যনাথ ভঞ্জ রাজা ছোট রায় সেন।
রাউত্রা অনুজ তার তিন ভাগ্যবান্॥
মহাদীপ্ত তিন ভাই বড়ই প্রতাপী।
শুদ্ধ সূর্য্যবংশে জাত বড়ই প্রতাপী॥
শত শত সুপণ্ডিত থাকেন সভায়।
বেদবিদ্যা ভাগবত পড়েন সদায়॥
যড়শাস্ত্র জ্ঞাত তাঁরা বৃহস্পতি সম।
কৃষ্ণভক্তি না জানেন ব্যর্থ পরিশ্রম॥
হেনকালে সভা করি বৈদ্যনাথ রাজা।
তিন ভাই বসিছেন সারি পঞ্চপূজা॥

হেনকালে রসিকেন্দ্র করিলা গমন।
সভার মধ্যেতে আসি হৈলা উপসন॥
শ্যামল সুন্দর অঙ্গ মধুর মূরতি।
মন্দ মন্দ হাস্যমুখ মন্থর সে গতি॥
চাঁচর চিকুর কেশ সুদীর্ঘ কপোল।
সুন্দর অধরে মৃদু লহু লহু বোল॥
আজানুলম্বিত ভুজ নয়ান সুন্দর।
নাসা তিলফুল দন্তপংক্তি মনোহর॥
বিশাল হৃদয় নাভি গভীর শোভন।
কটি সিংহ রম্ভা জানু বিচিত্র বসন॥
অতি সুকোমল সে চরণ দুইখানি।
চন্দ্রমা জিনিয়া নখপংক্তি ঝলকিনী॥
ঝিনবাস দোসরা সে বামস্কন্ধে শোভে।
সে মধুর রূপ দেখি জগজন মোহে॥
হাতেতে করিয়া ভাগবত পুঁথিখানি
সভামধ্যে প্রবেশিলা যেন দিনমণি॥
দ্বিজগণ সবাকারে করিয়া বন্দন।
রাজার নিকটে আসি হৈল উপসন॥
দেখি তিন ভাই বড় চমৎকার হৈলা।
নারায়ণ সম রূপ নয়নে দেখিলা॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম স্বরূপ সে বড় তেজোময়।
অধর্ম্ম বিনাশকর্ত্তা সেই মহাশয়॥
তিন ভাই দেখিলেন এই রূপখানি।
গৃহে নারীগণ দেখী মোহিত ধরণী॥
সবে বলে কোথা ছিলা পুরুষরতন।
কন্দর্প জিনিয়া অঙ্গ জগতমোহন॥
শৈব শাক্ত সে বাদী বিবাদী সবে বলে।
আমা সবা গর্ব্ব চূর্ণ করিবে এ ছেলে॥

ষড়শাস্ত্র বক্তা দ্বিজ কৃষ্ণেরে বিমুখ।
মীমাংসা পাতঞ্জলাদি সাংখ্য সাংখ্যায়ন।
সে সব দেখিল যেন ব্যাস শুকরূপ ॥
সবার গরব চূর্ণ করিবে এ জন ॥
এই সে করিবে আমা সবা গর্ব্বনাশ।
জ্ঞানী সব বলে এ নারায়ণ সম।
বেদশাস্ত্র তত্ত্বার্থ এ করিবে প্রকাশ ॥
পরংব্রহ্ম বলি যাঁরে বলে যোগীগণ ॥
কুলবধু সবে বলে অচ্যুততনয়।
এ বালক সে স্বরূপ দেখি বিদ্যমান।
কুলোদ্দীপন চন্দ্র এই মহাশয় ॥
ইহার দর্শনে আমার হরিলা অজ্ঞান ॥
ইহা হৈতে সর্ব্ববন্ধু থাকিবেক সুখে।
এ মধুর রূপখানি কখন না দেখি।
আমা সবাকারে ভাগ্যে জন্মিল এরূপে ॥
মনোহর রূপ দেখি না পিছলে আঁখি ॥
গুরুজন সবে বলে কুলের নন্দন।
সত্য নারায়ণ সম এই মহাশয়।
চিরজীবী হৈয়া থাকু রক্ষ নারায়ণে ॥
কলি ঘোর তিমিরান্ধ নাশিতে উদয় ॥
ইহার যে পুত্র নাতি দেখিব নয়নে।
হেনরূপে সবাকারে দিল দরশন।
হেনই বাৎসল্য করে সর্ব্ব গুরুজনে ॥
যেই জন রূপ দেখে বলে সর্ব্বজন ॥
সখা সব বলে আমা নিজ সখা এই।
সবাকার মানস পুরিল একা চাঁদ।
ইহা বিনে প্রিয় সখা ত্রিভুবনে নাই ॥
দর্শনে মোহিত সবে দেখি মুখচাঁদ ॥
সঙ্গী জনে বলে এ আমার প্রিয় ভাই।
রসিকের ফাঁদে পড়িলেন সর্ব্বজন।
নির্ভয়েতে ইহা সঙ্গে জগতে বেড়াই ॥
সবাকারে বশ কৈল অচ্যুতনন্দন ॥
ইহা সঙ্গে কখন না জানি কোন দুঃখ।
হেনকালে রাজা দেখি সেই রূপখানি।
অষ্টসিদ্ধি নবনিধি ইহা সনে সুখ ॥
তিন ভাই চরণে পড়িলা ধরণী ॥
ভৃত্য সব বলে এই পুরুষ প্রধান।
আসনেতে বসাইলা রসিকেন্দ্রচন্দ্রে।
কোটী মুখে ইহা গুন না যায় বাখান ॥
চরণ প্রক্ষালে রাজা মনের আনন্দে ॥
সাধু সবে বলে এই পুরুষশেখর।
এক ভাই জল তুলি দিলেন আনন্দে।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি বিলাইবে ঘরে ঘর ॥
আপনি ধুইলেন রাজা চরণারবিন্দে ॥
সব জীবে উদ্ধারিবে এই মহাশয়।
আর ভাই বসনে মুছিল শ্রীচরণ।
এহার মাহমা কিছু কহন না যায় ॥
জন্মে জন্মে রসিকের ভৃত্য তিনজন ॥
সুপণ্ডিত দ্বিজগণ বলে প্রিয়বাণী।
ভূমিতে বসিলা তিন ভাই যুড়ি কর।
এ পুরুষ নর নহে আমা সবা জানি ॥
প্রকাশ দেখিয়া রাজা ডরিলা অন্তর ॥
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ এই মহাশয়।
প্রণত হইয়া কহে রসিকের স্থানে।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি এই করিবে উদয় ॥
আমা সবা ভাগ্যে গৃহে করিল গমনে ॥

আজ সে হইলা জন্ম সফল আমার।
নয়নে দেখিনু আমি চরণ তোমার॥
কোটী কোটী জন্মে আমি তপস্যা সাধিনু।
সে কারণে প্রভু তোমা চরণ দেখিনু॥
আমা সবা উদ্ধারিতে হইলা প্রকাশ।
যুগে যুগে ভৃত্য লাগি লহ গর্ভবাস॥
স্বেচ্ছাময় প্রভু তুমি কে কহিতে পারে।
ভকতবৎসল প্রভু শরণ সোদরে॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড কর সৃজন পালন।
তুমি বিশ্বরূপ প্রভু দেব নারায়ণ॥
তোমার মায়াতে যাতায়াত চরাচর।
সবাকার আত্মা তুমি শরণপঞ্জর॥
মহাঘোর কলিযুগে জীবেরে দেখিয়া।
উদ্ধারিতে জন্ম লৈলা সাঙ্গোপাঙ্গ ল'য়া॥
বহুরূপে স্তুতি কৈল বৈদ্যনাথ রাজা।
নারায়ণ সম কৈল শ্রীচরণ পূজা॥
আপনা মন্দিরে দিল করিয়া আসন।
ষড়রসে ভোজনাদি করিয়া যতন॥
আপনি বসিয়া রাজা তাম্বুল যোগায়।
মনের বেদনা সব চরণে জানায়॥
হবে উপদেশ কথা কারণ বিদিত।
রসিকমঙ্গল শুন সবে দিয়া চিত॥
অত্যন্ত অদ্ভুত লীলা কে জানিতে পারে।
যে কিছু কহিল মোরে রসিক শেখরে॥
সেই অনুক্রমে কিছু করিনু বর্ণন।
ইথে দোষ না লইবে পণ্ডিত সুজন॥
দক্ষিণ বিভাগে এই কহিল বচন।
মাথায় ভুষণ করি রসিকচরণ॥
রসিকমঙ্গল কিছু করিব বিদিত।
স্বভাব বর্ণনা শুন সবে দিয়া চিত॥
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভুষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল দক্ষিণ বিভাগে রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ মিলন নাম দ্বাদশ লহরী।

সম্পূর্ণ॥

ত্রয়োদশ লহরী

রাগ—কৌশিক।

ঘোষা। জয়রে রামকৃষ্ণ মুরারে
মুরারে ও মুরারে।
জয় জয় শ্যামানন্দ ভুবন পাবন।
কৃপাকর যশঃ যেন গাই অনুক্ষণ॥
হেনমতে রাজা কহে রসিক চরণে।
শুন ভাই উপদেশ করহ যতনে॥
জন্মে জন্মে আমা সবা তোমার কিঙ্কর।
সত্য দেখি' দয়া কর কৃপার সাগর॥
শুনিয়া কহেন প্রভু রাজার বচন।
অবশ্য করিব দীক্ষা ভাই তিন জন॥
মন দিয়া শুন এক কহিয়ে বচন।
অনন্যশরণ হৈয়া ভজ নারায়ণ॥

নানা দেবতার পূজা না করিবে আর।
একান্ত হইয়া ভজ নন্দের কুমার॥
কৃষ্ণ হৈতে সব দেহ হয় উৎপত্তি।
সবাকার প্রাণ কৃষ্ণ সবাকার গতি॥
কৃষ্ণেরে ভজিলে কার মনে নাহি ত্রাস।
কৃষ্ণগুণে সবে মত্ত আনন্দে উল্লাস॥
নানাশাস্ত্রমতে তারে বুঝাইল সার।
সব মিথ্যা কৃষ্ণ সত্য শাস্ত্রের বিচার॥
শুনিয়া রসিক বাক্য রাজা আনন্দিত।
যেই আজ্ঞা কর প্রভু সেই বাক্য সত্য॥
দীক্ষা কথা শুনি যত আছে ভট্টাচার্য্য।
শুন মহারাজা তুমি কর কোন কার্য্য॥
শত শত আছে ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী।
বিদ্যার বিবাদ করি উহার সঙ্গতি॥
সর্ব্বশাস্ত্রে যেই ধর্ম্ম হইবে নিশ্চয়।
আমরাও সেই ধর্ম্ম করিব আশ্রয়॥
শুনিয়া রসিক বড় আনন্দিত হৈয়া।
কর যুড় বিপ্রস্থানে কহেন হাসিয়া॥
যেই প্রভু আজ্ঞা কৈলে সেই সারোদ্ধার।
বেদতত্ত্ব ষড়শাস্ত্র করিব বিচার॥
রাজা তিন ভাই বসিলেন আনন্দে।
শাস্ত্রের বিচার সবে লাগিল করিতে॥
রসিক বসিলা রঙ্গে কৃষ্ণ সঙরিয়া।
বৃহস্পতি ব্যাস শুক মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া॥
প্রথম বিচার কৈল সাংখ্য সাংখ্যায়ন।
সাংখ্যতত্ত্বে নিষ্ঠা কৈল কৃষ্ণের ভজন॥
সবাকারে কহে প্রভু তত্ত্ব সারোদ্ধার।
কেহ জানে নাহি আর ইহার বিচার॥
কেহ না কহেন কথা হেট মাথা রহে।
মনে মনে পুঁথি চিন্তে সেই অর্থ হয়ে॥
তবেত মীমাংসা শাস্ত্র করিল বিচার।
তাহাতে করিল নিষ্ঠা কৃষ্ণ সারোদ্ধার॥
তবে পাতঞ্জল শাস্ত্র বিচার করিলা।
তাহে নিষ্ঠা ধর্ম্ম কৃষ্ণভজন করিলা॥
তবে তর্কশাস্ত্র সব করিল বিদিত।
তাহে কৃষ্ণধর্ম্ম নিষ্ঠা শাস্ত্রপ্রণিহিত॥
তবে বৈশেষিক শাস্ত্র করিল প্রকাশ।
তাহাতে করিল নিষ্ঠা ধর্ম্ম শ্রীনিবাস॥
তবে বেদান্ত শাস্ত্র করিলা পঠন।
তাহাতে নিশ্চিন্ত হৈল কৃষ্ণের ভজন॥
চারিবেদ তত্ত্ব সব করিল ব্যাখান।
তাহাতে নিশ্চিত কৃষ্ণভক্তি পরমাণ॥
ছত্রিশ যে স্মৃতি আদি আছে মহীতলে।
তাহাতে সে কৃষ্ণভক্তি করিল নিশ্চলে॥
সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্ত করিল রসিকেন্দ্র।
খণ্ডিতে না পারে কেহ পণ্ডিতের বৃন্দ।
কাব্য সে নাটক যত উপশাস্ত্র আদি॥
কৃষ্ণভক্তি সব শাস্ত্রে ব্যাখ্যান প্রসিদ্ধি।
ধাতু সূত্র ব্যাখানয় প্রসিদ্ধ স্বরূপে॥
টীকা সে টিপ্পনি ব্যাখানয় একে একে॥
নানাশব্দে সিদ্ধান্ত করেন নানাভান্তি।
শব্দার্থ বেদার্থ শুক ব্যাসের সম্মতি॥
সর্ব্বশাস্ত্র বেদতত্ত্ব করি সারোদ্ধার।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি সব শাস্ত্রে কৈল সার॥
সবশাস্ত্রে নিষ্ঠা কহে কৃষ্ণের ভজন।
না জানিয়ে পণ্ডিত ভ্রময়ে অকারণ॥

এক শ্লোক রসিক বাখানে নানারূপে।
কৃষ্ণের ভজন সত্য শাস্ত্র তত্ত্বরূপে ॥
শাস্ত্রতত্ত্ব না বুঝেন পণ্ডিতের গণ।
সর্ব্বশাস্ত্রে করে কৃষ্ণভক্তি নিরূপণ ॥
রসিকের ব্যাখ্যা শুনি সবে চমৎকার।
দ্বিজগণ বলে—ব্যাস শুক অবতার ॥
চারিবেদ ষড়শাস্ত্র পড়িলাম সবে।
তত্ত্ব না জানিয়া ভ্রমি মনের উদ্বেগে ॥
বালকের মুখে শুনি শাস্ত্র নিরূপণ।
ইবে সে জানিনু কৃষ্ণ নিষ্ঠার ভজন ॥
রসিকের ব্যাখ্যা কেহ নারিল খণ্ডিতে।
যে কহেন রসিকেন্দ্র সেই সে উচিতে ॥
রাজারে কহিল সব ভট্টাচার্য্যগণ।
রসিক বালক নহে নারায়ণ সম ॥
রাজা তিন ভাই বলে শুন দ্বিজবর।
বালকের সঙ্গে সবে কহ উত্তর ॥
শুনিয়া কহেন সব দ্বিজ রাজাস্থানে।
বালক নহেন এই সম নারায়ণে ॥
কিবা ব্যাস শুক নারদাদি মুনিগণ।
কিবা বৃহস্পতি জন্ম হইলা আপন ॥
আমরা পড়িনু যেই শাস্ত্র প্রাণপণে।
সেই শাস্ত্র কতরূপে রসিক বাখানে ॥
এক শ্লোক নানাভান্তি করয়ে বাখান।
বেদার্থ শব্দার্থ শাস্ত্রতত্ত্ব পরমাণ ॥
ধাতু সূত্র বাখানয় যে আছে প্রসিদ্ধি।
ব্যাস শুক সম এই বালকের বুদ্ধি ॥
নারিনু সমস্যা দিতে এ বালক স্থানে।
যে কহেন রসিক সেই সে পরমাণে ॥

শুনি দ্বিজমুখে রাজা আনন্দিত হৈয়া।
রসিকে পুছেন সব বিশ্বাস করিয়া ॥
জীবতত্ত্ব প্রচারিল রসিকের স্থানে।
সবাকারে রসিক কহেন বিবরণে ॥
ঈশ্বর অধীন জীব কর্ম্মবশে ফিরে।
কৃষ্ণতত্ত্ব না জানিয়া ভ্রময়ে সংসারে ॥
নানাযোনি ভ্রমে জীব হৈয়া অচেতন।
না ভজে আপনা প্রভু দেব নারায়ণ ॥
কহি যে জীবের গতি শুন সর্ব্বজন।
রজোবীর্য্য এক দ্রব্য বিধাতা ঘটন ॥
জল হৈতে জন্মে রক্ত মাংস অস্থি চর্ম্ম।
প্রবেশ হয়েন গর্ভে লয়ে আত্মকর্ম্ম ॥
সপ্তমাসে জীব গর্ভে হয় পরকাশ।
বহু দুঃখ পায় জীব গর্ভেতে নিবাস ॥
কটু তিক্ত লবণাদি যত খায় মায়।
রোমে রোমে সব বিন্ধে সহন না যায় ॥
ব্যাকুল হইয়া জীব করেন শরণ।
গর্ভেতে শরণ করে দেব নারায়ণ ॥
যত জন্মে হৈয়া থাকে কর্ম্মের অধীনে।
একে একে সব তত্ত্ব গর্ভে পড়ে মনে ॥
তখন আতঙ্ক হৈয়া ডাকে নারায়ণ।
উদ্ধারহ মোরে প্রভু তোমার শরণ ॥
বিষয়েতে অন্ধ হৈয়া না ভজিনু তোমা।
সে কারণে গর্ভকষ্ট দিলা প্রভু আমা ॥
পাঁচ প্রাণ পাঁচিশ সে তত্ত্ব দেহে বৈসে।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ বৈরি বিশেষে ॥
মদমাৎসর্য্য বৈসে এ বড় সম্পত্তি।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এ সঙ্গতি ॥

এ সব বৈরি মোর সঙ্গে নিরন্তর।
ভজিতে না দিল তোমা চরণকমল॥
এই মত বহু দুঃখ পাই জন্মে জন্মে।
না লইনু হরিনাম হরিসংকীর্ত্তনে॥
না করিনু সাধুসেবা তীর্থপর্য্যটন।
না করিনু জীবে দয়া বিফল জীবন॥
ব্রহ্মক্ষেত্রী বৈশ্য শূদ্র নারায়ণ পিতা।
পিতা না চিনিয়া ভ্রমে হ'য়ে বিমোহিতা॥
ইবে কৃপা কর মোরে প্রভু ভগবান্।
জন্মে জন্মে যেন তোমা পদ করি ধ্যান॥
দয়া কর শরণ সোদর নারায়ণ।
ভজি যেন জন্মে জন্মে তোমার চরণ॥
তোমা না ভজিলে জীব উদ্ধার না হয়।
এইমত নানা যোনি সদাই ভ্রময়॥
ব্রহ্মা শিব পুরন্দর তোমার মায়ায়।
ভ্রমেন সংসারচক্রে তোমার লীলায়॥
তুমি যারে কৃপা কর করি অঙ্গীকার।
সেই জন সুখে পায় চরণ তোমার॥
হেনমতে যোগ ধ্যান গর্ভের ভিতরে।
নানা স্তুতি করে জীব জানিয়া ঈশ্বরে॥
সে সব বচন শুনি তিন সহোদরে।
তবে কেন জন্ম হৈয়া কৃষ্ণেরে পাশরে॥
রসিক কহেন সব শাস্ত্র-বিবরণ।
শত মুখে কে কহিবে সে সব বচন।
সংক্ষেপেতে কিছু তার করিব রচন।
রসিকমঙ্গল শুন সর্ব্বসাধুজন॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল—দক্ষিণ বিভাগে সর্ব্বশাস্ত্রবিচারে কৃষ্ণভজন স্থাপন নাম ত্রয়োদশ লহরী সম্পূর্ণা।

—•—

চতুর্দ্দশ লহরী

রাগ বরাড়ী।

ধোয়া। কৃপানিধি হে দয়ার শ্যাম।
পতিত দুর্গত জন কর অবধান॥
জয় জয় শ্যামানন্দ দুরিকানন্দন।
জয় জয় রসিক জীবন প্রাণধন॥
হেনরূপে রসিক কহেন রাজা স্থানে।
নিশ্চল হইয়া স্নেহে তিন ভাই শুনে॥
জীবতত্ত্ব কহিলেন গর্ভের ভিতর।
নারায়ণে ধ্যান জীব করে নিরন্তর॥
তাহাতে সেই জীব ভূমিগত হয়।
সকল পাসরে জীব ঈশ্বর মায়ায়॥
ঈশ্বর অধীন জীব ফিরে কর্ম্মফলে।
পৃথ্বী পরশিতে জ্ঞান হরিল সকলে॥
কিশোর বয়সে জীব হয় মদে মত্ত।
না ভজয় কৃষ্ণপদ অবিদ্যায় রত॥
তবে কতদিনে হয় বয়স সময়।
নানাবিষয়েতে অন্ধ কৃষ্ণ না ভজয়॥

বাল্যকালে ভ্রমে জীব অচেতন হৈয়া।
আপনার প্রাণপতি কৃষ্ণ পাসরিয়া॥
তবেত পৌগণ্ডে জীব কতই দিবসে।
ছাড়ি কৃষ্ণপদ জীব মত্ত বিদ্যারসে॥
তবে কতদিনে জীবে জরা পরবেশ।
কৃষ্ণ না ভজয় জীব পায় নানা ক্লেশ॥
এই রূপেতে জীবের উৎপত্তি প্রলয়।
কৃষ্ণ না ভজিয়া নানা যোনি সে ভ্রময়॥
চৌরাশি লক্ষ জীব ভ্রমে নানা যোনি।
নারায়ণ না ভজে না শুনে সাধুবাণী॥
চৌরাশি লক্ষ জীবের কহি বিবরণ।
শাস্ত্রের তত্ত্বার্থ কহি শুন দিয়া মন॥
লক্ষ বিংশতি জীব সে ভ্রমে স্থাবরাদি।
শাস্ত্রের সম্মত কহি যে আছে প্রসিদ্ধি॥
তবে জলচর হয় নবলক্ষ জন্ম।
কৃষ্ণ না ভজিলে হয় এসব লক্ষণ॥
লক্ষ এগার সে ভ্রমে নানা কৃমি যোনি।
জন্মে জন্মে দুঃখ পায় কৃষ্ণ নাহি চিনি॥
তবে দশ লক্ষ হয় পক্ষিযোনি জাত।
মায়াচক্রে ভ্রমে সে না জানি কৃষ্ণনাথ॥
লক্ষ ত্রিংশ ভ্রমেন সে নানা পশুযোনি।
কৃষ্ণ না ভজিলে বহু দুঃখ পায় প্রাণী॥
তবে চারি লক্ষ জন্ম মনুষ্য হইয়া।
নানা অন্ত্যজ যোনি ভ্রমে কৃষ্ণ না চিনিয়া॥
তবে শত জন্ম হয় ব্রহ্মণ্য বিদিত
কৃষ্ণ না ভজিয়া কুবিদ্যাতে বিমোহিত॥
নানা শাস্ত্র পড়ে দ্বিজ হয়ে অচেতন।
না লয় না ভজয় শ্রীকৃষ্ণের চরণ॥

সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ সবাকার পিতা।
না চিনয়ে কৃষ্ণ পিতা হয়ে বিমোহিতা॥
কৃষ্ণ মুখ হৈতে জন্ম হৈলা দ্বিজগণ।
কৃষ্ণ কর হৈতে হৈলা ক্ষত্রিয় জনম॥
কৃষ্ণ উরু হৈতে হৈলা বৈশ্যের জনম।
শূদ্র জনমিলা তবে কৃষ্ণের চরণ॥
নিজ পিতা কৃষ্ণে জীব পাসরে মায়ায়।
এইমতে জন্মে জন্মে বহু দুঃখ পায়॥
অত্যন্ত দুর্লভ এই মনুষ্য শরীর।
পলকে ভঙ্গুর হয় ত ড়ত অস্থির॥
তবেই দুর্লভ বলি এ মানুষ দেহ।
যবে কৃষ্ণ সাধুসঙ্গে করয়ে সনেহ॥
সাধুসঙ্গ করিলে সে পাইবে নারায়ণ।
না ভজিলে এই দেহ পায় বহু শ্রম॥
যতই কহিনু জীবের জনম মরণ।
কৃষ্ণ না ভজিলে পুনঃ করয়ে ভ্রমণ॥
এখন মরণ কিবা শত বৎসরে।
দেহ সঙ্গে মৃত্যু জাত শাস্ত্রের বিচারে॥
হেন দেহ পাঞা কেন করে অবহেলা।
ভবসিন্ধু পার হতে কৃষ্ণনাম ভেলা॥
কৃতান্ত নগর আসি নিকট হইলা।
কাল গ্রস্তে দিনে দিনে যায় আয়ুর্বলা॥
ইহাতে সম্বল কর নারায়ণ নাম।
নিশ্চয় মরণ সত্য কৃষ্ণ কর ধ্যান॥
কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ সঙরণ।
সর্ব্বজীবে দয়া কর বৈষ্ণব সেবন॥
কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন করি লহ হরিনাম।
আদর করিয়া শুন কৃষ্ণ গুণগ্রাম॥

নিরবধি সাধুসেবা কর মন সুখে।
নিষ্কপটে সাধুসঙ্গে প্রেম অতিরেকে॥

আপনার গৃহে থাকি ভজ নারায়ণ।
প্রেম সাধুসেবা কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন॥

সুখে অন্ন জলদেহ অতিথের প্রতি।
সর্ব্ব ছাড়ি' কৃষ্ণ ভজ হ'য়ে শুদ্ধমতি॥

জীবের সঙ্গেতে কাল সদাই ফিরয়।
বালক যুবক বৃদ্ধ নাহিক নির্ণয়॥

কেহ কোলে কেহ হাতে কেহই মুখে ত।
কালের অধীন জীব হেনই যুগতে॥

মাতা পিতা স্ত্রীরি পুত্র বন্ধু সহোদর।
কেহ আপনার নহে সবে জান পর॥

যারে সহোদর বলি সেই পুড়ে মুখে।
কৃষ্ণ স্নেহে কর প্রাণী, মর কেন দুখে॥

ধনমদ বিদ্যামদ যৌবনের মদ।
কুলমদ রাজ্যমদ আর যে সম্পদ॥

ইহাতে মোহিত হৈয়া না মর মিথ্যায়।
দৃঢ় অনুরাগে ভজ নারায়ণ পায়॥

নারায়ণ না ভজিলে নাইক উদ্ধার।
বেদ শাস্ত্র পুরাণেতে কৃষ্ণভক্তি সার॥

সত্য কৃষ্ণ সত্য কৃষ্ণ জানহ নিশ্চয়।
সব মিথ্যা জানি' কৃষ্ণে করহ আশ্রয়।

ধন্য সেই কৃষ্ণভক্ত পাঁচ দিন থাকে।
কৃষ্ণ না ভজিয়া কোন কার্য্য কোটি কল্পে॥

সব ছাড়ি' হও প্রভু কৃষ্ণের শরণ।
বালক যুবক বৃদ্ধ না কর ভরম॥

বয়স নির্ণয় নাই কৃষ্ণেরে ভজিতে।
ধ্রুব প্রহ্লাদ শুক হনু বাল্য হইতে॥

অবিলম্বে ভজ কৃষ্ণ করিয়া যতন।
গুরুস্থানে কৃষ্ণকথা কহ শ্রবণ॥

যতদিন গুরুকর্ণ জীবে নাহি হয়।
পশু বলি সে প্রাণীরে জানহ নিশ্চয়॥

তা'র হাতে যত দ্রব্য অমৃত সমান।
তা না হ'লে জল মত্র শাস্ত্রের প্রমাণ॥

চারিবেদ বিশারদ তপস্বী আচার।
পুণ্যক্ষেত্রে মৈ'লে তবু নাহিক উদ্ধার॥

শ্রাদ্ধ আদি যত করে সব অধোগতি।
যতদিন আশ্রয় না করে কৃষ্ণপতি॥

অনন্যশরণ গুরু করিবে আশ্রয়।
ভববন্ধ বিমোচন যে গুরু করয়॥

সর্ব্বাত্মভাবে আশ্রহ গুরুর চরণে।
উপদেশ লভি' প্রবেশ কৃষ্ণের শরণে॥

চারিবেদ ষড়শাস্ত্র দ্বিজ কুলবান্।
সন্ন্যাসী তপস্বী হয় মহাদীপ্তজ্ঞান॥

অনন্যশরণ কার্ষ্ণ না হয় যে জন।
তা'র স্থানে উপদেশ না ল'বে কখন॥

অনন্যশরণ যবে কোন জাতি হয়।
সর্ব্বাত্মভাবেতে কৃষ্ণ করয়ে আশ্রয়॥

সেইগুরু আশ্রয় করিবে দৃঢ়ভাবে।
সে গুরুর কৃপায় যায় মনের উদ্বেগে॥

বিশ্বাসে ভজিবে সেই গুরুর চরণ।
তবে অবিলম্বে পাবে কৃষ্ণভক্তিধন॥

হেনরূপে রসিক কহেন রাজা স্থানে।
ষড়শাস্ত্র ভাগবত নিগম পরমাণে॥

পণ্ডিতসমূহ তবে করিলা শ্রবণ।
কা'র হেন শক্তি আছে করিবে খণ্ডন॥

রসিক বচন সবে করিলা প্রমাণ।
অবিদ্যা ছাড়িয়া সবে কৃষ্ণ কৈলা ধ্যান॥
নানা দেবান্তর পূজা ছাড়ি' সর্ব্বজন।
সর্ব্বাত্মভাবেতে হৈল কৃষ্ণের শরণ॥
জীবহত্যা আদি যত ছাড়িল যেমনে।
তা'র বিবরণ কহি শুন সর্ব্বজনে॥
রসিক মঙ্গল শুন সর্ব্ব বন্ধুগণ।
অবিলম্বে পা'বে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিধন॥
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল—দক্ষিণ—বিভাগে জীবতত্ত্ব ও অভিধেয় তত্ত্ববিচারনাম চতুর্দ্দশ লহরী সম্পূর্ণা॥

—০—

পঞ্চদশ লহরী

রাগ—কৌশিক।

ঘোষা। জয় রে জয় রামকৃষ্ণ মুরারে।
ও মুরারে ও মুরারে॥

জয় জয় শ্যামানন্দ ভুবন বিদিত।
গোপবংশ সমূহের কুলচন্দ্র দীপ্ত॥
হেনকালে রসিক কহেন রাজা স্থানে।
বড় বড় ভট্টাচার্য্য করেন শ্রবণে॥
অশ্রু পুলকিত শুনে রসিক বচন।
ছাড়িয়া অবিদ্যা কৃষ্ণে পশিলা শরণ॥
তবে সাধু মহিমা কহেন দৃঢ়ভাবে।
শুনিয়া সবার গেলা মনের উদ্বেগে॥
শুন শুন সর্ব্বজন সাধুর মহিমা।
ব্রহ্মা কহিতে না পারে তার সীমা॥
এক লব যবে ভাগ্যে সাধুসঙ্গ হয়।
দরশনে জন্মবন্ধ পাপ ক্ষয় যায়॥
দেবতীর্থ সব উদ্ধারয় চিরকাল।
সাধু দরশনমাত্র পরম মঙ্গল॥
হেন সাধুসঙ্গ কর ছাড়ি সর্ব্ব কথা।
সাধুসঙ্গে খণ্ডে সব ভবজন্মব্যথা॥
সাধুজন হিতে কৃষ্ণ থাকে নিরন্তর।
সাধুর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিজ ঘর॥
হেন সাধুসঙ্গ কর ভজ কৃষ্ণ প্রভু।
সাধুসঙ্গ বিনে কৃষ্ণ না পাইয়ে কভু॥
সাধুসঙ্গ করি ভজ কৃষ্ণের চরণ।
বৃথা কেন নাশ কর মনুষ্য জনম॥
কৃষ্ণ না ভজিলে প্রাণী বড় দুঃখ পায়।
মহাঘোর নরকেতে ডুবেন সদায়॥
সদাই প্রহার জীবে যমদণ্ড করে।
উঠু পড়ু হয়া মরে নরক ভিতরে॥
যবে সব ছাড়ি নারায়ণ আশ্রয়।
তবে সে উদ্ধার হয় এভবসংসারে॥
যে প্রাণী না ভজে কৃষ্ণ ক্রম প্রায় জীয়ে।
কামারের যাঁতা যেন নিশ্বাস বহয়ে॥
কৃষ্ণের অভক্ত প্রাণী যত দ্রব্য খায়।
যত দ্রব্য খায় সে অমেধ্য বলি তায়॥

শূকর সমান বুদ্ধি না করে বিচার।
শ্বানের সমান বুদ্ধি সেই দুরাচার॥
উষ্ট্রসম বুদ্ধি তার না ভজে কৃষ্ণেরে।
নানা কণ্টকাদি খায় পেটখানি ভরে॥
গর্দ্দভের সম নানা ভার বহে প্রাণী।
না শুনে যতেক দিন কৃষ্ণামৃত বাণী॥
দ্বিষড়্গুণযুত যদি বিপ্রবর হয়।
কৃষ্ণ না ভজিলে শ্বপচ বলি তায়॥
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে,—
বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥
যত দেব দেবীগণ কৃষ্ণের কিঙ্কর।
কৃষ্ণসুখরসে সবে মুগ্ধ নিরন্তর॥
কৃষ্ণ ভজিলে দেবতার ক্রোধ নাহি হয়।
বৃক্ষমূলে দিলে জল পত্র তুষ্ট হয়॥
দেবাসুর মনুষ্য যক্ষ কিন্নর গন্ধর্ব্বাদি।
সবার মঙ্গল হয়, ভজে কৃষ্ণে যদি॥
সবার পরমানন্দ দেব নারায়ণ।
সব ছাড়ি ভজ সবে কৃষ্ণের চরণ॥
এ দুর্ল্লভ জন্ম ব্যর্থ না কর সর্ব্বথা।
কৃষ্ণ ভজিলে খণ্ডে সব ভব ব্যথা॥
দারা সুত আদি নিজ গৃহব্যবহার।
ধন জন অসংখ্য কুটুম্ব পরিবার॥
কৃষ্ণে সমর্পন করি কায়মনোবাক্যে।
সবে একমনে ভজ কৃষ্ণ অতিরেকে॥
এ সবাতে থাকি কৃষ্ণ ভজ দৃঢভাবে॥
একান্তে ভজিলে কৃষ্ণ ত্বরিতে পাইবে।
মনঃ নিবেশহ নিরবধি কৃষ্ণপায়।
কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণ করহ আশ্রয়॥
ছাড়িয়া অমৃত আর গরল সমান।
কৃষ্ণ সে অমৃত, আর গরল সমান॥
হেনমতে সব শাস্ত্র তত্ত্বনিরূপণে।
কহিলেন রসিকেন্দ্র তিন ভাই স্থানে॥
রাজার সভাতে যত ছিলা প্রজাগণ।
ক্ষেত্রী বৈশ্য দ্বিজ শূদ্র কৃষ্ণে দিল মন॥
রসিক বচন যেই করিল শ্রবণ।
দুঃখ খণ্ডিল সবার, কৃষ্ণের শরণ॥
চতুঃষষ্টি ভক্তি তার হয় ততক্ষণে।
যারে অনুগ্রহ করে অচ্যুত নন্দনে॥
পরম বৈষ্ণব হয় অতি শুদ্ধ মন।
শ্রদ্ধা করি যে শুনয় রসিক বচন॥
তবে আজ্ঞা করিলেন রসিক শেখর।
এক ভিক্ষা আমা দেহ তিন সহোদর॥
শশব্যস্তে তিন ভাই যুড়ি দুই কর।
ধন জন প্রাণ সব তোমার গোচর॥
যেই ইচ্ছা আজ্ঞা কর সেবক গিয়ানে।
সব সমর্পিনু মুই তোমার চরণে॥
শুনিয়া আনন্দে কহে অচ্যুত তনয়।
জীবহত্যা ভিক্ষা তুমি দেহত আমায়॥
বহু পাপ হয় জীবহিংসন করিলে।
অন্তে প্রাণী গিয়া পড়ে রৌরব ঘোরে॥
অষ্টজন হয় ঘোর নরকে পতন।
কহি শুন মন দিয়া করিয়া যতন॥

পশু দেখি অনুমান করে যেই জন।
সেই গ্রামের অধিপতি থাকে যেবা জন ॥
আর যেবা জন পশু ধরি নিয়া যায়।
যেবা কিনে যেবা বিচে মোহিত মায়ায় ॥
পশু উৎসর্গ করে যেই দ্বিজাধম।
যেবা কাটে যেবা খায় এই অষ্টজন ॥
মহাঘোর নরকে পড়য়ে এই অষ্টজন।
যেই পশু বদ্ধ করে হৈয়া অচেতন ॥
পশুর দেহেতে যত রোমাবলী থাকে।
তত সম্বৎসর পড়ে এসব নরকে ॥

তথাহি----পদ্মপুরাণে

অনুমন্তা হ্যধিষ্ঠাতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
তৎসংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা খাদকাশ্চষ্টঘাতকা ॥
বসেত্তু নরকে ঘোরে বর্ষাণি পশুলোমভিঃ।
প্রমিতানি দুরাচারো যো
হন্ত্যবিধিন পশূন ॥

আত্মঘাতী দুরাচার নাহিক উদ্ধার।
এইমত জন্ম জন্ম ব্যর্থ যায় তার ॥
সর্ব্ব জীবে নারায়ণ বৈসে সূক্ষ্মরূপে।
কিবা কীট কিম্বা ব্রহ্মা থাকেন স্বরূপে ॥
হেন জীবহিংসা করে যত যত প্রাণী।
মহারৌরবে পড়ে ভ্রমে অন্ত্যজযোনি ॥
হেনমতে সব ছাড়ি কৃষ্ণে দেহ মন।
গৃহ সুত বিত্ত কর কৃষ্ণে সমর্পণ ॥
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ হর্ত্তা কর্ত্তা।
কৃষ্ণ সে সবার প্রভু কৃষ্ণ পালয়িতা ॥
কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ জন কৃষ্ণ বন্ধুগণ।
কৃষ্ণ আত্মা জানি পশ কৃষ্ণের শরণ ॥

জীবের এ দুঃখ দেখি মোরে লাগে দয়া।
সে কারণে কহিলাম ক্রম বিবরিয়া ॥
আমার বচন শুন কৃষ্ণে দেহ মন।
সফল করহ এ মনুষ্য জনম ॥
দেখা দেখি সবে হৈল অনন্যশরণ।
রাজারে কহেন সব ভট্টাচার্য্যগণ ॥
শুনিয়া রসিক বাক্য মহানৃপবর।
অনন্য বৈষ্ণব হৈলা তিন সহোদর ॥
হেন দুষ্ট সাধু হৈলা রসিক বচনে।
অসুরদলনবানা অচ্যুত নন্দনে ॥
যেই সাধু হৈলা রাজা তিন মহাশয়।
শুনি সর্ব্বজনে কৃষ্ণ করিলা আশ্রয় ॥
কিবা স্ত্রীরি কিবা শিশু কিবা বৃদ্ধগণ।
দেখা দেখি সবে হৈলা অনন্যশরণ ॥
রাজারে কহেন সব ভট্টাচার্য্যগণ।
রসিক যে কহে শুক ব্যাসের বচন ॥
অনেক করিল বাদ ষড়শাস্ত্র মতে।
নারিল সে রসিকেরে উত্তর করিতে ॥
শাস্ত্রতত্ত্বে স্থাপিলেন কৃষ্ণের ভজন।
কার শক্তি না হইল করিতে খণ্ডন ॥
আমরা ভ্রমিনু এতকাল না জানিয়া।
ব্যর্থ পড়িলাম সবে কৃষ্ণ না চিনিয়া ॥
বেদ গোপ্য কথা এই করিল প্রচার।
কৃষ্ণ পারিষদ এই অচ্যুত কুমার ॥
ধন্য বৈদ্যনাথ ভঞ্জ রাজা তিন ভাই।
যাঁরে কৃপা করিলেন রসিক গোঁসাঞী ॥
হেনমতে দ্বিজগণ প্রশংসি রসিকে।
আশীর্ব্বাদ করিলেন পায়্যা মনঃসুখে ॥

রসিকের পরতাপ দেখি' মহারাজা।
বহুরূপে রসিক চরণে কৈল পূজা॥
কৃষ্ণমন্ত্রে উপদেশ তিন ভাই হৈল।
নিগমেতে কৃষ্ণ কথা কহিতে লাগিল॥
ভজন নির্ণয় প্রভু কহিলা সভারে।
নিশ্চল হইয়া শুনে তিন সহোদরে॥
আপনার নিজভাব কৃষ্ণ প্রেমভক্তি।
যে ভাবে পাইল কৃষ্ণে ব্রজে গোপ গোপী॥
বৃন্দাবনপতি কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
মাধুর্য্যভাবেতে কৃষ্ণ করহ ধিয়ান॥
রসিক কহেন রাজ শুন দৃঢ় চিতে।
বৃন্দাবন শোভা কিছু কহি সংক্ষেপেতে॥
তিন সহোদর শুনে সেই সব কথা।
রসিকেন্দ্র চূড়ামণি করিল বিখ্যাতা॥
বৃন্দাবন মহিমা সে কহন না যায়।
দেবেন্দ্রাদি দেব যত যাঁহারে ধেয়ায়॥
কুসুম পল্লবে বৃন্দাবনে তরুগণ।
পুষ্পোতে মণ্ডিত বৃক্ষ নানা পক্ষিগণ॥
যূথে যূথে ভ্রমর আসে উন্মত্ত হৈয়া।
মধুর ধ্বনি সব পায়েন ভ্রমিয়া॥
বৃন্দাবন বেড়ি' সে কালিন্দী মনোহর।
অত্যন্ত শীতল জল তরঙ্গ সুন্দর॥
বৃন্দাবনে তরুলতা নানা পুষ্প শোভে।
পুষ্পেতে মণ্ডিত বৃক্ষ দেবগণ লোভে॥
এককালে চন্দ্র সূর্য্য উদে সেই ধামে।
তেজে উদ্দীপন, দীপ্ত সদাই সে স্থানে॥
কমল উৎপল কহ্লার পুষ্পগণ।
পরাগধূলিতে ভূমি সর্ব্বত্র ভূষণ॥
বন্যপশু সব সদা খেলেন তথায়।

নানা মৃগগণে তথা সেবন সদায়॥
শত্রু মিত্র নাহি সবে খেলেন আনন্দে।
সদা দেখে রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে॥
দ্বাদশবন তাহে বিরাজিত স্থান।
আর অষ্ট দশ উপবন পরমাণ॥
অতি শোভাবান্ রাজে বন সুশোভন।
বৈকুণ্ঠ অধিক শোভা না যায় কথন॥
রত্নময় ভূমি চিন্তামণি সুশোভন।
সূর্য্য যূথ যূথ সদা দীপ্ত সে ভুবন॥
হেন কল্পতরু বৃন্দাবনে কর ধ্যান।
মণিময় ঝারা লম্বে না যায় বাখান॥
সদাই সে তরু নানা রত্ন বরিষয়।
রত্ন কিরণে স্থান অতি তেজোময়॥
চতুর্দ্দিকে মাণিক্য খচিত সেই স্থান।
তার মধ্যে মণিময় মণ্ডপ সুশোভন॥
নানারত্নে সে চর্চ্চিত মণ্ডপরচনা।
সর্ব্ব তেজোময় স্থান নাহিক তুলনা॥
মণ্ডপের চিত্র সব চন্দ্রকে উজ্জ্বল।
দেখিতে সুন্দর স্থান অতি পরিমল॥
চারিদিকে চামর লম্বিত রত্নঝারা।
তোরণ লম্বিত নানা মণি কেরা কেরা॥
মাণিকে সুশোভিত বেদী অতি দীপ্তিমান।
নিত্য নূতন জ্যোতিঃ দেখিতে সুবর্দ্ধান॥
চারিদিকে নানা মুক্তাদাম সে হিল্লোলে।
কোটি কোটি সূর্য্য জিনি মাণিক্য উজলে॥
নানা মণি মাণিকেতে শোভিত মন্দিরে।
কোটি সূর্য্য তেজ সে এক মাণিক্য ধরে॥
মণ্ডপের অষ্টদল পঙ্কজে শোভিত।
মণির কিরণে স্থান অতি তেজোদীপ্ত॥

চতুর্থ দুয়ার শোভে সেই শ্রীমন্দিরে।
মণি মাণিক্যের কপাট অষ্ট মনোহরে॥
কত কত রতন প্রদীপ জ্বলে তায়।
উজ্জল করিছে রাস মণ্ডলী সদায়॥
তার মধ্যে কল্পতরু দেখিতে সুন্দর।
রত্নপুরী রত্নবেদী অতি মনোহর॥
চতুর্দ্দিকে রত্নবৃষ্টি হয় সেই স্থানে।
নিরবধি ষড়ঋতু থাকয়ে সে বনে॥
অমৃত বরিষে সদা বৃন্দাবন মাঝে।
হেনরূপে কল্পতরু সদাই বিরাজে॥
কল্পতরু পত্রগণ উন্মত্ত উল্লাস।
প্রবালের দাণ্ডি সব শোভে তার পাশ॥
রতন পল্লবে কল্পতরু সুশোভিত।
মণি মুক্তাগণ নানারত্ন প্রদীপিত॥
পদ্মরাগ মাণিক্য সে ফল কেরা কেরা।
নানা মণি মাণিক্য সে লম্বে ঝারা ঝারা॥
মণি মাণিক্য সকল দেখিতে উজ্জ্বল।
সংসারের তাপ হরে সেই তরুবর॥
সেই তরু ছায়া করে সবার মঙ্গল।
ত্রিবিধ তাপ হরে অদ্ভুত তরুবর॥
হেন তরুমূলে শোভে রত্নময় পুর।
তার মধ্যে রত্নসিংহাসন সুমধুর॥
কোটি কোটি সূর্য্যতেজ অতি দীপ্তিমান।
অষ্টদল সিংহাসন মণিতে নির্ম্মান॥
হেন বৃন্দাবনে কল্পতরু সিংহাসনে।
সদাই দেখহ কৃষ্ণ করহ ধিয়ানে॥
পীতাম্বরধারী কৃষ্ণ রাধাজীউ বামে।
অরুণিম হস্ত দুই রাতুল চরণে॥
রাতুল নয়ন দুই অরুণ অধরে।
বক্ষ কৌস্তুভমণি নানারত্ন ধরে॥
মুকুত দোসরি কণ্ঠে নানারত্ন হার।
নানারত্নে ভূষিত অঙ্গ ভূষণ তার॥
নানারত্নমাণিক্যে উজ্জ্বল চুড়াখানি।
কণ্ঠেতে শোভিত হার ঝলকে দামিনী॥
কুণ্ডল কেয়ুর শোভে কঙ্কণ কিঙ্কিণী।
ঝলমল করে রূপ মধুর চাহনি॥
হৃদয়ে শ্রীবৎস চিহ্ন অতি মনোহর।
চরণ কমল দুই দেখিতে সুন্দর॥
মণিময় মঞ্জীর শোভিত দুই পায়।
পরম মধুর ধ্বনি সে পঞ্চম গায়॥
ত্রিজগত মনঃ হরে সে ধ্বনি শুনিয়া।
হেন সুমধুর বাজে চরণে থাকিয়া॥
গোরচনা কুঙ্কুম সে অতি দীপ্তিমান।
ললাটে তিলক শোভে অলি পরমাণ॥
সুন্দর মধুর মুখে মধুরিম হাস।
ত্রিভুবন বশ কৈল চাহনি প্রকাশ॥
কোটি কোটি কন্দর্প জিনিয়া মনোহর।
পরম লাবণ্যরূপ দেখিতে সুন্দর॥
সুন্দর উদরে শোভে ত্রিবলী প্রমান।
কটি সিংহ জিনি, রম্ভা অতি সুবন্ধান॥
হেনরূপে কৃষ্ণ বেণু হস্তেতে করিয়া।
বাজাইতে লাগিলেন মুখে বাঁশী দিয়া॥
কিবা দিব্য রাগে সব গাইতে লাগিলা।
বৃন্দাবন যমুনা পুলিন তরুতলা॥
মধ্যে রাধাকৃষ্ণ চারিদিকে গোপীগণ।
সহস্র সহস্র যূথ কে করে গণন॥

পদ্মের কেশর দল যেনই বেষ্টিত।
তেন রাধাকৃষ্ণে বেড়ি গোপী চারিভিত ॥
ত্রৈলোক্যমোহনরূপ ত্রৈলোক্যের পর।
আপনার স্বভাবেতে ভাব নিরন্তর ॥
ভজিলে পাইবে রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি।
দৃঢ়ভাবে ভজ রাজা করি দৃঢ়মতি ॥
নানাতন্ত্রে নানাশাস্ত্র করিয়া প্রমাণ।
বেদতত্ত্ব কহিলেন করিয়া ব্যাখ্যান ॥
রসিক বচন শুনি তিন সহোদর।
দৃঢ়ভাবে কৃষ্ণেরে ভজিল নিরন্তর ॥
অপার সমুদ্র লীলা কে বর্ণিতে পারে।
সংক্ষেপেতে মুই কিছু করিনু প্রচারে ॥
দক্ষিণ-বিভাগে এই করিলা প্রচার।
মন দিয়া শুন সব না কর বিচার ॥
রসিকমঙ্গল অতি পরম রসাল।
শুনিয়া সকল প্রাণী তর কলিকাল ॥
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল দক্ষিণবিভাগে মহারাজা বৈদ্যনাথ
ভঞ্জের প্রতি বৃন্দাবন ধ্যান ভজনোপদেশ নাম
পঞ্চদশ লহরী সম্পূর্ণা।

—০—

ষোড়শ লহরী

রাগ — নারানি গৌড়া

ঘোষা। মোর কৃষ্ণ গুণনিধি।
অনাথ শরণ বড় দয়ার অবধি ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ অখিল জীবন।
কৃপা কর যশঃ যেন করিয়ে রচন ॥
হেনরূপে বৈদ্যনাথ উপদেশ হৈলা।
দিনে দিনে প্রেমভক্তি বাড়িতে লাগিলা ॥
অনন্য শরণ হৈল তিন সহোদর।
কৃষ্ণপ্রেমময় হৈল উৎকলনগর ॥
বহু শিষ্য করিলেন রসিক সেখানে।
কতদিন রহিলেন রাজার সে গ্রামে ॥
অদ্ভুত বৈষ্ণব হৈলা তিন সহোদর।
তুলনা দিবারে নাই জগত ভিতর ॥
ভঞ্জভূমে সর্ব্বলোক হইলা বৈষ্ণব।
শৈব শাক্ত জীবহত্যা ছাড়িলেন সব ॥
একদিন সভা করি রসিকশেখর।
বসিছেন রাজার সে মন্দির ভিতর ॥
ভাগবত কথা সে শুনেন তিন ভাই।
মনের আনন্দে কহে রসিক গোসাঞী ॥
হেনকালে রাজার বেবর্ত্তা সেই স্থানে।
নিউছানি করি দাণ্ডাইলা বিদ্যমানে ॥
ইঙ্গিত করিবামাত্র চাহিলা তাহারে।
ক্রোধে উঠিলেন রামকৃষ্ণ দ্বিজবরে ॥
রসিকের শিষ্য বড় অনন্যশরণ।
ভুবনমঙ্গল বলি গায় সর্ব্বজন ॥

উঠিয়া বলিলা রাজা হইলা অজ্ঞান ।
কৃষ্ণামৃতবাণী ছাড়ি কথা কর পান ॥
নির্ঘাতে মারিলা এক চড় রাজামুখে ।
মূর্চ্ছাগত হৈলা রাজা সবে পাইল দুঃখে ॥
বড় বড় লোক সব ক্রোধাবেশ হৈয়া ।
খড়গ যোড়ি মারিবারে যায়েন গর্জ্জিয়া ॥
দেখিয়া আকুল রাজা উঠিয়া সত্বরে ।
পড়িলেন রামকৃষ্ণদাস পদতলে ॥
দুই কর জুড়িয়া কহেন সভাস্থানে ।
অপরাধহেতু দণ্ড হৈলা পরমাণে ॥
রসিক কহেন কথা কৃষ্ণামৃতবাণী ।
তাহা ছাড়ি অন্য দিকে চাহিলু আপনি ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে সত্য কৃষ্ণের ভজন ।
কৃষ্ণ বিনা আর যত গরল ভক্ষণ ॥
কৃষ্ণকথা সন্নিধ যে অন্য কথা শুনে ।
সেই বড় মহাপাপী পড়ে ঘোরতমে ।
সেই শুক্র কহেন বুদ্ধি জানিহ তাহার ।
রত্নহেলি অন্ন ছাড়ি ঝুটা খাইবার ॥
অমৃত ছাড়িয়া কৈল গরল ভোজন ।
কৃষ্ণ কথা ছাড়ি অন্য দিকে কৈল মন ॥
উচিত এ দণ্ড অপরাধ অনুসার ।
আজি রামকৃষ্ণ ভাই করিল উদ্ধার ॥
অতি বড় স্নেহ মোরে জানিনু অন্তরে ।
ঐরাশী হইতে মোরে করিলা উদ্ধারে ॥
রামকৃষ্ণ গলা ধরি কান্দিতে লাগিলা ।
নয়নের জলে রাজা অঙ্গ পাখালিলা ॥
দেখি চমৎকার লাগে সব সভাজনে ॥
বৈদ্যনাথ সাধু কথা অদ্ভুত কথনে ॥

রামকৃষ্ণ হাতে ধরি কহে রাজা রঙ্গে ।
হস্ত দুঃখাইল তোমা এ কঠিন অঙ্গে ॥
সব লোকে নিবারিল তাড়না করিয়া ।
রামকৃষ্ণদাস পাশে বসাইলা লৈয়া ॥
অনেক করিল প্রীতি নিষ্কপটভাবে ।
রসিক জানিল নিশ্চয় হৈলা বৈষ্ণবে ॥
উঠিয়া করিল কোলে রাজা তিন ভাই ।
নিষ্কপটে কৃপা কৈল রসিক গোঁসাই ॥
হেন সাধু বৈদ্যনাথ তিন সহোদর ।
রসিকেন্দ্র চূড়ামণি ভক্ত নিরন্তর ॥
শয়ন ভোজন নিদ্রা নিশি দিশি ধ্যান ।
রসিক চরণ বিনে নাহি জানে আন ॥
প্রেমভক্তি রাজার দেখিয়া সর্ব্বজন ।
দেখা দেখি সবে হৈলা অনন্যশরণ ॥
দিনে দিনে ভক্তির হইল উদ্দীপন ।
সবাকারে দয়া কৈল অচ্যুতনন্দন ॥
হেনকালে কত দিন তথায় থাকিয়া ।
শ্যামানন্দ স্থানে গেল রাজারে কহিয়া ॥
বিচ্ছেদ কারণে রাজা বড় দুঃখিত হৈলা ।
বহু ধন বস্ত্র দিয়া চরণে পড়িলা ॥
তথা হৈতে রসিকেন্দ্র করিলা গমন ।
গোবিন্দপুরে শ্যামানন্দ কৈল দর্শন ॥
উৎকলে জন্মেছিলা যমুনা ঠাকুরাণী ।
শ্যামানন্দে রসিকেন্দ্র তারে দিল আনি ॥
ধন বস্ত্র সব দিল শ্যামানন্দ স্থানে ।
রাজা উপদেশ কথা কহিল চরণে ॥
শুনিয়া আনন্দ হৈল শ্যামানন্দ রায় ।
আর এক কথা আছে কহিব তোমায় ॥

নৃসিংহপুরের ভুঞা উদ্দণ্ড সে রায়।
বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হিংসা করেন সদায়॥
শত শত গুধড়ি সে লয় ছাড়াইয়া।
দ্রব্যলোভে বৈষ্ণবেরে মারে মত্ত হৈয়া॥
হেন জন সাধু যবে হয় ভাল হয়।
চল যাব তার ঠাঁই তোমায় আমায়॥
এতবলি শ্যামানন্দ করিল গমন।
নরসিংহপুরে আসি হৈল উপসন॥
সেই রাত্রে রাজা উদ্দণ্ড শুইয়া ছিলা।
শয়ন করিয়া মাত্র জাগ্রত আছিলা॥
হেনকালে এক মহাপুরুষ প্রধান।
ভুঞার সাক্ষাতে আসি হৈল অধিষ্ঠান॥
কোমল সুস্বর বাণী কহিল সাক্ষাতে।
শ্যামানন্দ আশ্রয় কর হৈয়া দৃঢ় চিতে॥
শ্যামানন্দ স্থানে কর সর্ব্ব সমর্পণ।
অন্তর্দ্ধান হৈল তারে কহি এ বচন॥
আপনি দেখিল রূপ শুনিল বচন।
উঠিয়া দেখিল তথা নাহি কোন জন॥
দিব্য জ্ঞান হৈল তার পাই দরশন।
কবে পামু শ্যামানন্দ চরণ দর্শন॥
হেনকালে তথা প্রভু করিল গমনে।
দুই প্রভু যীজে কৈল উদ্দণ্ড ভবনে॥
রসিকমুরারি সঙ্গে শ্যামানন্দ লৈঞা।
উদ্দণ্ড রায়ের কাছে প্রবেশিল গিয়া॥
দেখিয়া দুহারে রাজা বড় আনন্দিতে।
যে বাণী শুনিল কর্ণে সে প্রভু সাক্ষাতে॥
বহু রূপে করিলেন চরণ বন্দন।
দৃঢ়ভাবে শ্যামানন্দে পশিল শরণ॥

নিষ্কপটে প্রেমভক্তি তা'রে কৈল দান।
সবংশে শরণ লৈলা ভুঞা ভাগ্যবান্॥
বড়ই প্রতাপী বড় অসুর আছিলা।
শ্যামানন্দ পরশে পরম সাধু হৈলা॥
দেখিয়া সকল লোকে লাগে চমৎকার।
গুরু কৃষ্ণ সাধু বিনে না জানয়ে আর॥
ধারেন্দা হইতে আনাইলা শ্যামরায়ে।
তিন মহোৎসব কৈল শ্যামানন্দ রায়ে॥
বড়ই বৈষ্ণব হৈলা সেই দিন হৈতে।
শত শত সাধু সবা লাগিল করিতে॥
দধি কাদা সারি বসিলেন শ্যামানন্দ।
নিবেদন করে ভুঞা মনের আনন্দ॥
বহু দুষ্ট মহাপাপী মুই দুরাচার।
সহস্র সহস্র সাধু করিনু সংহার॥
এক ঘর ভরিয়াছে গুধড়ি তাহার।
যদি আজ্ঞা কর আনি সাক্ষাতে তোমার॥
শুনি শ্যামানন্দ আজ্ঞা দিল অনিবারে।
গুধড়ি আনিয়া কৈল পর্ব্বত আকারে॥
শত শত অষ্টাদশ হইলা গণনে।
দেখিয়া অদ্ভুত লাগে সব কার্য্যজনে॥
তবে প্রভু একে এক দিল বৈষ্ণবেরে।
গুধড়ি পাইয়া সবে আশীর্ব্বাদ করে॥
বহু বস্ত্র বহু ধন দিল সাধুগণে।
দৃঢ়ভাবে কৈল শ্যামানন্দের শরণে॥
তার দেখাদেখি সাধু হৈল সব জন।
উদ্দণ্ড সাধুতা কিছু না যায় কথন॥
হেন শ্যামানন্দ রসিকের পরতাপ।
যাহার পরশে খণ্ডে ভব তিন পাপ॥

হেনরূপে দিনে দিনে প্রেমের উদয়।
দুষ্ট কর্ম্ম ছাড়ি সবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥
মহা মহা পাপী সব ছাড়ি দুষ্ট কর্ম্ম।
পরম বৈষ্ণব হৈলা অনন্য শরণ॥
কোটি মুখে বর্ণিলে সে না হয় বর্ণন।
স্বভাব সংক্ষেপে কিছু করিনু রচন॥
দক্ষিণ বিভাগে এই করিনু প্রকাশ।
রসিক মঙ্গল শুন হইয়া উল্লাস॥
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল দক্ষিণ বিভাগে উদ্দণ্ড উদ্ধার নাম ষোড়শ লহরী সম্পূর্ণা।

॥ সমাপ্ত ॥

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থবলীঃ

১। শ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য (পাঁচ টাকা)। ২। জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত (সাত টাকা)। ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় (দশ টাকা)। ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন (কুড়ি টাকা)। ৫। গৌর ভক্তামৃত লহরী (১, ২, ৩ খণ্ড) ষাট টাকা. (৪, ৫, ৬, ৭ খণ্ড) ষাট টাকা, (৮, ৯, খণ্ড) চল্লিশ টাকা, ১০ খণ্ড (যন্ত্রস্থ) ৬। রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশাবলী—১ম খণ্ড (পনের টাকা)। ২য় খণ্ড (পাঁচ টাকা) ৭। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম্ম (পাঁচ টাকা)। ৮। নিত্যানন্দ চরিতামৃত (দশ টাকা)। ৯। নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার (বার টাকা)। ১০। সীতাদ্বৈততত্ত্ব নিরূপণ (চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা)। ১১। ব্রজমণ্ডল পরিচয় (ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা)। ১২। অভিরাম লীলামৃত (ত্রিশ টাকা) ১৩। সখ্যভাবের অষ্টকালীন লীলাস্মরণ (চার টাকা)। ১৪। সাধক স্মরণ (পাঁচ টাকা)। ১৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র পরিচয় (দশ টাকা)। ১৬। নিত্য ভজন পদ্ধতি (১, ২ খণ্ড) ত্রিশ টাকা। ১৭। অভিরাম লীলা রহস্য (সাত টাকা)। ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি (দুই টাকা পঞ্চাশ টাকা)। ১৯। পঞ্চশত বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (পাঁচ টাকা)। ২০। অষ্টকালীন লীলা স্মরণ (ছয় টাকা)। ২১। শুভাগমণী স্মরণিকা (এক টাকা)। ২২। অনুরাগবল্লী (সাত টাকা)। ২৩। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যামচন্দ্রোদয় (পাঁচ টাকা)। ২৪। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য (ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা)। ২৫। শ্যামানন্দ-প্রকাশ (দশ টাকা) ২৬। সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ লীলারহস্য (আশী টাকা)। ২৭। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা (পাঁচ টাকা)। ২৮। শ্রীশ্রীনিতাই অদ্বৈত পদ মাধুরী (বারো টাকা)। ২৯। অভিরাম বিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয় (সাত টাকা)। ৩০। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ—১ম (নরহরি সরকারের পদাবলী)—(কুড়ি টাকা)। ২য় খণ্ড (গৌরলীলা, নরহরি চক্রবর্ত্তী পদাবলী) ষাট টাকা। ৩য় খণ্ড (চল্লিশ টাকা) ৪ খণ্ড (যন্ত্রস্থ) ৩১। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা (কুড়ি টাকা) ((প্রাচীন গ্রন্থ)

সমন্বয়ে)। ৩২। চৈতন্য কারিকায় রূপ কবিরাজ (পাঁচ টাকা)। ৩৩। জগদীশ চরিত্র বিজয় (পঁচিশ টাকা)। ৩৪। পানিহাটীর দণ্ডোৎসব—পাঁচ টাকা। ৩৫। মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্যডোবা (ইংরাজী)—সাত টাকা। ৩৬। গৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী—কুড়ি টাকা। ৩৭। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তণীয়া—১ খণ্ড (চল্লিশ টাকা) ২য় খণ্ড ত্রিশ টাকা। ৩য় খণ্ড (যন্ত্রস্থ) ৩৮। পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ ত্রিশ টাকা। ৩৯। মনঃশিক্ষা দশ টাকা। ৪০। রসিক মঙ্গল—(প্রভু শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দ প্রভুর লীলা কাহিনী)—প্রথম খণ্ড (পঁচিশ টাকা) দ্বিতীয় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)

অপ্রকাশিত দুঃষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব শাস্ত্র
প্রচার মূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

॥ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ॥

ইহাতে প্রচীন বৈষ্ণব শাস্ত্র তথা শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার পার্ষদবর্গের মহিমামূলক অপ্রকাশিত ও দুঃষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি পুঁথি হইতে পাঠোদ্ধার করে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। তৎ সঙ্গে লুপ্ত বৈষ্ণব তীর্থের মহিমা, প্রাচীন শ্রীবিগ্রহ আদির বিবরণ ও বৈষ্ণব সাহিত্যের গবেষণামূলক প্রভৃত অপ্রকাশিত তথ্য ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার বার্ষিক চাঁদা ষোল টাকা ও আজীবন সদস্য চাঁদা দুইশত টাকা।

প্রকাশিত হইয়াছে— (বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ)

প্রাচীন ও আধুনিক পদাবলী সংকলন গ্রন্থাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া দুই শতাধিক পদকর্ত্তার জীবনীসহ তাহাদের সমগ্র পদাবলী (গৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা পৃথক ভাবে) খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক চাঁদা (সডাক) কুড়ি টাকা পাঠিয়ে সত্বর গ্রাহক তালিকাভুক্ত হউন।

বিঃ দ্রঃ—গ্রন্থাবলী ডাকযোগে পাঠান হইয়া থাকে। ধর্ম্মগ্রন্থ বিক্রেতাগণকে কমিশনে গ্রন্থ দেওয়া হয়।

প্রচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রগুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

॥ যোগাযোগ ॥

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্যডোবা • পোঃ-হালিসহর • উত্তর ২৪ পরগণা • পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট দর্শনে আসুন
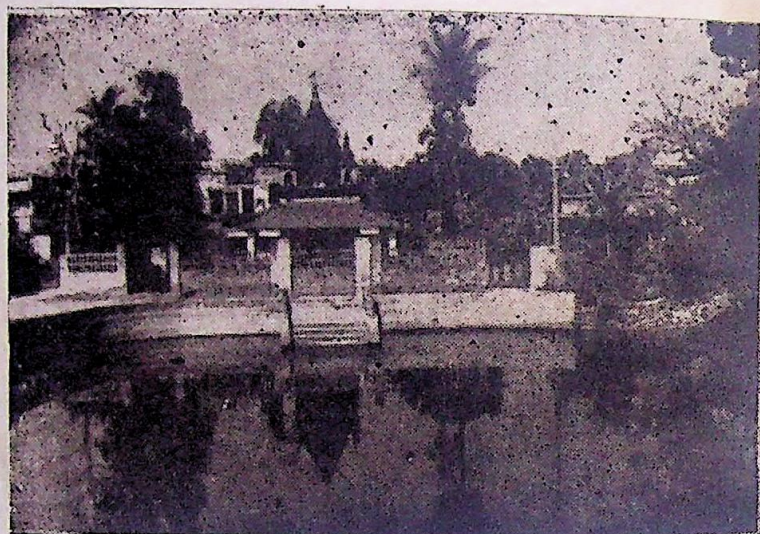
মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্যডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন।

প্রভু বলেন, ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।

এমৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ॥

পথনির্দ্দেশ—শিয়ালদা-রানাঘাট রেলপথে নৈহাটি কিংবা কাঁচরাপাড়া ষ্টেশনে নামিয়া ৮৫নং বাসযোগে হালিসহর শ্রীচৈতন্যডোবা বাস ষ্টপেজে নামিবেন। বাসে শিয়ালদা শ্যামবাজার-বারাকপুর হইতে ৮৫নং বাসরুটে এখানে আসা যায়।